বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান ঃ

একটি পর্যালোচনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিউলী বেগম

400453

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ১৯৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
400453

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান ঃ

একটি পর্যালোচনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিউলী বেগম

এম. ফিল. রেজিষ্টেশন নং - ১৮৬, সেশন ১৯৯৪-৯৫

400453

তত্ত্বাবধায়ক ঃ অধ্যাপক ডঃ এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ১৯৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শিউলী বেগম কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানঃ - একটি পর্যালোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ তাঁর নিজস্ব গবেষণার ফল। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোথাও কোন উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেনি।

ঢাকা-

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯৯

(ডঃ এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান)

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

400453

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

সাম্প্রদায়িকতা,

মৌলবাদের বিরুদ্ধে যারা সাহসের সাথে লিখছেন,লড়ছেন,

এমনকি এর কবলে পড়ে নির্যাতিত হয়েছেন তাদেরকে -

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ -

"বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান- একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক বর্তমান গবেষণা কর্মটিতে এ দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রকৃতি-স্বরুপ, অবস্থান ও কার্যক্রমের গতিধারা তুলে ধরা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নিজের কাছে অনেক প্রশ্ন ছিল। সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এ বিষয়টিকে গবেষণার জন্য বেঁছে নিয়েছি। কেননা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে শোষণ-বঞ্চনা ও নানা পশ্চাদপদতার। তাই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতি যেন প্রতিটি দেশবাসীই উপলব্ধি করেন। মূলতঃ এ গুরুত্ব অনুধাবন করে এ সকল বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপন করে এ সমস্যার আবর্তন থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ নির্দেশনা প্রদান করার জন্যই গবেষণার বিষয় হিসেবে এ বিষয়টি নির্বাচন করেছি। সকলকে এ অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করে শ্রেয়বোধে উদ্দীপ্ত করতে হলে সকল প্রগতিশীল বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য এ বিষয়ে গবেষণাটি কাজে লাগতে পারে।

এ গবেষণা কাজের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশনা দেয়ায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমানের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। অকৃপণ সহযোগীতার জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

যার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় 'মেজো দুলা ভাই জান' আলহাজ্ব এ. এইচ. কবির শরীফ। তাঁর নিকট হতে আমি পেয়েছি আশাতীত উৎসাহ ও প্রেরণা। তিনি যদি সময় মতো গবেষণা কর্মটি শুরু করার উপদেশ না দিতেন তাহলে হয়তো এ কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

এ গবেষণা কাজে যারা সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন তাঁরা হলেন, মোহাম্মদ জিয়াউল করিম (মিন্টু), জাভেদ সালেহ উদ্দিন (জয়), মোঃ দবির উদ্দীন, রিভা শাহ্‌রিয়ার, নাজমুন নাহার সিদ্দিকা, নীরা, জুম্মা, বাপ্পী ও ফয়সল এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মা, বাবা, ভাই ও বোনদের কাছেও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও মোঃ বিল্লাল হোসেন খান, যিনি অভিসন্দর্ভটির কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা কষ্ট করে উত্তর দিয়েছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

সবশেষে বলা যায় গবেষণায় উপস্থাপিত প্রাথমিক তথ্যসমূহ একটি বিশেষ সময়ে-বিশেষ এলাকা থেকে সংগৃহীত। তাই এলাকা ও অবস্থান পরিবর্তন করে কেউ যদি এ বিষয়ে পুনরায় গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন তবে ফলাফলে কিছুটা বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হতেই পারে। তবে এর জন্য প্রধাণত ভূমিকা থাকবে সময় ও অবস্থানের পরিবর্তন জনিত কারণ।

অভিসন্দর্ভটির কোথাও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে সে জন্য আমি নিজে দায়ী এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯৯

শিউলী বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		v
সারণী সমূহের তালিকা		viii
প্রথম অধ্যায়		
	ভূমিকা	২
	গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য	২
	গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
	অনুমিত সিদ্ধান্ত সমূহ	৮
	গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি	৯
	গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের সংজ্ঞা	১৩
	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৪
	অধ্যায়ের রূপরেখা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়		
	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৪০
	প্রাক-বৃটিশ আমল	৪১
	বৃটিশ আমল	৪৬
	পাকিস্তান আমল	৫১
	বাংলাদেশ আমল	৫৭
চতুর্থ অধ্যায়		
	বাংলাদেশে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দল ও দলীয় জোট সমূহের উৎপত্তি এবং সাম্প্রদায়িকশক্তির বিকাশ	৬৫
পঞ্চম অধ্যায়		
	সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ফলাফল সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যের সারণীর মাধ্যমে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ	৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	গবেষণার সারসংক্ষেপ ও উপসংহার	১২৫
	পরিশিষ্ট (ক)	১৪৮
	পরিশিষ্ট (খ)	১৬৫
	নির্বাচিত পাঠ	১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা

সারণী নং		পৃষ্ঠা নং
১.১	সাক্ষাৎকার প্রদান কারীর বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কীত তথ্যের বিবরণ	৯৪
২.১	সাক্ষাৎকার প্রদান কারীর পেশা সম্পর্কীত তথ্যের বিবরণ	৯৫
৩.১	সাম্প্রদায়িকশক্তি হিসেবে কাদের চিহ্নিত করা যায় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	৯৬
৪.১	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান রাজনৈতিক কারণ বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	৯৭
৪.২	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান রাজনৈতিক কারণ বিষয়ে একাধিক প্রধান অভিমতের বিন্যাস	৯৮
৫.১	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান অর্থনৈতিক কারণ বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	৯৯
৫.২	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান অর্থনৈতিক কারণ বিষয়ে একাধিক প্রধান অভিমতের বিন্যাস	১০০
৬.১	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান সামাজিক কারণ বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১০১
৬.২	সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে প্রধান সামাজিক কারণ বিষয়ে একাধিক প্রধান অভিমতের বিন্যাস	১০২
৭.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১০৩
৮.১	"রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" আইন বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১০৪
৯.১	ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১০৫
১০.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১০৬
১০.২	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে একাধিক প্রধান মতামতের বিন্যাস	১০৭
১১.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১০৮
১১.২	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে একাধিক প্রধান মতামতের বিন্যাস	১০৯
১২.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১০
১২.২	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব বিষয়ে একাধিক প্রধান উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১১
১৩.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১২
১৪.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করে-সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১৩
১৫.১	সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রগতিশীল বা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১১৪

Dhaka University Institutional Repository

১৫.২	সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রগতিশীল বা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা বিষয়ে একাধিক প্রধান অভিমতের বিন্যাস	১১৫
১৬.১	সাম্প্রদায়িকশক্তির মূল চালিকা শক্তি কোন টি - সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১৬
১৭.১	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১১৭
১৮.১	সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে কি না - সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১১৮
১৯.১	বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোকে প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১১৯
১৯.২	বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোকে প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে একাধিক প্রধান মতামতের বিন্যাস	১২১
২০.১	১৯২১-১৯৩১ সময় কালে বাংলার পাঁচটি বিভাগে ধর্মানুসারে শিক্ষিতদের সংখ্যা ও শতকরা হার	১৪৮
২০.২	১৯১৩ সালে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের চাকুরীতে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থান	১৪৯
২০.৩	১৯১৭ সালে কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা	১৫০
২০.৪	১৯১৩-১৯২৪ সালে প্রাদেশিক এক্সিকিউটিভ ও জুডিশিয়াল সার্ভিসে মুসলমানদের সংখ্যা ও শতকরা হার	১৫১
২০.৫	১৯১৩-১৯২৪ সালে বিভিন্ন নিম্ন পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা	১৫২
২০.৬	১৯৪০ সালে বিচার, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিভাগ ভিত্তিক তালিকা	১৫৩
২০.৭	১৯৪০ সালে সেক্রেটারী ও বিভাগীয় প্রধানদের সম্প্রদায় ভিত্তিক তালিকা	১৫৪
২১.১	১৯৫১-১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে কর্ম নিয়োজনের বিন্যাস	১৫৫
২১.২	১৯০১-১৯৬১ সময়কালে আদম শুমারি অনুযায়ী পূর্ববাংলার জনসংখ্যার ধর্ম ভিত্তিক তুলনামূলক অবস্থান	১৫৬
২১.৩	১৯৪৯-১৯৭০ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য	১৫৭
২১.৪	১৯৪৮/৪৯-১৯৬৮/৬৯ সময়কালে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বন্টন	১৫৮
২২.১	১৯৮১ সালের মার্চ সময় কালে বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামের পার্টি এলিটদের (কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বৃন্দ) ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৫৯
২২.২	১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর সময় কালে বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামের পার্টি এলিটদের (কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বৃন্দ) ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৬০
২২.৩	১৯৮১ সালের মার্চ সময় কালে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৬১
২২.৪	১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর সময় কালে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৬২
২২.৫	১৯৮৭ সালে জামায়াতের মহিলা পূর্ণ সদস্যদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় উপ উপমহাদেশেই সাম্প্রদায়িকতা জনজীবনে এক জটিল সমস্যা হয়ে জেঁকে বসে আছে। ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোকের হতাহত হওয়া এবং শত শত কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া এখন এ দেশগুলোর জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা থেকে শুরু করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম কেউ আজ আর নিরাপদ নয়। সবার মনেই প্রজ্জ্বলিত প্রতিশোধ স্পৃহা, বিশ্বাস হীনতা। ফলে শিথিল হয়ে পড়ছে সামাজিক বন্ধন। বিচ্ছিন্নতা এসে ভর করছে সকলের মাঝে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এ দেশে একটি প্রাচীন সমস্যা, যা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শত শত বৎসর ধরে জাতীয় জীবনে বহমান। যুগে যুগে অনেক চেষ্টা করে এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও এ অশুভ শক্তির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসা এখনো সম্ভব হয়নি। কতটা আভ্যন্তরীন উপাদান, আর কতটা বাহ্যিক উপাদানের সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো তান্ডবলীলা সংগঠনের ধারাবাহিকতা আজও পর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখেছে।

সাম্প্রদায়িকতা আজ বাংলাদেশের সর্বত্র। এর বিভৎস রূপ সমগ্র জাতিকে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা টিকে আছে কোথাও শাখা-প্রশাখায়, আবার কোথাও শিকড়ে। প্রতিদিনের পত্র পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তা রীতিমত ভয়াবহ। বৃটিশ আমলের কুফল যে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করেছিল বর্তমানে তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। দেশ ও জাতি আজ সাম্প্রদায়িকশক্তির কাছে জিম্মি। এরাই আজ জাতীয় অগ্রগতির প্রধান শত্রু। তাই রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সমস্যা হিসেবেই

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবেও সাম্প্রদায়িকতা একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে রূপ পরিগ্রহন করায় এ শক্তির মুখোশ উন্মোচন এবং এ শক্তির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদানের স্বরূপ জন সম্মুখে তুলে ধরা বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তি সক্রিয় দু'টি ক্ষেত্রে ঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক। এ গবেষণাতে এ দু'টি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকশক্তির নীতিগত অবস্থান ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারনভাবে এ দেশে, বিশেষত বিগত কিছুদিন যাবত, সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসার ও এ শক্তির উত্থান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়ভাবে সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকশক্তি কখনো কখনো সমালোচনার সম্মুখীন হলেও রাজনৈতিক কুটচালে তাঁরা ক্রমান্বয়েই বৈধতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে সামাজিকভাবে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয়কারী পশ্চাদপদ চিন্তার ধারাকে দেখা যাচ্ছে একেবারে স্বতন্ত্র হিসেবে।[১] ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ শক্তি আজ এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে যাকে দেশ ও জাতির জন্যে ভয়াবহ বলে চিহ্নিত করা যায়। ক্ষমতার রাজনীতি, যে কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যাবতীয় কুটচাল ও মিথ্যাচার, ইতিহাসের ভূল এবং সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দান, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত হীন স্বার্থে রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রে ইসলামের অপব্যবহার ও ইসলামের অপব্যাখ্যার রেওয়াজের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেদের ক্রমাগত শক্তিশালী করে চলেছে।

বৃটিশ আমলের পর পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারই ইসলাম অর্থাৎ ধর্মকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। সাম্প্রদায়িকশক্তিকে লালন করেছে এবং শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালু করেছে। যার ফলে রাজনীতিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যত বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, রাজনীতিতে প্রকৃত ধর্মচর্চার অনুশীলন ততটা প্রভাব রাখতে পারেনি। প্রকৃত অর্থে ইসলামের কোন উপকারতো হয়নি বরং ইসলামের নামে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ফায়দা

Dhaka University Institutional Repository

হাসিল করা হয়েছে। জামাত-ই- ইসলামীর অধিকাংশ নেতা, কর্মী ও সদস্য একাত্তরে বাংলাদেশ বিরোধী ছিল। এরা মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হানাদারদের সাথে একযোগে বাঙ্গালী নিধণে মেতেছে। ইসলাম রক্ষার নামে তারা মানবতার বিরুদ্ধে জঘণ্য অপরাধ করছে। স্বাধীনতা পর বিভিন্ন সরকার এর আশ্বাসপূর্ণ ইশারায় সাম্প্রদায়িক শক্তি বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। জেনারেল জিয়া এ শক্তিকে লালন করেছেন, জেনারেল এরশাদ এ শক্তিকে বিকশিত করেছেন। এসব কারণেই সাম্প্রদায়িক-শক্তিগুলো আজ দেশের প্রচলিত আইন-কানুনকে পাশ কাটিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।[২] আলোচ্য গবেষণায় সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রকৃতি-স্বরূপ, উৎপত্তি আলোচনা করে সাম্প্রদায়িক শক্তির মদদ দাতাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি যে কেবল রাজনীতিতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, দুই দশক ধরে অত্যন্ত ধীরগতিতে সামাজিক জীবনে ও তাদের প্রভাব বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের অর্থানুকূল্যে ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এমন সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিকশিত হয়েছে যারা সমাজে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা বিকাশের মানষ জমিন কর্ষন করে চলেছে।[৩] এ রকম একটি পটভূমিকায় এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরী এবং সমাজের সকল স্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনার তাগিদ দেবার জন্যই এ গবেষণার অবতারনা।

সম্প্রতি ফতোয়াবাজী যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর দাপট। এদের ফতোয়া বাজীর দরুণ গ্রামঞ্চলের মহিলাদের প্রাণ হারাতে হচ্ছে। ফতোয়া বাজদের তৎপরতায় এন.জি.ও কর্মীবৃন্দ নির্যাতিত হয়েছেন, বহু কর্মজীবি মহিলা তালাক প্রাপ্ত হয়েছেন, কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন মৌলবাদীদের জোরজুলুমে।

সাম্প্রদায়িক শক্তি নারী প্রগতি, মুক্তচিন্তা এবং শিল্প সংস্কৃতির শত্রু। তাই সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য হলো সাবলম্বী নারীসমাজ, মুক্তমতি চিন্তাবিদ ও ভাবুক, প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক। সাম্প্রদায়িক শক্তির সন্ত্রাসী তৎপরতায় আজ গোটা সমাজে ভয়াবহ পরিস্থিতির সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সমাজ প্রগতি, নারী মুক্তি এবং দরিদ্র ও নিরক্ষর গোষ্ঠীর শিক্ষা,ক্ষমতায়ন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসরমান বিভিন্ন সংগঠনের উপর হামলা, দরিদ্র গ্রামীন নারীদের লাঞ্ছনা ও হত্যা, সমাজ সচেতন ও প্রাগ্রসর লেখকদের হত্যার হুমকি প্রদানের ঘটনা সহজেই প্রমান করে যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চার বদলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি চায় ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা, এদের লক্ষ্য ব্যক্তির অধিকার হরণ ও সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে সকলকে নিশ্চুপ করে দেয়া।[৪] এরা একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, এখনো নির্দেশ দেয় কর্মীদের।

সাম্প্রদায়িক শক্তিদের হাতে নারী প্রগতি, মুক্তমতি চিন্তাবিদের মতো গণতন্ত্র ও নিরাপদ নয়। এ শক্তি ব্যক্তি স্বাধীনতা কিংবা বাক স্বাধীনতা কিছুই বিশ্বাস করেনা। ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করতে এ শক্তি সদা তৎপর। প্রগতিশীল উদারপন্থী বুদ্ধিজীবিগনও এ শক্তির হাত থেকে নিরাপদ নয়। সাম্প্রদায়িক-শক্তিগুলোর হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। এদেশেরই নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও জীবন যাপনের নিরাপত্তার অধিকার সহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেবল ধর্মীয় সংখ্যা লঘু হবার কারনে কেউ নিরাপত্তাহীন জীবন-যাপনে বাধ্য হতে পারে না। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মীয় সাম্প্রদয়িকতার যে বীজ বহুকাল আগে রোপণ করা হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে সে বীজ থেকে উগ্র বিষবৃক্ষের চারাকে লালন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ের বেড়ার ভিতর সে বৃক্ষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্যই আজ দেশে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার প্রয়োজন। বর্তমানে সঠিকভাবে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার ধারায় যদি জনমতকে উদ্বুদ্ধ করা না যায় তাহলে সকল পর্যায়ের উন্নয়নের উদ্যোগ পদে পদে হোঁচট খেতে বাধ্য। আর এ কারণেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা বিস্তারের জন্য ব্যাপক সচেতন উদ্যোগের প্রয়োজন। তারপরও পুরানো ইতিহাসের জের দূর করাটা যে সহজ নয় তা ভূলে যাওয়া অন্যায় হবে। কাজটাকে সহজ করে দেখে লাভ নেই। তার উপর আজকাল ধর্মীয় মৌলবাদী বা রক্ষণশীল ধ্যান ধারণাকে মদদ দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক শক্তির অভাব নেই। ফলে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

তারপরও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শক্তির সবারই সমভাবে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির অব্যাহত প্রভাবের অর্থ হলো জাতি হিসেবে আমাদের স্থবিরতা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত সমস্যা। প্রশ্ন হলো জাতি হিসেবে এ প্রভাব কাটিয়ে উঠা যাবে কি?[৫] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে তাই কোন মতেই ধর্মের গৌরব বর্ধিত অথবা হিন্দু, মুসলমানের সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়না। উপরন্তু এর মধ্যে দিয়ে ধর্মের অবমাননা এবং সংখ্যা লঘুদের দুঃখ দুর্দশাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং অধিকতর নিদারুণ করার পথ প্রশস্ত হয়।[৬]

সাম্প্রদায়িক শক্তির কালোথাবা মুক্ত পরিবেশে প্রত্যেক নাগরিক বসবাস করতে উন্মুখ। এ ধ্বংসাত্মক অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন যথার্থ কারণ নিশ্চিত করণ। তাই বর্তমানে এ গবেষণা কর্মটির যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত। সাম্প্রদায়িকতা যেহেতু গোটা সমাজকেই কলুষিত করছে এবং এর বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে যাচ্ছে সমাজের আবহ, ভেঙ্গে পড়ছে সামাজিক মূল্যবোধ, তাই এ সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ের জন্য একান্ত আবশ্যক। আর এ গুরুত্বের বিষয়টি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সমস্যা। একথা সুস্থ ও মুক্ত বুদ্ধির মানুষ মাত্রই স্বীকার করেন। এ সমস্যা থেকে দেশের সিভিল সমাজ, মানবিক মূল্যবোধ ও গনতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে হলে সে সম্পর্কে যত বেশি আলোচনা হবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তত বেশি সামাজিক চেতনা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তাই এ সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি ? কি কি কারণ সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের জন্য দায়ী, সাম্প্রদায়িক শক্তির ভবিষ্যৎ পরিণতি কি? সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল কি কি ? সর্বোপরী সাম্প্রদায়িক – শক্তিকে প্রতিরোধ করে সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ই বা কি, সে সম্পর্কে মতামত যাচাই করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ের জন্য অতীব জরুরী।

সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করায় এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি, নতুন আইন তৈরী, পুরাতন আইন সংস্কার করার লক্ষ্যে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদগন সহ সরকারী, বেসরকারী ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই সংগতকারনেই এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই এ সব সমস্যা ও প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান ও উত্তর খুঁজে বের করাই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমিত সিদ্ধান্তসমূহ

(ক) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাজনেতিক স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মের ব্যবহার, হিন্দু মুসলিম বিরোধের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পূনর্জন্ম, শিক্ষার অভাব, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর জন্য বিদেশ থেকে সাহায্যই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ।

(খ) কায়েমী স্বার্থবাদীমহল নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকশক্তিকে মদদ যোগায়।

(গ) সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি রাজনৈতিক দলগুলির অনেকের কাছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের সহায়ক। তাই তাঁরা এর নির্মূল চায়না। সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ রাজনৈতিক দূরভীসন্ধির উৎপত্তি।

(ঘ) সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষণ। মূলতঃ ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবই এর মূল চালিকা শক্তি।

(ঙ) সাম্প্রদায়িকতা যে কোন অর্থে ধর্মের-ই লংঘন ও বিরুদ্ধাচারণ। ধর্ম নয়, বরং সংকীর্ণ ও সর্বনাশা রাজনীতিই সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূল কারণ।

(চ) সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর কর্মতৎপরতার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। মৌলবাদের প্রসার ঘটছে এবং সুষ্ঠুকোন সাংস্কৃতিকধারা বিকাশ লাভ করতে পারছে না। সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে।

এখন বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা ও সেগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে স্থিরকৃত উপরোক্ত অনুমিত সিদ্ধান্তগুলো কতখানি সঠিক ও যথার্থ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

সাধারণভাবে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান, কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধান কৌশল।

এটি হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত ও সঠিক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা।

গবেষণা দুই প্রকার ঃ মৌলিক গবেষণা ও ফলিত গবেষণা। শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুসন্ধান বা তত্ত্ব তৈরী, বা সাধারণীকরণ কিংবা বিদ্যমান কোন তত্ত্বের উন্নয়নের জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় সেটিই হচ্ছে "মৌলিক গবেষণা"। সাধারণতঃ এ গবেষণা দ্বারা উদ্ভাবিত তত্ত্বের তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।

অপরপক্ষে কোন সমাজ, শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান বের করার জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় সেটাই হল ফলিত গবেষণা। একটি তাৎক্ষণিক সমাধান বের করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা একটি মৌলিক ও আদিম সমস্যা। এটি কোন হঠাৎ করে গড়ে উঠা সমস্যা নয়, যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া সম্ভব। তাই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল কারণ ও উপাদানগুলো নির্ণয় করা, এর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কি কি তা চিহ্নিত করা এবং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ই বা কি কি সে বিষয়ে একটি তত্ত্বগত কাঠামো দাড় করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। সে দিক থেকে এ গবেষণা চূড়ান্তভাবেই একটি মৌলিক গবেষণা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণাটি মূলতঃ একটি তথ্য উদঘাটন মূলক সামাজিক নমুনা জরীপ। এ গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ঃ

(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি

(খ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি

(গ) জরীপ পদ্ধতি

(ঘ) পরিসংখ্যান পদ্ধতি

এ গবেষণায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তির ইতিহাস ও বর্তমান পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি, দলিল পত্রাদি ,ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রধাণতঃ ঐতিহাসিক ধারা বাহিকতার-ই ফলশ্রুতি" -এ অনুমিত সিদ্ধান্তটি মূলতঃ এ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করার ফলেই নেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতেও চেষ্টা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয়ও এখানে নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণায় গবেষণার এলাকা নির্ধারণ করে নমুনা নির্বাচন এবং নির্বাচিত নমুনা হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা জরীপ পদ্ধতিরই আওতাভূক্ত।

গবেষণায় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলো সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপের মাধ্যমে সারণী আকারে উপস্থাপন করারক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ও তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে গবেষণার এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে ঢাকার অন্যান্য স্থান যেমন মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর আরামবাগ, ফকিরাপুল, মতিঝিল ইত্যাদি এলাকা থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া ঢাকার বাহিরে অবস্থান করে অথচ ঢাকায় বেড়াতে এসেছে এ রকম কতিপয় লোকের কাছ থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণার সমগ্রক নির্ধারণ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবিদের মধ্য থেকে।

এ গবেষণার সমগ্রক নির্ধারণ বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নমুনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শবর্তী এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে ফলাফলের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পাস এলাকার বাহির থেকে ও তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নমুনায়নের ক্ষেত্রে নমুনার প্রকৃতি (পেশা) এবং সংখ্যা নির্ধারণ ও ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সকল পেশার লোকজন যাতে নমুনার অর্ন্তভূক্ত হয় এবং নমুনায় সকলের যাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এভাবে করা হয়েছে। নমুনা সংখ্যা কেবল ১২৫ টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এ ১২৫ টির মধ্যে পুরুষ নমুনা ৯৫টি আর মহিলা নমুনা ৩০টি নেয়া হয়েছে। মোট নমুনাকে আবার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য পেশা জীবির মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ছাত্র-ছাত্রী নমুনা নেয়া হয়েছে ৫০ জন, শিক্ষক-শিক্ষিকা নেয়া হয়েছে ২৫ জন, রাজনীতিবিদ ২৫ জন, ব্যবসায়ী নমুনা নেয়া হয়েছে ১৫ জন, আর ১০ টি নমুনা নেয়া হয়েছে অন্যান্য পেশাজীবি হতে। নমুনা হিসাবে গৃহীত ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবিদের প্রত্যেকে গবেষণার এক একজন উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফলের নির্ভুলতা বৃদ্ধির জন্য নমুনা একক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সাধারণ দৈবচয়িত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে Primary এবং Secondary উভয় Source ই ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি মানসম্মত সাক্ষ্যাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করা হয়। পূর্ব পরীক্ষার পর অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ চূড়ান্তরূপ দেয়া হয়েছে।

যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। এর পর তথ্যাবলীর বিভিন্ন বৈশিষ্টোর ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ ও সারণীবদ্ধ করণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরল পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্যে এ গুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের সংজ্ঞা

গবেষণা বিষয়ের শিরোনাম হচ্ছে -

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান ঃ একটি পর্যালোচনা।

"বাংলাদেশ" বলতে এখানে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তরে' - বুঝানো হয়েছে।

"সাম্প্রদায়িকশক্তি" বলতে এখানে যা কিছু এ দেশের জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি করে সে সকল শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু, মুললিম সম্প্রীতি বিনষ্টকারী শক্তি, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষ সঞ্চারকারী শক্তি, বিরোধীতাকারী শক্তি, মৌলবাদী শক্তি, স্বাধীনতার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষনকারী শক্তি প্রভৃতি এর অন্তর্ভূক্ত। এক কথায় "সাম্প্রদায়িকশক্তি" কথাটিকে এখানে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

"উত্থান" বলতে এখানে উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ও প্রসারলাভ বুঝানো হয়েছে।

"একটি পর্যালোচনা" বলতে সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি, সমস্যারকারণ, ভবিষ্যৎ পরিণতি, সমস্যার সঠিক সমাধান সহ সমস্যার বিভিন্নদিক উপস্থাপন করাকে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। একটি আদর্শ গবেষণার নমুনা হওয়া উচিত সমগ্রকের যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ, লোকবল ও অভিজ্ঞতা না থাকায় আদর্শ নমুনার আকার নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। অর্থের সীমাবদ্ধতার কারনেই আরও বেশি সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যদিও গবেষণার ফলাফলের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এ দিকে লোকবলের অভাবের কারনে নিজ হাতেই প্রশ্নপত্র বিলি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ ভাবে করতে গিয়ে অনেক সময়ও নষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও গবেষণা পরিচালনার সময় রেফারেন্স মূলক বইয়ের অভাবের দরূণ তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সর্বোপরি প্রথম গবেষণা হওয়াতে অদক্ষতার কারণে অনেক ভূলত্রুটি থেকে গেছে। তথ্য সংগ্রহ কালে যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বজায় রাখা উচিত ছিল অনেক ক্ষেত্রে তা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে উত্তরদাতা যথার্থ উত্তর দেয়নি। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অত্যন্ত সতর্কতা, আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণাটি যথাসম্ভব মানসম্মত কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের রূপরেখা

অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য, অনুমিত সিদ্ধান্তসমূহ, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের সংগায়ন, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও অধ্যায়ের রূপরেখা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে ইতোমধ্যে তা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারনা ও এদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিভিন্নদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যেমন সাম্প্রদায়িকতার তাত্ত্বিকদিক তুলে ধরা হয়েছে তেমনি তার বাস্তব চেহারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠার পার্থক্য আলোচনা করে ধর্মনিষ্ঠার উপর সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের, ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, সামাজিক পটভূমি ও ইতিহাস আলোচনা করে এ দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশে কোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে, চাপিয়েদেয়া রাষ্ট্র কাঠামোর কোন মৌলিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশে ধর্মীয় উম্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতা নতুন রূপে পুনর্বাসিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে? এদের বিকাশের উপযোগী ভূমি কিভাবে তৈরী হচ্ছে? এদের অবস্থান, স্বার্থ, লক্ষ্য, ও উদ্দেশ্য এবং পরিচালিত কর্মকান্ডের প্রকৃতি ও স্বরূপ কেমন? এদের সাথে আন্তর্জাতিক পুঁজি ও পেট্রো ডলারের যোগ সাজস কোথায়? দৈশিক বেসামরিক-সামরিক কায়েমী শাসন ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থের সাথে এদের মৌলিক সাজুস্য ও ঐক্য আছে কি? এ সব প্রশ্নের উত্তর এখানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দল ও দলীয় জোট সমূহের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। সে কাথে ইসলামপন্থী দলসমূহের অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে এ সকল দল সাম্প্রদায়িক-শক্তির উত্থানে কি ভূমিকা রাখছে এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে - সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান সম্পর্কে প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তাদের মদদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের উৎপত্তির কারণ, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, ভবিষ্যত পরিনতি ও ফলাফল এর চিত্র সারণীর আকারে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথা উপসংহারে বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত চূড়ান্ত ফলাফল ও সুপারিশের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে পরিশিষ্ট ও একটি গ্রন্থ বিবরণী।

এ গবেষণা গ্রন্থাগার ভিত্তিক। বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্যই এতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক তেমন কোন লেখা নেই বলে এতে "রিভিউ অব লিটারেচার" বা "গ্রন্থ পর্যালোচনা" বলতে কোন অংশ সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. আলী রীয়াজ (সম্পাদনা), সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৪২।

২. বদরুদ্দীন উমর, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ঢাকা : সূবর্ণ, ১৯৯৩ পৃঃ ২৩৪।

৩. আলী রীয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৪. ঐ, পৃঃ ৮।

৫. লতা হোসেন (সম্পাদিত), "প্রসংগঃ সাম্প্রদায়িকতা", গদ্য বিরানব্বই, ঢাকা: সানন্দ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃঃ।

৬. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।

৭. বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা: মুক্তধারা, জুন ১৯৮০, পৃঃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ

সাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্ব প্রগতি পরস্পরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বের বহু দেশে সাম্প্রদায়িকতা একটি অভিশপ্ত অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর অনেক দেশই আজ এর ছোবলে আতংক গ্রস্ত। ক্ষত বিক্ষত অনেকের জাতীয় সত্ত্বা, বিপর্যস্ত আজ তাদের অনেকের সামাজিক সম্প্রীতি। তাই অনেক রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করেছে প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে। সম্প্রতি রাষ্টবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদের কাছেও এটি অর্জন করেছে বিশেষ গুরুত্ব।

সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীর অনেক দেশেই বিরাজ করছে। এটি কোথাও জাতিভিত্তিক, কোথাও ধর্মভিত্তিক, কোথাও ভাষাভিত্তিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণও একযোগে কাজ করে চলেছে। ইউরোপের অনেক দেশে জাতিভিত্তিক বিরোধ দেখা গিয়েছে- এখনো দেখা যাচ্ছে। রোমানিয়াতে হাঙ্গারিয়ান অধিবাসী অনেক আছে এবং তাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ রয়েছে। চীনে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।[১] বসনিয়া - হারজেগোভিনা, পর্তুগাল, শ্রীলংকা, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিমকে নিদারুনভাবে হত্যা করা হচেছ।[২] মধ্যে প্রাচ্য এবং এদেশে বিভিন্ন সময়ে ধর্মভিত্তিক বিরোধ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন - হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, সিয়া-সুন্নী বিরোধ। শুধু তাই নয় সাম্প্রদায়িকশক্তির বিস্তৃতি আজ দেশব্যাপী পরিলক্ষিত হচেছ। সাম্প্রদায়িকতা এখানে আজ তাই কেবল আলোচনারই বিষয় নয়। তা গোটা সমাজ মানযে এক বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মানুষের বাস্তব জীবন-যাপনকে আদিম ও দুর্বিষহ করে তুলেছে। সব সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই এতে আতংকিত বোধ করার কথা। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাই আবার ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা জরুরী হয়ে পড়েছে। কাজেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার আগে সাম্প্রদায়িকতা কি- সে বিষয়ে জানতে হবে। আর তাই আলোচ্য অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'কমিউনালিজম' শব্দ টি খুব সম্ভব 'কমিউন' শব্দটি থেকে এসেছে। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ এক ক্ষুদ্র স্থানিক বিভাগ যে খানে একজন মেয়র সহ সায়ত্তশাসন বর্তমান। ১৮৭১খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস কমিউন ছিল জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ বিদ্রোহে মূল উদ্দেশ্য ছিল এ যে, প্রত্যক নগর বা জিলা তার নিজস্ব কমিউন কর্তৃক স্বাধীনভাবে শাসিত হবে। সে সময় থেকেই কমিউনালিজম বা সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি এক বিশেষ অর্থদ্যোতক হয়ে উঠে ও কলঙ্ক চিহ্নটি অর্জন করে। বর্তমানে কালে ও সে অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।[৩]

বর্তমানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গবেষক প্রমোদ কুমার সাম্প্রদায়িকতাকে সংগায়িত করেছেন ঃ

'..Communalism mearns to believe or to propagate that the socio-economic and political interests of one religious, caste or an ascriptive group are dissimilar, divergent and antagonistic to those of another.

'..Communalism is an ideology. It is not a total ideology and it is not an ideology of a particular class. Communalism is a distorted ideolegy as it reflects objective reality not inadequately by in a distorted way...'

প্রামোদকুমার আহমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকরা শ্রেণী বিচারে একই শ্রেণীভূক্ত হলেও ধর্মের ভিত্তিতে তারা দু'টি ভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সামিল হয়েছে। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ কোন শ্রেণীর মতাদর্শ নয়।

তিরিশের দশকে জওহরলাল নেহরু সাম্প্রদায়িকতাকে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী গঙ্গাধর অধিকারী। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক পর্বে সাম্প্রদায়িকতার মূল ছিল ঃ

'..mainly in the competition for jobs and favours in the struggle for distribution of the little political power which is to be obtained through compromise with imperialism...'

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশকে ভারতীয় কমিউনিস্টরা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে জাতীয়তার সমস্যা বলে দাবি করেন।

সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যেকেই সমস্যাটিকে দেখতে চেয়েছেন সামাজিক-অর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে; উৎস খুঁজেছেন ঔপনিবেশিক বর্তমান অর্থনীতিতে। প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ এক ধরণের চেতনা বলেছেন। এ চেতনার সুহৃৎহত প্রকাশকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বলেছেন, এঁদের মতে, ভ্রান্ত এ মতাদর্শ বিকৃত চেতনার সূচক।

চেতনা সংস্কৃতি সজ্ঞাত। মতাদর্শ বৃহত্তর সমাজ-সংস্কৃতির অংশ। সাম্প্রদায়িকতাকে বিকৃত ধর্মীয় মতাদর্শ হিসেবে বর্ণনা করলে অনিবার্যভাবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাগুলিকে সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতির প্রকৃতির আলোকে বিচার করতে হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে সংস্কৃতি হল কোন সমাজের ভিত্তি (= উৎপাদন শক্তি + উৎপাদন সম্পর্ক)-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা উপরিকাঠামো (super-structure)। সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে ধর্মীয় মতাদর্শ সাম্প্রদায়িক সত্তার জন্ম দেয়।[৪] মাতাদর্শগত দিকে থেকে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে সংস্থাপিত করেছেন। ফলে, সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ অনুধাবনে মতাদর্শগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে 'জাতীয় চেতনার অভাবের কথা বলেন। এরা মতাদর্শগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে এভাবে আলোচনা করতে চেয়েছেন ঃ (ক) সাম্প্রদায়িকতাবাদ। জাতীয়তাবাদ (বিশেষতঃ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে)। (খ) সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা (বিশেষতঃ রাজনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের রচনায়) ; অথবা (গ) সাম্প্রদায়িকতা/জাতীয় ঐক্যের/সংহতির প্রয়োজনীয়তা।[৫]

গতানুগতিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে বুঝায় - সংখ্যাগুরুর সাথে সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলমান বিভেদের অক্টোপাসি ছোবল।

হ্যানস্ ক্রুজ বলেন যে, 'যখন কোন গোষ্ঠীর সদস্যরা রাজনীতিক আইনগত জাতি সত্তার আনুগত্যের উর্ধে স্থান দেয় সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ ও অন্ধ আনুগত্যকে, তখন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

পামারের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ভারত বর্ষে অন্যতম শক্তিশালী উপাদান সমূহের একটি। এটা বিভাজন ও অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিস্তারে প্রভাব রেখেছে।

গোপাল কৃষ্ণের মতে, "সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মের একটা অদ্ভুত ধ্বংসাত্মক ভারতীয় প্রকাশ, যেটা ধর্মীয় পরিচিতিকে প্রাধান্য দেয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর কনফেডারেশন বা রাষ্ট্র সমবায় হিসেবে রাজনীতি সমাজ গঠনের প্রয়াস পায়"। ডোনাল্ড ইউজি স্মিথ বলেন, সাম্প্রদায়িকতা বলতে "ধমীয় সম্প্রদায়গুলোর এমন ক্রিয়াশীলতা অথবা তাদের প্রতিনিধিত্ব দাবীকারী এমন সংগঠনকে বোঝায়, যেটা এক দিক দিয়ে অন্যান্য গোষ্ঠী বা সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী" কেনেথ জোনস সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনার ভিত্তিতে সমাজের কোন এক অংশের একাত্মবোধ বলে উল্লেখ করেন। এভাবে নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে অপর সম্প্রদায়ের সাথে পার্থক্য চেতনা ও রেষারেষি গড়ে ওঠে। প্রভা দীক্ষিতের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্মাদর্শ ও সামাজিক আচরণে বিভেদ ও সংঘাত তৈরী করে এবং রাজনীতিক জীবনে আনয়ন করে ভয়াবহ বিপর্যয়। সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা আদর্শ যা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী গোষ্ঠীকে পৃথক সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক একক বলে বিবেচনা করে এবং এ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর বিদ্বেদ ও সংঘাতকে উস্কানি দেয়। রিচার্ড ডি. ল্যামবার্ট-এরমতে, "কারও নিজ ধর্মের বিষয়ে গর্ববোধটা সাম্প্রদায়িকতা নয়, অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাই সাম্প্রদায়িকতা"। ল্যামবার্ট আরো বলেন, "গোঁড়ামী যখন ধর্মান্ধতার পর্যায়ে পৌছায় তখনও সেটা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়"।[৬]

বিপান চন্দ্র বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পৃথক সামাজিক, রাজনীতিকে ও অর্থনীতিক স্বার্থাধীন করতে চায় যার ফলে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এত করে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়।[৭]

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আপামর জন সাধারণনের জীবন-যাপনে, বিশ্বাস ও দৈনন্দিন আচরনে ধর্ম একটি গুরুত্ব পূর্ন জায়গা দখল করে রাখে। যে জন সমষ্টি কোন বিশেষ ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক

Dhaka University Institutional Repository

আচ্ছাদনে জীবন-যাপনের নিশ্চিত ছক অভ্রান্ত বলে মেনে নেয়, তাদের চেতনা জগতকে তা শাসন করে একক অবিসংবাদিতায়। এরকম প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই তাকে ঘিরে জনসমষ্ঠির এক একটি রুদ্ধদল গড়ে তোলে। তাদের একটির মধ্যে অন্যটির রূপকল্প নির্মাণে পার্থক্যও থাকে। প্রকৃতি, পরিবেশ, লোককথা, সংস্কারের ঐতিহ্য গুলোই প্রধানত শুরুতে ঐ পার্থক্যের বীজ বুনে দেয় । শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বেড়ে উঠে অনেক প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে। ঐ ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনেক নায়ক-মহা নায়কের বীর গাঁথা ঐ ধর্মানুসারীদের বিমোহিত ও গৌরবান্বিত করে । ধর্ম রক্ষায় অথবা তার সম্পসারনে আত্ম নিবেদন, প্রয়োজনে আত্ম বলিদান, তাদের কাছে যদি পূর্ণ বলে বিবেচিত হয় তবে তার প্রেরণা তারা পায় ধর্ম যোদ্ধাদের ঐ সব বিরত্ব কাহিণী থেকে। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা যখন সংঘাতের আকার নেয়, তখন অতি সাধারণ মানুষও নিজেদের বিরত্ব দেখাবার সুযোগ এসেছে মনে করে বিভ্রান্তির মায়াজালে চরম কাপুরুষতার ও অমানবিকতার প্রদর্শনী ঘটায়।[৮] এ ধর্ম শুধুই ন্যায় অন্যায়ের সমষ্ঠিগত বোধ নয়, তা ঐতিহ্য শাসিত শিলীভূত প্রতিষ্ঠানিক আকারে নিয়ন্ত্ররত বিশ্বাস ও নির্দেশের নামাবলী। তার কেন্দ্র ভূমিতে থাকে কোন ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে উদ্ভাসিত ঈশ্বরে বা ঈশ্বরের প্রতিকল্পের ধারণা, সে ধারণা স্বাকার বা নিরাকার যাই হোক না কেন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম তাকে ঘিরে এক রূপকল্পনার বাস্তব নির্মাণ রচনা করে। এ রচনায় মিশে যায় ঐতিহ্য লালিত বিশ্বাস, প্রথা প্রকরণ, খাদ্যভ্যাস, স্থাপত্যকলা নান্দনিকবোধ এমনকি অকল্যাণের ধারণাও।

ধর্ম যেহেতু বিশ্বাসের ভূমিতে এক অপত্যয় আসনদখল করে রাখে তাই কট্টর বিশ্বাসীদের কাছে এ সকল পার্থক্য বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে। ধর্মকে অবলম্বন করে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন একত্রে বসবাস করে, তখন তাঁদের ভিতর নানাবিধ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনায়াস হলেও পরিচয়ের পার্থক্য গুলো বিমোচিত হয় না। বাইরে থেকে যখন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি ঐ সমাজের ভিতরে ছড়ানো হয়, তখন যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তাহীনতায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয়ে আলাদা আলাদাভাবে একাত্মবোধে জাগ্রত হয়। তবে তাকে অস্বাভাবিক মনে করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

একালেও লাহোরে মসজিদে হত্যাকান্ড চালিয়েছে মুসলিম প্রশাসক, শিখ স্বর্ণমন্দির অপবিত্র করেছে, স্বধর্মী হত্যা করেছে শিখ সৈন্যরাই। ১৯৭১ সালে রমনা মন্দির মূর্তি- ভেঙ্গেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা, হত্যা করেছে লক্ষ মুসলিম। এ সেদিনও বাবরি রাম জন্মভূমি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তরঙ্গ তাড়িত উত্তেজিত মুসলিমরা বাংলাদেশে ও সিন্দু প্রদেশে মন্দির ভেঙ্গেছে এমনি ইতিবৃত্ত রয়েছে এশিয়া-ইউরোপে মসজিদ-গীর্জা-সিনাগগ ভাঙ্গার দখল করার। শত্রুর প্রতি মানুষ চির নির্মম ও নিষ্ঠুর।

এ কথা ঠিক যে, মানুষ কাড়াকাড়ি, হানাহানি করেই থাকে দলবদ্ধ যৌথ জীবনে। এ এড়ানো যায় না। ইউরোপে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র করেও দু'দুটো মহাযুদ্ধ এড়ানো যায়নি। এর উৎসে অর্থসম্পদ-মান-ক্ষমতা-খ্যাতির অধিকার লিপ্সাই মূখ্য। তাছাড়া ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণাও অন্যতম কারণ। তবে এতিনটের মূলে থাকে প্রতিযোগীতা-প্রতিদ্বন্দিতা। নগন্য সংখ্যার দরিদ্র বিধর্মী, বিভাসী, বিদেশীর প্রতি কারো তেমন দ্বেষনা দেখাযায়না কোথাও। আফ্রিকায় গোত্রদ্বেষণা, যুক্তরাষ্টে গাত্র-বর্ণদ্বেষনা, ভারতে জাত পাত-নামে উচচ বর্গের হিন্দুর শুদ্রদ্বেষণা, উপমহাদেশের সর্বত্র হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক দ্বেষণা ছাড়াও একই ধর্মাবলম্বীর মধ্যে মতের, পথের, আচারের ও তত্ত্বেও ভিন্নতাজাত দ্বেষণা, চালু রয়েছে।কাজেই ধর্মমতের পার্থক্য, গোত্রীয় পার্থক্য গাত্রবর্ণের ভিন্নতা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের মূল কারণ নয়। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর বিবাদই -দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎস। পাকিস্তানে সিন্ধি-মহাজের লড়াই, আসামে রাংগালী হত্যা ও বাংগালী বিতাড়ন, বোম্বাইয়ে ও অন্যত্র নানা ছল ছুতোয় শূদ্র হত্যা, মন্ডল কমিশনে অগ্রসর উপজাতি ও সম্প্রদায় নিত্যান্ত কয়েকটি সরকারী চাকুরী বেশী পাবে এ সংবাদেই কিশোর-ত রুনদের আত্মহত্যার হিড়িক দেখে কি মনে হয়না যে, এর কোন সাধারণ ও স্থায়ী সমাধান নেই? অর্থে সম্পদে বিদ্যায় বিত্তে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দী ধার্মিক, ভাষিক, বর্ণিক-গোত্রিক সংখ্যালঘু তথা উনজন-মাত্রকেই অধিজন-তথা-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হাতে জান-মাল-গর্দান নিয়ে অনিশ্চিত জীবন - যাপন করতে হবে। সবচেয়ে যন্ত্রনা দায়ক হচ্ছে অধিজনেরা কথায় কাজেও আচরণে উনজকে সর্বক্ষণ মানষিক পীড়ায় নিজদের অজ্ঞাতেই পীড়িত রাখে। ফলে ওরা জান-মাল-গর্দানে নয় কেবল, সারাটা জীবন মানষিক ভাবেও অনিশ্চিত, উপদ্রুত, বিপন্ন মনে করে আর স্বঘরে স্বদেশে পরগাছার হীন মন্যতায়,

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসীর জীবনের অবমাননায় ও বেদনায় ভোগে।[৯] তবে ধর্মজাত সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা উদ্ভূত হয় এবং কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংগ এ সমস্যা নির্ণয় করা।[১০] অর্থাৎ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মাত্রা সহ যোগে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিকে বুঝতে হবে। প্রয়োজন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোনের।

বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতার সংগে ধর্ম পালনের কোন যোগ নেই। সাম্প্রদায়িকতা একটা বিষয়, ধর্মপালন ভিন্ন আরেকটা বিষয়। উভয়ের উদ্দেশ্য ও পরিণতিও একারনে অতি অবশ্যই ভিন্ন। ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ সৎ থাকা, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ। এ দিকে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মপালনকে উৎসাহিত করে না, অধর্ম ও দুরাচার ডেকে আনে। এর উদ্দেশ্য বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা। আর এটা করা হয় ধর্মের নাম ভাংগিয়ে, ধর্মের নামে লোক ক্ষেপিয়ে। গূঢ় চক্রান্তকে সফল করার জন্য এটা বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এক সম্প্রদায়ের লোককে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এভাবে স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণী জনতার ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তাদের শক্তিকে খর্ব করে চরমভাবে। মূল শত্রুকে তথা নিজেদেরকে আড়াল করে তারা জনতার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এবং প্রগতির পথে যাত্রাকে ব্যাহত করে। জনতার গণ বিপ্লব এভাবে বিভ্রান্ত হয়।[১১]

বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে বলেন ঃ "ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাঁকে আমরা বলি ধর্ম নিষ্ঠা, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিষ, কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনি সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তরভূক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরন এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধণ করার মানষিক প্রস্তুতি সে ব্যক্তির সাথে স্বাক্ষাৎ পরিচয় অথবা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্টি নয়। ব্যক্তি বিশেষ এ ক্ষেত্রে গৌন, মুখ্য হলো সম্প্রদায়। ধর্ম নিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক আছে ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার-বিচারের, সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সাথে। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের আচরন ও ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশি। অন্যের বিরুদ্ধাচরন এবং ক্ষতি সাধনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার-আচরনকে ভিত্তি করে যে, সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সে সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িকতা এ অর্থে পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্ম নিষ্ঠা এবং সাম্পদায়িকতার এ প্রভেদ সত্ত্বেও অনেকের ধারনায় তারা অবিচ্ছেদ্ধ। এ ধারনাকে একটি সংস্কার হিসেবে গণ্য করা চলে। কিন্তু এ সমস্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর থেকে এক দিকে বিকৃত সামাজিক চিন্তা এবং অন্যদিকে সক্রিয় রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির উৎপত্তি।

বদরুদ্দীন উমর বলেন, "চিন্তার এ বিকৃতি আমাদের মধ্যে এসেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে। এ বিকৃতি আমাদের মানষিকতাকে এমনভাবে গঠন করেছে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীকে আমরা ধনী-দরিদ্র, শাসক-শোষিত, উৎপীড়ক-উৎপীড়িত মানব সন্তান হিসেবে না দেখে তাকে দেখতে শিখেছি এক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্ত জীব হিসেবে। এ বিকৃতির ফলে তাই আমাদের সমাজে সুস্থ শ্রেণী চেতনা থেকে অসুস্থ সম্প্রদায় চেতনা অনেক বেশি প্রবল। এ জন্যেই তাই আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা এত প্রশ্চাদপদ এবং অনগ্রসর"।

আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার ব্যবধান অনেক এ ব্যবধানের মানে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে সে পরিমান লেনদেন হওয়ার কথা কোন দিনই তা হয়নি। সামাজিক লেনদেন এবং বিবেচনাই ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্র্য প্রীতি এবং মিলন সংস্থাপনের অন্যতম পথ। সে পথ বিভিন্ন কারণে সন্তোষজনকভাবে উন্মুক্ত না থাকাই অন্যতম কারণ যার জন্যেই ভারত বর্ষে হিন্দু মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। হিন্দু মুসলমানের এ ব্যবধান জনসাধারণের ক্ষেত্রে গোড়াতেই সক্রিয় বিরোধে পরিণত না হলেও

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের আবির্ভাবের পূর্বেই পার্থক্যের একটা অস্বাস্থ্যকর চেতনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এ ভেদ-জ্ঞানকে তাই পুরোপুরি ইংরেজদের সৃষ্ট বলা চলেনা। ইংরেজরা অবশ্য এই চেতনাকে সুযোগমত তীব্রতর করে উভয় পক্ষেরই মনুষত্যকে বহুলাংশে খর্ব করেছে। শুধু তাই নয়। হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক বিরোধে। এ পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।[১২]

ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রত্যক্ষ উৎস হলেও ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। সাম্প্রদায়িকতা একটি মনোভঙ্গী ঃ অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি। মনোবিদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা এক ধরনের চেতনা, সম্প্রদায় চেতনা। প্রচলিত মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা হলো "ভ্রান্ত- চেতনা"।

মার্কস বাদীরা মনে করেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যাটাকে শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ হিসেবে আজকের পটভূমিতে অন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করাটা ঠিক হবে না। জাতপাতের দ্বন্দ্ব, অস্পৃশতার অমানবিকতা, ধর্মতান্ত্রিক মৌলবাদের দাপট, ভাষাভিত্তিক বিরোধ, জনগোষ্ঠিগত সংঘাত, বিচ্ছিন্নতার জটিলতা, পেটি বুর্জোয়া সুলভ বিপদজনক মাণষতার প্রকোপ, অসুস্থ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, আঞ্চলিকতাবাদী/বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক, আঞ্চলিক বুর্জোয়ার সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার সংঘাত, সংরক্ষণমূলক সংস্কারবাদের অনিশ্চিত বিস্তার, সংস্কৃতায়নের ধারণা, 'লেবার অ্যারিসটোক্রেসি'র বদপ্রবণতা-ইত্যকার উপাদানগুলিও সাম্প্রদায়িকতার অর্ন্তভূক্ত। মার্কসীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়ের (অ্যালিয়েনেশন) মনোভাবই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে ভীষণ গর্জনে জাগিয়ে তুলেছে -

আসলে মানুষকে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্যুত করে তাকে কোন সীমিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে সংগায়িত করার মানষিকতাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু মার্কসবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হননি, তাই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটাকে তিনি হিন্দু-মুসলিম 'সর্বলক্ষন- ধর্মিতার (Hindu-Muslim 'syndrome) জায়গা থেকেই দেখেছেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে হলে, বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক আলোচনা করা দরকার। সাধারণ অর্থে বিচ্ছিন্নতা হলো এক থেকে অন্যের আলাদা হয়ে যাওয়া - তা একটি বস্তু থেকে আলাদা হওয়া বোঝাতে পারে, বোঝাতে পারে এক চেতনা থেকে ভিন্ন কোন চেতনায় অবস্থান্তর আর সাম্প্রদায়িকতা হলো এক ধারার অনুসারীদের অন্য ধারার অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরন ও ক্ষতিসাধণ করার জন্য মানষিক প্রস্তুতি সহ বাস্তবে তার রূপদান। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রথমে চেতনাতে সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরিনামে তা চেতনা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাস্তব রূপ নেয় কার্যকলাপের মধ্যে। দু'এর উৎপত্তি অবশ্য বাস্তব অবস্থা থেকে। জড়িতও থাকতে পারে ওতপ্রোতভাবে। তবে প্রথমেই বিচ্ছিন্নতার ভাব না এলে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিতে পারে না। পার্থক্য এ যে, বিচ্ছিন্নতা যেখানে কোন বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে কেবল চেতনার স্তরেই সীমিত থাকতে পারে, সাম্প্রদায়িকতা তা পারে না, বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়, নইলে সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। বড় জোর চেতনার বিচ্ছিন্নতা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা মূলতঃ একটি মনোগত ব্যাপার, সাম্প্রদায়িকতা বহির্গত বিষয়। সাম্প্রদায়িকতায় ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিক বঞ্চণার জ্বালা থেকে তা হয় উৎসারিত। বিচ্ছিন্নতায় এগুলোর সব কিছুই বর্তমান থাকতে পারে, আবার এর কোন কিছুই নাও থাকতে পারে। হিন্দু-মুলমানের মধ্যে যে, বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে সাতচল্লিশে উপ-মহাদেশ ভাগ হয় তাতে জড়িত ছিল উপরের সবগুলো কারন।

সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মই একমাত্র কারন নয়, তবে গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ন বা জাতিগত বিভেদ ও এর জন্ম দিতে পারে স্বচ্ছন্দে। বিচ্ছিন্নতার জন্য এ সবের কোনই প্রয়োজন না হতে পারে। অর্থাৎ এটি হতে পারে একেবারেই মানষিক একটি ব্যাপার, যেমন - একই ব্যক্তি এক সময়ে ঈশ্বরবাদী থেকে ক্রমে নিরীশ্বরবাদীতে রূপান্তরিত হয়। এ তার একান্তভাবেই মনোগত বিষয়। অথচ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আগের মানুষটি থেকে পরের মানুষটি। এ পরিবর্তনের সাথে বর্হিবিশ্বের সংযোগ থাকতে পারে, সংঘাতও হতে পারে পরস্পরের মধ্যে, কিন্তুর তার কোন বহিঃপ্রকাশ না ঘটতে পারে বা ঘটলেও কোন বাহ্যিক সংঘর্ষের

Dhaka University Institutional Repository

রূপ না দিতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংঘর্ষের মাধ্যমে।[১৪] সুতরাং বলা যায় সাম্পদায়িকতা হলো এক মানষিক অবস্থা যা সব সময় অবচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তা কেবল অপর ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য নয়। একই ধর্মের বেলায়ও প্রযোজ্য, যদি কেহ মনে করে যে, ঐ ধর্মী মানুষটির চেতনা তার সাথে এক নয়, তবে বিষয়টি চেতনাগত বলে সুযোগ না পেলে প্রকাশিত নাও হতে পারে। সুযোগটি আসে সাধারণত রাজনীতির পথে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকান্ড সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রধান উৎস। এর তলদেশে অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার বিষয়টি থাকলেও, রাজনীতি ইন্ধন হিসেবে না এলে তা প্রকাশ পায় খুব কম।[১৫] আর তাই সাম্প্রদায়িকতা নিঃসন্দেহে বিপদজনক, কারন তার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক হলো প্রত্যক্ষ।

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিকও বটে। একটা গোটা সম্প্রদায় অথবা এর একটা বড় অংশ এ চেতনায় জারিত না হলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনা। বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সময়। আর বহিঃপ্রকাশ কখনো সত্বঃস্ফূর্তভাবে ঘঠলেও মূলে থাকে কোন উস্কানিমূলক কর্মকান্ড।[১৬] তবে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক কারন বা ভিত্তিকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

এ কথা সত্য যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ধারাও সাম্প্রদায়িকতার আত্মপ্রকাশে একটি বড় উপাদান রচনা করে। সাতচল্লিশের পর উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি অপ্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু তার বিস্তার সমাজে সমভাবে সর্বত্রগামী হয়নি। সুবিধাজনক অবস্থান থেকে যারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে তারা আর সবার উন্নয়ন ও কল্যাণকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে এমনটি বাস্তবে খুব বেশী চোখে পড়ে না। প্রতিকূল আর্থ সামাজিক অবস্থান থেকে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সুফল অর্জনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এ সব জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম, বর্ন, জনজাতি বা সম্প্রদায়ের চেহারায় চিহ্নিত হয়েছে তখন তাদের প্রত্যেকের সমষ্টিগত চেতনতাকে মানবিক অস্তিত্বের সমগ্রতা থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিজস্ব ক্ষুদ্রতর অস্তিত্বের বোধে তাড়িত করেছে। একই সঙ্গে সমাজে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মন্থন চলতে থাকে তাতে তারা আর তাদের

Dhaka University Institutional Repository

পুরনো বর্ণ ভিত্তিক পেশার জগতেও স্থির থাকতে পারে না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসারও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন কর্ম কান্ডে জড়িয়ে পড়ার আকাঙ্খা ভিতর থেকে তৈরী হয় এবং তার সঙ্গে পুরানো অবস্থানের কায়েমী স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। জনগোষ্ঠী ভিত্তিক আত্মচেতনা ও আত্মবিকাশের তাগিদ সমন্বিত জাতীয় অস্তিত্বেরবোধকে খন্ডিত করে। অন্যান্য খন্ড জাতি সত্তার আত্ম প্রতিষ্ঠার বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাও নতুনভাবে উজ্জীবিত হবার এক বাস্তব কারন খুঁজে পায়। এ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা উন্নয়নহীনতার নয় বরং উন্নয়ন কর্মকান্ডেরই পরিনাম। যখন সে উন্নয়নের ফল সবার কাছে সমানভাবে পৌছায় না।

এক সাম্প্রদায়িকতা অন্য সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়বার সুযোগ করে দেয়, আপাত দৃষ্টে পরস্পর প্রতিপক্ষ হলেও একে অন্যকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। এটা লক্ষ্যনীয়, এ উপ-মহাদেশের কোন এক দেশে সাম্পদায়িক শক্তি বলবান হলে অন্য দেশে প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক শক্তি তা থেকে মাথা চাড়া দেবার একটা কারন খুঁজে পায়। এ ভাবে গোটা উপ-মহাদেশেই সাম্প্রদায়িকতা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পথে সমাজের উপর থেকে নীচে ছড়িয়ে মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তোলার সুযোগ পায়। এক দিকে বিজেপি, শিব সেনা অন্য দিকে জামায়াত-ই-ইসলাম, মুসলিমলীগ এ দলগুলো প্রকৃত পক্ষে পরস্পরের ঘৃণা বিদ্বেষের রাজনীতিও আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডের যৌক্তিক ভূমি রচনা করে।[১৭]

সাম্প্রদায়িকতা অতএব এক জটিল বাস্তব বহুমাত্রিক সমস্যা । মানুষের অস্তিত্বের অসহায়তা থেকে যেমন- তা শক্তি আহরণ করে, তেমনি কায়েমী স্বার্থের জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবেও তা ব্যবহৃত হয় তাকে নিয়ন্ত্রন ও নির্মূল করতে হলে উভয় দিক থেকেই নানা ভাবে তার উপর কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন। কেবল ধর্মকেই বিবেচনায় রেখে তা যেমন- সফল হবে না, তেমন খন্ডিত তাত্ত্বিক বা স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করেও নয়। অনেক সময় চিন্তার সীমাবদ্ধতাও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ হতে পারে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল মতিন খান সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ নামক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, "মৌলবাদ একটি কৌশল, স্বচ্ছলদের স্বার্থ রক্ষার। স্বার্থ রক্ষার সহজ কৌশল বলেই সকল বুর্জোয়া দলই এর পৃষ্ঠপোষক। সাম্প্রদায়িকতার সংগে মৌলবাদকে প্রায় এক করে দেখা হয়। সম্প্রদায়ের সংগে এর যোগ থাকলেও সাম্প্রদায়িকতার সংগে মৌলবাদের সম্পর্ক নেই। মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিকল্প নয়, পরিপূরক। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ একে অপরের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশে যা করে তা হলো মেহনতী মানুষের বা শ্রমিক শ্রেণীর সর্বনাশ সাধন। সাম্প্রদায়িকতা শ্রমিক শ্রেণীকে অর্থাৎ ধনীবাদে সকল মানুষকে ধর্মের অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে তাকে দুর্বল করে রাখে। মৌলবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিপদগামী করে তাদের আত্মোন্নয়নের সংগ্রাম থেকে করে রাখে বিমুখ। মৌলবাদ দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুকে করে রাখা হয় নিস্তেজ ও স্বচ্ছল কর্তৃক তাদের শোষণ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসাড়। মৌলবাদ দ্বারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর চেয়ে সংখ্যাগুরুর ক্ষতি হয় বেশী। তারা সম্মুখ পানে চলা ছেড়ে মৌলবাদীদের ধোঁকাবাজিতে চলতে থাকে পিছনে। তারা যত পিছনে পড়বে মৌলবাদী সম্পত্তিবান গোষ্ঠীর তত লাভ"।[১৯]

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর মৌলবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে।

মৌলবাদে রাষ্ট্রের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে আরোপন উদ্ভূত এক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কেন্দ্র ক্রিয়াশীল জবরদস্তি; রাষ্ট্রের দায়িত্ব ধর্মজ ব্যাখ্যা আরোপণ করা। এ আরোপনই রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির ওপর; রাষ্ট্র ঘোষিত আইন, বিধি, অনুশাসন ও মূল্যবান সকল ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। এভাবে উদ্ভূত এক জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা অনুমিত মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তরনে সহায়ক এক শক্তি বলে বাধ্যতা থেকে তৈরী হবে সবার জন্যে সহযোগিতার সূত্র।[২০]

ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের উদ্ভবের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকলেও তাদের মধ্যেকার পার্থ্যটিও যে খুব গুরুত্বপূর্ণ -এবিষয়টি সাধারণভাবে অনেকেরই চোখে পড়েনা।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের জন্মদান করে সেটা শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘর্ষ নয়। শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে তাই তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। যদিও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শ্রেণী সংগ্রামকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার একটি খুব পরিচিত বুর্জোয়া কৌশল।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ তিহাসিক ভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা হলো, মধ্য শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তরর্ভূক্ত একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি ও নানা সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ।

ধর্মীয় মৌলবাদ এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র জিনিস এ কারনে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে একাধিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের যে ব্যাপার অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায় সেটা মৌলবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়না। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় ব্যতিক্রম হিসাবে সেটা দেখা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মৌলবাদের এই পার্থক্যের কারন মৌলবাদ একই শ্রেণীভূক্ত একাধিক সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার কোন দৃষ্টিভঙ্গী অথবা দর্শন নয়। এটা হলো শোষিত, নির্যাতিত ও শাসিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষক নির্যাতক ও শাসক শ্রেণীর একটি আদর্শগত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার। তাই সাম্প্রদায়িকতা যেখানে পরোক্ষভাবে শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে আঘাত করে সেখানে মৌলবাদ সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে সর্বহারা শ্রেণীসহ সকল শ্রমজীবি জনগনের বিরুদ্ধে আদর্শগত ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থেকে সরাসরিভাবেই শেষোক্ত শ্রেণী সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে। মৌলবাদের এ চারিত্রিক গুনের কারনে তা সরাসরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্মদান করে না অথবা সে উদ্দেশ্যে মূলতঃ নিযুক্ত থাকেনা। তার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে হলো শ্রমিক কৃষক সহ সব ধরনের শ্রমজীবী জনগনের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে নিযুক্ত থাকা এবং ধর্মের জিগীর তুলে শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণীর লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করা।[২১]

ধর্মের সংগে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্কটা কি? এ বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি সুন্দর উপমা রয়েছে। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সংযোগ ঘটলে এ উপমা দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়।

"ধর্মের সংগে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্কটা কি? হ্যাঁ, অনেকটা তাই, তবে অবশ্যই যোগ করতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের নষ্ট পুত্র। ধার্মিকরা অনেকেই সে কথা বলবেন, কেউ কেউ বলতে চাইবেন যে, দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। না, ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, তবে সুস্থ সম্পর্ক নয়, ... সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট ছেলের মতো উগ্র আচরণ করে। তবে যত তার

Dhaka University Institutional Repository

আস্ফালন সবটাই কিন্তু ধর্মের জোরে। সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মীয় নয়, অন্য প্রকারেরও হতে পারে; কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িকতাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মতো প্রবল নয়। কেননা তাদের কারো কাছেই ততটা পৈত্রিক সম্পত্তি নেই, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কাছে যতটা রয়েছে। ধর্ম মানুষের জন্য আশ্রয় বটে, বঞ্চিত মানুষ কার কাছে যাবে? কোথায় গিয়ে আশ্রয় খুঁজবে ধর্ম না থাকলে। সাম্প্রদায়িকতাও আশ্রয় দেয় মানুষকে, মানুষকে যেমন বিভক্ত করে, তেমনি আবার ঐক্যবদ্ধও করে বটে এবং ঐক্যবদ্ধ মানুষরা গৌরবও পায় ঐ আশ্রয় পেয়ে গেলে। রাষ্ট্রও বিভাজন পছন্দ করে। করে এই জন্য যে, রাষ্ট্র স্বার্থ দেখে একাংশের, অপরাংশের নয়"।[২২]

বদরুদ্দীন উমর তার বহুল আলোচিত নিবন্ধ "সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'য় বলেছেন, "ধর্মকে শোষনের কাজে ব্যবহার কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে যেটা হয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়েই দেখা গেছে যে, অধিক সংখ্যক মানুষ ধর্মে সততার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অল্প সংখ্যক লোকে সে বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে। এভাবেই ধর্ম পরিণত হয়েছে শোষনের হাতিয়ারে। ইতিহাসের এ অভিজ্ঞতার থেকে তাই দেখা যায় যে, মানুষ ধর্মচর্চা করলেই সে খারাপ এ কথার কোন ভিত্তি নেই। পৃথিবীতে অগণিত শোষিত মানুষেই আবহমান কাল থেকে ধর্মচর্চা করে আসছে এবং তারা খারাপ এবং অসৎ এ কথা বলা মূঢ়তা ব্যতিত কিছুই না। কিন্তু তার অর্থ আবার এই নয় যে, ধর্মচর্চাকারী মানুষ সঠিক পথের অনুসারী"। তিনি বলতে চেয়েছেন ধর্মচর্চাকারী এবং ধর্মকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার এ দু'মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। বদরুদ্দীন উমর সিদ্ধান্ত টেনেছেন এ প্রসঙ্গে-সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ধর্ম, বর্ন, বংশ ইত্যাদি নয় -সে ভিত্তি মানুষের আর্থিক জীবন। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই প্রধানত নগর কেন্দ্রিক এবং নাগরিক সড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত।[২৩]

আবুল মোমেন এর মতে,

সাম্প্রদায়িকতার রয়েছে দু'টি মাত্রা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার লালন ও বিকাশ কিন্তু এ উপমহাদেশে যথার্থ গণতান্ত্রিক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ সৃষ্ট হয়নি বলে মানুষের মূল সাংস্কৃতিক আশ্রয়স্থল হচ্ছে নিজ নিজ ধর্ম, যেখানে তারা কেবল স্বতন্ত্র নয়, হিন্দু-মুসলিমে বহু বিষয়ে বিবদমান প্রতিপক্ষ। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে শান্তি ও সম্প্রীতির বহণ ধর্ম, মোক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনীতিক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মুসলিম ও ভারতে একশ্রেণীর হিন্দু রাজনীতিক -এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। উভয় দেশে সমাজ কেবল ধর্মের কাছে দুর্বল নয়, দুর্বল সাম্প্রদায়িকতার কাছেও।[২৪]

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্রয়াত তাঁরাপদ লাহিড়ী বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা শব্দের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে,

গোষ্ঠী স্বার্থ চেতনার ভিত্তিতে সাঙ্ঘিক উম্মাদনার সৃষ্টি যা অপর এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা আহরণের চেষ্টা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করে অশান্তি বিস্তার, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতির সৌহার্দ্র্য বোধের অভাব, গোষ্ঠীগত ভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃজন ইত্যাদি অসামাজিক প্রবণতা এ মুহূর্তে সমষ্টিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি সবকিছু ব্যাখা করতে চেয়েছেন, মার্কস এঙ্গেলস এর "Communist Manifesto" কে ভিত্তি করে। কম্যুনিষ্ট মেনফেষ্টোতে বলা হয়েছে "The History of the all hither existing society is the history of the class struggles". তাঁর ব্যাখ্যায় এ ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে শোষক ও শোষিতের সংকট ও সঙগ্রামে শোষক নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছেন এবং কোন কোন সময় ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ম। নিজ স্বার্থ বা নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহারের প্রক্রিয়া থেকেই জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।[২৫]

এ দেশে দাঙ্গা ব্যতিরেকে তাহলে আর কী-কী রূপে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজমান? এ রূপগুলো আদৌ গোপন বা অদৃশ্য নয়। চোখ মেলে তাকালে তা ঠিকই ধরা পড়বে। রূপগুলো হলোঃ চাকুরীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে বৈষম্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য, জমি-জমা থেকে প্রকাশ্যে ধান ও অন্যান্য ফসলাদি অন্যায় অবৈধভাবে কেটে নেয়া, বিভিন্ন নির্বাচনে অনেক যোগ্য হিন্দু প্রার্থীর পরাজয়, ডাকাতির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় হিন্দু ধনীর বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে, পাশের ধনী মুসলিম বাড়িতে নয়, নারী অপহরণ, ভীতি প্রদর্শন করে ধর্মান্তরিতকরণ, সংবাদসমূহের সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও চীফ রিপোর্টার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যোগ্যতর প্রার্থী থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিয়োগ প্রদান না করা, সংসদীয় নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী থাকলেও পারতপক্ষে মনোনয়ন প্রদান না করা, অর্পিত সম্পত্তি আইন ও রাষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত রূপ তীব্র আন্দোলন গড়ে না তোলা, ভোটের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল দৃষ্টে কোন কোন দলের নেতাদের "হিন্দুরা ভোট দেয়নি" বলে মন্তব্য এবং তার পরবর্তীতে ঐ এলাকায়

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নেমে আসা, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরন করা প্রভৃতি। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, লুট প্রভৃতির চাইতে সাম্প্রদায়িকতার উপরোল্লিখিত রূপগুলো অনেক বেশি মারাত্মক। বর্তমানে জাতীয় কিংবা আর্ন্তজাতিক যে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়া সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলোর একটি বড় কৌশল। ভারতে কোন কারণে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে গেলে তারা তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। এ পর্যন্ত বাবরী মসজিদ নিয়ে ভারতে যতবার সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, ততবারই এ সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে তারা যে কোন সমস্যাকে সুযোগ পেলেই হিন্দু-মুসলিম রূপ দিয়ে উভয়ের মধ্যকার বিরাজিত সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। এ শক্তিগুলো মসজিদ মন্দিরে আক্রমন করে সেগুলোর ক্ষতিসাধণ, মানুষের বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ, হত্যা, লুটতরাজ, ভাংচুর প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে দেশে অশান্তি সৃষ্টিতে সদা তৎপর থাকে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ্য মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, পাশাপাশি হিন্দুদের মনে এ ধারণার জন্ম দেয় যে, এ দেশ তাদের নয় এবং তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আচার প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের থেকে আলাদা বিধায় এ দেশে তাদের বসবাস করা অন্যায়। মূলতঃ অসাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো দেশে এভাবেই অশান্তি ও সমস্যা সৃষ্টি করে নিজেদের ফায়দা হাসিল করে চলেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো সম্প্রতি তাঁদের মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ফতোয়াবাজীকে একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতোবাজীর মাধ্যমে তারা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে। মৌলবাদের প্রচারের মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো দেশে তাদের পক্ষে জনমত তৈরীতে আজ সচেষ্ট। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে ধর্মের ব্যাপারে উগ্র করে তোলা হয় যা চূড়ান্ত পরিণতিতে সাম্প্রদায়িকতারই জন্ম দেয়।[২৬]

অতএব বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার আলোচনা কোনভাবেই কোন ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়। বরঞ্চ এটি একটি সামাজিক, মানষিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা। মতাদর্শ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা

Dhaka University Institutional Repository

হলো কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি দিক যার পৃষ্টপটে রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত উপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং এ কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে এক বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা। আর এ অতীতের ছায়া বর্তমান সময়েও দেশের রাজনীতিতে প্রবল প্রতাপে বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে অতীতে সাধারণত হিন্দু মুসলিম বিরোধকে বুঝানো হতো, এ দু'সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ধর্মের প্রতি, উভয়ের আচার আচরণ ও জীবনবোধের প্রতি এবং দুটোর ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে চিহ্নিত করা হতো। এ ঘৃণা বিদ্বেষের ফলে উভয়ের মনের মধ্যে পরস্পরের ক্ষতি করার যে মানষিকতা তৈরী হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে একের দ্বারা অন্যের যে ক্ষতি স্বাধিত হয় সেটিও সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

তবে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতাকে আরো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবেই দেখা হয়ে থাকে। এটিকে আজ কেবল হিন্দু মুসলিম ঘৃণা বিদ্বেষ আর ক্ষতিসাধনের মানষিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখা হয় না। বর্তমানে জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা, মৌলবাদী মনোভাব, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বৈরিতা, নারী স্বাধীনতার প্রতি বিরোধিতা, প্রগতির প্রতি সকল প্রকারের প্রতিবন্ধকতা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি বিরোধিতা করার সর্বপ্রকার মনোভাব ইত্যাদিকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এ অতীতের ছায়া আজও এ দেশের রাজনীতিতে প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. সুজিত সেন (সম্পাদিত), সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা ও উত্তরণ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ৭।

২. লতা হোসেন (সম্পাদিত), "প্রসংগঃ সাম্প্রদায়িকতা", গদ্য বিরানব্বই, ঢাকা: সানন্দ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃঃ ৭৬।

৩. সুজিত সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

৪. ঐ, পৃঃ ৭৪-৭৭।

৫. ঐ, পৃঃ ৮২।

৬. হাসান উজ্জামান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ ঐক্যমত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ১১-১২।

৭. বিপান চন্দ্র (অনুবাদক ঃ কুনাল চট্টোপাধ্যায়), আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কলকাতা: কে,পি, বার্গচি অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯, পৃঃ ১।

৮. সালাহ্উদ্দিন আহমদ (উপদেষ্টা), সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, ঢাকা; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৬।

৯. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২-১৩।

১০. সুজিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

১১. হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

১২. বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা: মুক্তধারা, জুন ১৯৮০, পৃঃ ৯-১০।

১৩. সুজিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

১৪. ঐ, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. সালাহ্ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।

১৬. সুজিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।

১৭. সালাহ্ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।

১৮. ঐ, পৃঃ ১৪৭।

১৯. আলী রীয়াজ (সম্পাদনা), সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ঢাকাঃ অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৬১।

২০. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৭৬।

২১. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, ঢাকাঃ চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৯-৫১।

২২. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

২৩. ঐ, পৃঃ ১১৬-১৭।

২৪. আবুল মোমেন, সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকাঃ সন্দেশ, ১৯৯৬, পৃঃ ৭৩।

২৫. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

২৬. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এ উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস বহুদিনের। বিশেষতঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি স্বাধীনতা পূর্বকালীন ও স্বাধীনতা উত্তরকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বৃটিশ উপনিবেশিক আমলের পূর্বে কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন নজির দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা ধর্ম নিয়ে হিংসাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নানা ঐতিহাসিক কারণে বৃটিশ আমলেরই সৃষ্টি।[১]

তবে এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও ধর্মীয় পার্থক্যের একটি অস্বাস্থ্যকর চেতনা উভয়ের মধ্যে শত শত বৎসর ধরে বিরাজমান ছিল। তথাপি ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এ চেতনা কখনো তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। ইংরেজরা এ চেতনাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে তার মধ্যে তীব্রতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।[২]

সাধারণভাবে বলা যায় ধর্মীয় কারণে অসহিষ্ণুতা বা বৈষম্য প্রাক-বৃটিশ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ দেশে হিন্দু ও মুসলমান বহু শতাব্দী কাল ধরে পাশাপাশি একত্রে বাস করে এসেছে এবং পরস্পরের আচার বিচার ও সংস্কারকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে। ফলে তাঁদের মধ্যে কখনো সম্প্রীতির অভাব দেখা যায়নি।

বৃটিশ এসেছিল বণিকের মানদন্ড হাতে নিয়ে। পরে দখল করেছিল রাজদন্ড। এ রাজদন্ড শক্ত হাতে রাখতে ভারতীয় জনগণের অনেকেই ছিল বৃটিশের একমাত্র ভরসা। বৃটিশ আমলেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা তুঙ্গে উঠে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে বৃটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু উপমহাদেশ তা এমন এক বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেল যার প্রতিক্রিয়া আজও এ জাতি অনুভব করছে। এ বিভেদ অর্ধশতাব্দী পরেও আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে উন্নয়ন ও বিকাশের পথে প্রধাণ অন্তরায় রূপে এ দেশে বিরাজ করছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা উদ্ভব হয়েছে। তা নির্ণয় করতে হবে। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক-বৃটিশ আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক-বৃটিশ আমল

স্বাধীণ সার্বভৌম রাষ্ট হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হলেও আমাদের এ বাংলাদেশ একটি প্রাচীন সভ্যতার বাসভূমি। প্রাচীনতম কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন আদি অষ্ট্রেলীয় মঙ্গোলীয় আর্য বা ইন্দো-আর্য এবং শক। এ সকল নরগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে এনেছে তাদের নিজস্ব বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদান। এ সকল বহিরাগত উপাদান বা উপকরণের সঙ্গে বাংলার দেশজ উপাদানের সংমিশ্রন ও সম্বন্ধ সাধিত হয়েছে এবং এরই ফলেই বাংলার সংস্কৃতির রূপান্তরণ ঘটেছে যুগে যুগে।

খৃষ্টীয় তের শতকের প্রথম দিকে উত্তর পশ্চিম থেকে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী দুর্ধর্ষ তুর্কী আফগানদের দ্বারা বাংলাদেশ অধিকৃত হয়। তার পূর্বে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় চারশত বছর পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এর পর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজবংশ বাংলাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, সেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তাঁদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা উত্তর ভারত থেকে বেশ কিছু সংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণদের এনে তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশে গভীরভাবে শেকড় গাঁথতে পারেনি। তের শতকের প্রথম দিকে মুসলিম বিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল ছিল বলেই তুর্কী সৈন্য ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পক্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে অতি সহজে বাংলাদেশ জয় করা সম্ভব হয়েছিল। অনেকের ধারণা বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের সূচনা তের শতকে শু রু হয়েছিল। কিছু কিছু আরব মুসলমান বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

তের শতকে মুসলিম বিজয়ের পর এদেশে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। সমাজের বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের মানুষ হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য অনশাসনের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইসলামের সহজ সরল বাণী এবং সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার ফলে তারা নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি।[৪]

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। এক একটি কোমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি জনপদ। প্রায় ক্ষেত্রে কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে। যেমন বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র ও রাঢ়। তবে এটা উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় এগার শতকে 'বাঙ্গাল' নামে একটি স্বতন্ত্র জনপদ ছিল যার পূর্ব সীমান্ত ছিল ভাগিরথী। সে সময় বাঙ্গালা দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গের ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র তটশয়ী সমস্ত ভূখন্ডকে বোঝাত। বর্তমান এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানার সঙ্গে এর বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। একটা কথা মোটামুটি বলা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক এবং পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজারা বাংলার সমস্ত জনপদকে গৌড়ের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা সফল হয়নি। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি স্বাধীন পাঠান সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলকে জয় করে ঐক্যবদ্ধ করেন। এর পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশ 'সুবা বাঙ্গালা' নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন ধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন কতগুলো দিক আছে সে গুলো আমাদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করছে এবং ধর্ম সম্বন্ধে ও একই কথা বলা যায়। বাংলার মানুষের মনকে ধর্মের বাহ্যিক আচার বিচারের চেয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাই এদেশে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কখনও জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসও পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মৌলবাদী রক্ষণশীল মোল্লাদের প্রচারণার চেয়ে সুফী সাধক, পীর দরবেশ, আউল-বাউলদের অবদান এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর হয়েছে। এসকল সাধক বৃন্দ অনেকে তাঁদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য সকল শ্রেণীর জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে তাঁরা সে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন সেটা ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের ঐতিহ্য, পরমত সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য। সেটা বাংলার মন ও মানষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি সংঘাত বা বিরোধের ধারা নয়। সেটি হলো বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের ধারা এবং সমন্বয়ের ধারা।[৫]

স্বধর্মকে সবাই সত্য ও শ্রেষ্ট বলে জানে আর পরধর্ম সেখানে হয় মিথ্যে। ত্রুটি বহুল কিংবা কাজে। আগে পরধর্মে অবজ্ঞা ছিল সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামার হেন লীলার কারণ ঘটাত না। কিন্তু বৃটিশ ভেদনীতি প্রয়োগের শাসনে শোষনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার গরজে ভারত বর্ষের তুর্কী মুঘল আমলের এক বিকৃত ইতিহাস খাড়া করলো। তুর্কী মুঘল রাজত্ব হলো মুসলিম রাজত্ব, প্রজা হলো হিন্দু, সে নাম ধর্ম বলতে গেলে ব্যবহৃতই হয়নি। তুর্কী মুঘলরা ছিল অসহিষ্ণু, মুর্তি পূজক বিদ্বেষী, দেউল দেহারা বিনাশক, হিন্দু পীড়ক, শোণক এবং হিন্দুকে জোর-জুলুমে মুসলিম বানিয়েছিল। কাজেই ছয়শ বছর ধরে মন্দির মুর্তি ভাঙ্গা আর হিন্দুকে শাসনে শোষণে পীড়নে রাখা, তার ধর্ম কাড়াই ছিল তুর্কী মুঘলের নিত্যকার কাজ। এতে দেশজ স্পৃশ্য অস্পৃশ্য হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত হওয়া নিঃস্ব, দুঃস্থ,

Dhaka University Institutional Repository

নিরন্ন, অজ্ঞ, অনক্ষর তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশা জীবি চাষী-মজুর মুসলিমরাও ভাবলো তারা তুর্কী-মুঘল বাদশার জাত, বৃটিশ আমলেই বৃটিশ কৃপা-করুণা-দাক্ষিণ্যপুষ্ট হিন্দুরাই বৃটিশ অসহযোগের সুযোগে এবং তাদের অজ্ঞতা-অনগ্রসরতার বৃদ্ধির ফলে তাদের অর্থ সম্পদ পেশা তথা উপার্জনের সব পদ ও পথ দখল করে হিন্দুরাই তাদের শাসক, শোষক ও পীড়ক প্রভু হয়ে বসেছে শহরে বন্দরে ও গাঁয়ে গঞ্জে। তারা তুর্কী মুঘল আমলে বাদশার জাত ও জ্ঞাতি হিসেবে ছিল গুণে-মানে ধনে-বিদ্যায়-বিত্তে শ্রেষ্ট আর হিন্দুরা ছিল তাদের প্রজা। -এ মিথ্যে ধারণাই তাদের মনে উপ্তকরলো দ্বেষণার বিষবৃক্ষ। হিন্দুরাও জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে সহায়তা যাচাই করলো না। ভেদনীতি প্রয়োগে লক্ষ্যে বৃটিশ লিখিত ; ইতি কথা, কেবল মুখস্থ করলো, আক্ষরিকভাবে সত্য বলে জানলো, বুঝলো এবং জানলো। সাক্ষ্য-প্রমান-যোগে যাচাই বাছায়ের প্রয়োজন বোধ করল না। কোথায় কোন জনপদে গাঁয়ে-গঞ্জে-বন্দরে-শহরে হিন্দুদের তরবারির মুখে ভয় দেখিয়ে মুসলিম বানালো, কিংবা হত্যা করলো সে : প্রমাণ : দলিল-আজো সংগ্রহের আগ্রহ নেই কারো। তারাই সে তুর্কী-মুঘল আমলে গাঁ-গঞ্জে রাজ্য শাসন করেছে, দেওয়ান-মন্ত্রী সে তারাই ছিল, তারা মনে রাখেনি। ফলে হিন্দু-শুদ্র মুসলিমরাই তুর্কী-মুঘল আমলে তাঁদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়েছে, তাদের মন্দির মুর্তি ভেঙ্গেছে। কাজেই তারা চিরশত্রু। অথচ পরিত্যক্ত জীর্ণ বা ভাঙ্গা মন্দিরের ইট-পাথর অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত মুসলমানরা মসজিদে লাগিয়েছে বটে, কিন্তু হিন্দুপারা কোন মন্দির মুর্তি তুর্কী-মুঘলরা ভেঙ্গেছে বলে প্রমাণ মেলেনা।[৬]

ইংরেজদের আগে ভারতবর্ষ বহুবার পরাভূত হয়েছে বৈদেশিক শক্তির কাছে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে তারা এসেছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় জীবন সে ধাচে প্রবাহিত হয়েছে ইংরেজদের পূর্বে অন্য কোন বিদেশীর আবির্ভাব তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনেনি।

ইংরেজ পূর্ব যুগে ভারতে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমূহই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র, এ গ্রামগুলো ছিল দ্বীপ সদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল বিশাল এক দ্বীপ-পুঞ্জ, অন্ন-বস্ত্র এবং জীবনের যাবতীয় আয়োজনের দিক দিয়ে গ্রাম বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি তাদের বিশেষ কোন নির্ভরতা ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে তাদের ছিল অতি পরিমিত এবং ব্যাপক বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ গ্রাম্য প্রচেষ্টায় তারা সে প্রয়োজনে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম ছিল। ভারত বর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এ ছিল তখন সারা দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা। এ আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধাণ বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্যই রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতনকে অগ্রাহ্য করে প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নিজেকে রেখেছিল অব্যাহত। ইংরেজদের আগমনে সে জীবনযাত্রা ব্যাহত হল আরো যে ক্ষতির ঘটনা ঘটলো সেটা হলো সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি। উপমহাদেশের কৃষক নানা ঐতিহাসিক কারণে ধর্মভীরু ছিল বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিল না।

দুই শতব্দীর ইংরেজ রাজত্বের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রায় আমূলভাবে পরিবর্তিত হল। সংখ্যাতীত বিচ্ছিন্ন গ্রাম সমূহ নিয়ে গঠিত ছিল যে ভারতবর্ষ সে উপমহাদেশে বিকশিত হল জাতীয় চেতনা গঠিত হলো - জাতীয় আন্দোলন। এ পরিবর্তন ভারত বর্ষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। কিন্তু তবু জাতীয়তার উত্থান এদেশে কতগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হল কিছু জটিলতা, এ জটিলতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাই সর্বপ্রধাণ।[৭]

ইংরেজদের পূর্বে অন্যান্য দেশীয় এবং বৈদেশিক রাজচক্রবর্তীদের সাথে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল রাজস্ব লেনদেনের। রাজা এবং রাজবংশের পতন উত্থানের অর্থ তাদের কাছে তাই ছিল রাজস্ব-গ্রহিতার পরিবর্তন মাত্র কিন্তু ইংরেজদের আগমনে শাসক শাসিতের সম্পর্ক শুধু রাজস্ব লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলনা। তারা ভারতবর্ষে শুধু নতুন সাম্রাজ্যের পতন করে নতুন রাজবংশ আমদানী করেই ক্ষান্ত হলনা - তারা সাথে নিয়ে এল নতুন জীবন ব্যবস্থা, জনসাধারণের জীবনে স্থাপন করল আর্থিক যোগাযোগ। নিজেদের পণ্যদ্রব্য ভারত বর্ষের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে তারা পরিণত করল ভারতীয় মহাদেশে। অশোক আকবরের সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে যে ঐক্য এবং অখন্ডতা এনেছিল সে ঐক্য ছিল বাহ্যিক শাসনের, ইংরেজ তাঁর পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমে এদেশে সে ঐক্যের সূচণা করল সে ঐক্য শাসনের সেটুকু তার থেকে অনেক বেশী জীবনযাত্রার।

বৃটিশ আমল

স্বাধীনতা-পূর্বকালে এ দেশের সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে হলে উপনিবেশিক অর্থনীতি, রাজনীতি, এদেশীয় পুঁজির সাথে বিদেশী পুঁজির দ্বন্দ্ব ও মিলন, এদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক রূপটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এ পর্যায়ে বলা যায় ইংরেজরা ভারতবর্ষে জীবন-যাত্রার যে নতুন আয়োজন করেছিল তাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে এগিয়ে আসেনি। ইংরেজরা মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করেই ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা মুসলমানদের যেমন সুনজরে দেখতো না, তেমনি ভাবে মুসলমানরাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে নিজেদের পতন মনে করে ইংরেজদের চিহ্নিত করেছিল শত্রু হিসেবে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে তৈরী হয় একটি সুস্পষ্ট দুরত্ব যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সর্ব প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবধা থেকে বঞ্চিত হয় মুসলমানরা।

এদিকে ভারতের অপর বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিজেদের পতনের অনুরূপ ছিলনা। এটি ছিল তাদের কাছে কেবল প্রভুর পরিবর্তন। তাই ইংরেজরা জীবন ব্যবস্থার যে নতুন আয়োজন করলো সেখানে তারা সাড়া দিল বিপুল উৎসাহে। ফলে ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি এবং জীবনের বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে এক শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর এল সিপাহী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের অবসানে মুসলমানদের মধ্যে এল এগিয়ে চলার তাগিদ। এ সর্ব প্রথম তাদের মধ্যে জাগ্রত হল ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ। ইংরেজরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকল না। দু'পক্ষই প্রস্তুত হলো সহযোগীতার আয়োজনে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেকে ঐশ্বর্য। প্রতিপ্রত্তি ও শিক্ষা দীক্ষায় অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করার পর তার মধ্যে সহযোগিতার উৎসাহ সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেকখানি কমে এল। মুসলমানদের পিছিয়ে রেখে তারা অনেকখানি এগিয়ে এল। ইতিমধ্যে ইংরেজদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতার পালা শেষ করে শুরু হলো এবার তাদের রেষারেষির পালা।

কিন্তু মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের সহযোগিতাকে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুনজরে দেখতে পারলোনা। কারণ সেখানে তাদের স্বার্থহানির বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। তাই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ সাথে বিরোধিতায় অবতীর্ন হল ইংরেজ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের। এ বিরোধীতা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে একদিকে জন্ম দিল জাতীয় চেতনার বোধ, যার সরাসরি টার্গেট ছিল ইংরেজ শাসক, অপরদিকে জন্ম দিল সাম্প্রদায়িকতার বোধ যার টার্গেট ছিল মুসলিম সম্প্রদায়।

হিন্দুদের এ অগ্রসর পদক্ষেপ এবং মুসলমানদের পশ্চাদমুখীতাই রচনা করল সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। অন্যান্য দেশের মত তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিত্ত কেন্দ্রীক হলেও সে মধ্যবিত্ত দ্বিধা বিভক্ত হলো সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। আধুনিক হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থানের মুহূর্তে অন্য কারো সাথে তার কোন রেষা-রেষি ছিলনা। ইংরেজ ছিল তার বহু উর্ধ্বে। মুসলমান তার থেকে ছিল অনেক পশ্চাতে। প্রায় একশতাব্দী ধরে তাদের প্রগতি তাই থাকল অব্যাহত কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি ঘটলন না। ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মধ্যবিত্তের দ্বারা। শুরু হল তাদের প্রতিযোগিতার পালা। এর পর থেকে হিন্দু এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এ প্রতিযোগিতার দ্বারাই মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত হল। ইংরেজদের কাছে হিন্দুসমাজ ছিল সহযোগিতার প্রার্থী। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর হিন্দু সমাজের একাংশ হলো ইংরেজ বিরোধী। মুসলমান সমাজ এক শতাব্দী ধরে নিজেকে রেখে ছিল বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর তারাই আবার এগিয়ে এল ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করতে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হিন্দু-মুসলমানের এ স্বার্থগত সংঘর্ষকে ইংরেজরা উপেক্ষা করল না। উপরন্ত নিজেদের সাম্রাজ্যের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে এ বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে এককে অন্যের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এভেদ নীতির মুনাফা নিয়ে ইংরেজের হিসেবে কোন ভুল ছিল না।[৮]

ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করে এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়ার জন্য ইংরেজরা একটি পলিসি তৈরী করলো। এ পলিসির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে একটি স্থায়ী রূপ দিয়ে উভয়কে চিরদিনের জন্য বিভক্ত করে দিয়ে তাদের একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে স্থাপন করা। বৃটিশ রাজের উদ্দেশ্যটি ছিল "Divide and Rul" ভাগ কর এবং শাসন কর। এ বক্তব্যটি রেখেছিলেন একজন ইংরেজ সামরিক অফিসার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর লেখাটিতে ছিলঃ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামরিক এবং অসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্যে এ নীতিটিই প্রকৃষ্ট। ১৮৫৮ সালের মহা বিদ্রোহ বৃটিশ শাসককে এভাবে ভাবতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে প্রথম পরামর্শটি আসে বোম্বাই এর গভর্ণর এলফিনষ্টোনের কাছ থেকে এবং সেটাই সুকৌশলে সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। এ 'ভাগ কর এবং শাসন কর', নীতি প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্রটি ছিল ধর্ম।

কংগ্রেসের জন্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে বৃটিশ রাজ একটি আবেদন নিবেদনের বশংবাদ হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেও তা দিয়ে দীর্ঘ সময় নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারলনা। তখন বৃটিশ সরকার মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়ার আয়োজন করে। এরকমটি করতে গিয়ে ইংরেজরা পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের নাম করে প্রধানত সম্প্রদায়গত দৃষ্টি কোন থেকে ১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এটিকে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের সোপান হিসেবে মনে করে এটির প্রতি নিরংকুশ সমর্থন প্রদান করে। অপর-পক্ষে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় এটিতে তাদের স্বার্থহানির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পায়। ফলে তারা এর বিরোধিতায় সোচচার হয়। আর এভাবেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালি সমাজ জীবনে বিভক্তি আনে এবং এর ভেতর দিয়ে মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গভঙ্গের এক বছরের মধ্যেই ১৯০৬ সালে বৃটিশের পৃষ্টপোষকতায় মুসলিম লীগের জন্ম হয় ঢাকাতেই। এরপর থেকেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে। অবশ্য, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য চলে আসছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকেই। তাতে ক্ষোপ সঞ্চারিত হলেও সেটার ভিতর প্রধান উপাদান ছিল শ্রেণী দ্বন্দ্ব। ধর্ম নিয়ে সংঘাত ঘটলেও সেটার রূপ ছিল আঞ্চলিক কিংবা স্থানীয় এবং তা ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করেনি কিন্তু যখন থেকে ধর্মকে রাজনীতির আলখাল্লা পরানো হলো, তখন থেকেই এর রূপ হল দানবীয় এবং সেটা মানবিক মূল্যবোধকে ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত করতে শুরু করলো।[৯]

বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে মুসলিমলীগ, আর বিরোধীতায় লিপ্ত হয় কংগ্রেস। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা একটু বেশী শিক্ষিত এবং অধিক সংগঠিত ছিল বলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশরা বঙ্গভঙ্গকে রদ করে দেয়।

মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করে হিন্দুদের। তারা বুঝতে পারে সে, হিন্দুরা তাদের নূন্যতম উন্নয়ন ও সহ্য করতে পারেনা। মুসলমানদের ক্ষতিসাধন এবং তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখাই হল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই মুসলমানদের মনেও হিন্দুবিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়। পশ্চাদপদ মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকরি ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিযোগিতায় দ্রুত উন্নতির ভরসা পেলনা। ইংরেজদের কাছে তারা দাবি করল বিশেষ সুবিধা। ১৯০৬ সালে আঁগাখাঁর নেতৃত্বে লর্ড মিন্টোর কাছে তারা পেশ করলো তাদের এ প্রার্থনা। এরপর ১৯০৯ সালের শাসন তান্ত্রিক পরিবর্তনে ভারতে প্রচলিত হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন।[১০]

এভাবে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার এবং সর্বশেষ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর থেকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের আর তেমন সুযোগ পেলনা। লাক্ষ্ণৌ চুক্তি ও খেলাফত আন্দোলনে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছিল তা ছিল নিতান্ত সাময়িক। কংগ্রেস যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু মুসলিম মিলিত সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত মুসলিমলীগের নেতৃত্ব গেল মুসলমানদের হাতে। কংগ্রেসের মধ্যে যে সমস্ত খ্যাতিমান মুসলমান নেতৃস্থানে ছিলেন তাদের অধিকাংশ একে একে এলেন মুসলিমলীগে। ফলে হিন্দু মুসলিম মিলনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে গেল এবং সাম্প্রদায়িকতাই হয়ে গেল জীবনের চূড়ান্ত চাবিকাঠি।

পৃথক নির্বাচনই ইংরেজদের ভেদবুদ্ধির সব থেকে নিদারুন অস্ত্র। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হল সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের এক পথ ধরে চলার পথ হলো বন্ধ।[১২]

অবশেষে সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বিভক্ত হল ভারতীয় উপমহাদেশ, প্রতিষ্ঠিত হল দুটি নতুন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান।

অতএব বলা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মপ্রীতির অতিশয্যের উৎস আধ্যাত্মিকতা নয়। এর উৎসস্থল বৃহত্তর ভারতীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্র। মুলতঃ হিন্দু-সুলমান, বিশেষত মুসলমান মধ্যবিত্তের সার্থসিদ্ধির নিশ্চিত হাতিয়ার রূপে পরিণত হয়েছিল ধর্ম। অন্যদিকে ধর্মের দিক থেকে ইংরেজরা খ্রীষ্টান। নিজদেশে তারা যথেষ্ট রক্ষনশীল ও বটে। কিন্তু ভারত বর্ষে শাসন করার বেলায় তারা কোন চার্চের অনুশাসন চালু করেনি, যদিও পাদ্রীরা নগর জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে খ্রীষ্টান বানানোর চেষ্টা করেছে। এ জন্য টাকাকড়ি খরচ করেছে দেদার। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তাদের শাসন কাজ যথাযথভাবে নির্বাহ করতে ধর্ম প্রচার কাজের উপর নির্ভর করেনি, তারা নির্ভর করে রাজনৈতিক কূটকৌশলের উপর। নিজ ধর্মের অনুশাসন রাজনীতির উপর চাপিয়ে না দিলেও ইংরেজরা ভারতীয়দের ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে যথেষ্ট। এক ধর্মের লোকদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে অন্য ধর্মের লোকজনের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমল

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ের মূল চেতনা অসাম্প্রদায়িক হলেও শেষ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পক্ষ থেকে, ১৯৪৮ সালে,বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে স্বীকৃতিদানে অনিচ্ছা প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই এ দেশের মানুষ, বিশেষত তার অগ্রসর অংশ, সদ্যগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রটি সম্পর্কে বিরূপ হতে শুরু করে, এরপর পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর নিরন্তর বৈষম্যনীতি ও বিদ্বেষ পরায়ন আচরণ থেকে পূর্বাঞ্চলের বাঙ্গালী জনসাধারণ বুঝে উঠতে শুরু করে যে, রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আসলে পাক-পবিত্র কিছু নয়। ক্রমশঃ প্রমাণ হয়ে উঠে যে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দেশের পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য ইসলামের কথিত শান্তি বয়ে আনবে না। ক্রমেই এ দেশের মানুষ দেখতে পেল যে, পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী নানান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের নির্মম অশান্তি বাংগালির চাপিয়ে দিচেছ ইসলামেরই নামে।[১৪]

জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন পাকিস্তান গণপরিষদে সরাসরি বলে দিলেন যে, পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, দেশ বিভাগের পর পরই সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল বললেন, "যারা পাকিস্তান চেয়েছিল, পাকিস্তান পাওয়ার পর তাদের আর ভারতে থাকার অধিকার নেই"। ঠিক প্রায় একই রকম ভাষায় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বললেন, "যারা পশ্চিম বঙ্গের পত্র পত্রিকাকে সমর্থন করে, তাদের পাকিস্তানে থাকার কোন অধিকার নেই"। দু' পক্ষেরই এ ধরনের ভাষা ব্যবহার থেকে বোঝা যাচিছল যে, দু দেশের সংখ্যালঘুরা কত অসহায় এবং নিরাপত্তাহীন। এ ধরনের হুঙ্কার ও পাল্টা হুঙ্কার চলতে থাকল বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তারই জের ধরে ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলো। এ দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তদানীন্তন পূর্ব বঙ্গে এবং বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যায় ভারতে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের পর সারা উপমহাদেশ জুড়ে এত ভয়াবহ ও ব্যাপক ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর কখনো হয়নি। শান্তিই সেখানে সকল ধর্মের মূল গন্তব্যভূমি সে ধর্মকে নিয়ে কত অশান্তি ,কত রক্তপাত ও মানুষের কত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা হতে পারে এ শতাব্দীর শেষ দশক তাও প্রত্যক্ষ করলো।[১৬]

কাজেই দেখা যায় পাকিস্তান শাসকরা জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবদমিত রেখে শোষণ ও ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য একদিকে জাতিগত নিপীড়ন এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। এ অঞ্চলে এ নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বাঙ্গালি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনীতির উপর পাকিস্তানী শাসকরা গোড়া থেকেই আঘাত হানতে শুরু করে। একই সাথে বাংগালী ভাষাকে আঘাত করা হয়। পাশাপাশি ভাবে পঙ্গু করার জন্য প্রণীত হয় "ইষ্ট বেঙ্গল (ইমার্জেন্সী) রিকুইজিশন অব প্রপার্টি এ্যাক্ট ১৩,১৯৪৮" এবং "ইষ্ট বেঙ্গল ইভাকুইজ এডমিনিষ্ট্রেশন অব ইমমুভেবল প্রপার্টি এ্যাক্ট ২৪, ১৯৫১" এবং "ইষ্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অব ট্রান্সফার অব প্রপার্টি এন্ড রিমোবেল অব ডক্যুমেন্টস্ এন্ড রেকর্ডস্ এ্যাক্ট , ১৯৫২"। এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে বাংগালীর প্রথম বিজয় সূচিত হয়। এ বিজয়ই ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে হক-ভাষানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে এবং বাংগালী জাতীয়তাবাদী চেতনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নবতর গতি সঞ্চার করে। উল্লেখ্য যে, এ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করতে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত ৭২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি (প্রায় ২৩%) যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ান। পাকিস্তানী স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িক শাসকদের জন্য এটা ছিল এক প্রচন্ড আঘাত স্বরূপ। প্রাদেশিক সরকার হাতছাড়া হওয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিপীড়ন-নির্যাতন- উচ্ছেদ অব্যাহত রাখতে এবার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরিভাবে জারি করে "পাকিস্তান (এডমিনিষ্ট্রেশন অব ইভাকুইজ প্রপার্টি) এ্যাক্ট, ১২,

১৯৫৭"। এ অঞ্চলে গণচেতনা তীব্র হয়ে উঠায় যুক্তফ্রন্টের উপর নানাভাবে আঘাত আসে এবং অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক শাসন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সামরিক শাসন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অব্যাহতথাকে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামকি শাসন জারি করা হলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেমে থাকেনি। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে ১৯৬২ সালে।

লক্ষ্য করা যায়, জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যত তীব্র হয়ে উঠে, পাকিস্তান শাসকদের বিভেদনীতি তত প্রকট আকার ধারণ করে। জনগণকে ধর্মের নামে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করাই ছিল পাকিস্তানের কৌশল। এ লক্ষ্যেই ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পিত ভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়।[১৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করে পূর্ব বাংলার আপামর বাঙ্গালী জনতার আর্থ-সামাজিক-সাংকৃতিক জীবনে কোনো পরিবর্তন ও অগ্রগতি দেখা না দেয়ায় এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে,বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক নিম্নবিত্ত সাধারণ জনগণের উপরোক্তবিশ্বাসের কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। প্রতীয়মানহল খুবই বড়ভাবে যে,পশ্চিমপাকিস্তানী সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণী ও আমলা চক্রের স্বার্থে পূর্ববাংলা ও এর জনমন্ডলীকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করা হয়েছে। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের ও এর জনমন্ডলীকে বিভ্রান্ত ওপ্রতারণা করা হয়েছে। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে ধর্মের কোনো তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই এবং এত ঢাক-ঢোল পিটিয়েও পাকিস্তানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা গেল না। তবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক-শাসক গোষ্ঠীর শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার আয়োজন দিন দিন পূর্ণতা পেতে লাগলো। পাকিস্তানের কায়েমী শোষক-শাসকেরা পূর্ব বাংলার উপর তাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও তাদের যাবতীয় সুযোগ ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী অস্ত্ররূপে নতুন করে প্রয়োগ করতে থাকে। তারা ইসলামী তমদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের নামে ধর্মান্ধতা এবং সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীর জাতিসত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বিরোধী নীতি গ্রহণ ও কর্মকান্ড চালাতে থাকে একের পর এক, একটানা। পূর্ব বাংলার সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিযাক্ত করে তোলার প্রয়াস পায় তারা এ প্রক্রিয়ায়। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দান এবং তথাকথিত ইসলামী তমদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের শ্লোগান -এ তিনটি দিকে পরিচালিত হয় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের কার্যকলাপ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে ভেসে যাওয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক ডামাডোলের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির ফলসরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রে বহুল প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ও ইসলাম ভিত্তিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী জনতা ও পূর্ববাংলা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিমলীগ নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস ঘাতকতা দেখেছে হতবাক হয়ে দেখেছে গোড়া থেকেই। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে সংখ্যাগুরু পূর্ববাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানী কাঠামোয় পূর্ববাংলা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। আর তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তৎকালীন পূর্ববাংলার জনমন্ডলীর স্বপ্ন ও মোহ ভঙ্গ হতে থাকে অতি দ্রুত এবং তারা যেন "স্বদেশ প্রর্তাবর্তন" করে। ভৌগলিকভাবে দ্বিখন্ডিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের ভেতর কোনোরূপ সাদৃশ্যবিহীনতার ফলে কেবল ধর্মের জোড়াতালি দিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার ভেতরই ছিল একটা অবৈজ্ঞানিকতা। তদুপরি, পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে, সকল সরকারী-বেসরকারী অফিস, শিল্প-ব্যাংক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল তথায়। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে ছিল পশ্চিমাঞ্চলের চরম একাধিপত্য এবং এগুলোর হেডকোয়ার্টারও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ দিকে মুসলিম লীগের হাই কমান্ডও ছিল অবাঙ্গালী ও তথায় বসবাসকারী। পুঁজিপতি শ্রেণী ও ব্যবসায়ীরাও ছিল মূলতঃ অবাঙ্গালী ও পশ্চিমাঞ্চলের বসবাসকারী। এ সবের ফলে সরকারী নীতি-কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সুফল, অর্থ-বাণিজ্য-শিল্প-কৃষি নীতির সুযোগ, আমদানী-রপ্তানী, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি যাবতীয় কিছু মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে চলে যায় এবং পূর্ববাংলা নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে। উন্নয়নে অসমতা দেখা দেয়। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের প্রায় অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত রাষ্ট্র ক্ষমতাও পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। রাজনীতিক গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবর্তমানে এটা আরও

Dhaka University Institutional Repository

অবর্তমানে এটা আরও তীব্রতর সমস্যা রূপে দেখা দেয়। এসবের উপর মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চরম কেন্দ্রীকরণ নীতির-এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক নেতা, এক দল ও এক ধর্ম-- ফলে পূর্ববাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং এ অঞ্চলে চরম বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কাজ করা থেকে বিরত থাকে। নতুন কোনো জীবন ব্যবস্থা, সমাজ সংস্থা ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। এ অবস্থায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে ইসলামের রাজনীতিক ব্যবহার এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম নীতি কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়ায়। আবার, এ সঙ্গে গণতন্ত্রকে বলপূর্বক ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে নিধন করে স্রেফ নিপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াস পায় মুসলিম লীগ হাই কমান্ড ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী।

এ ভাবেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একটানা শোষন-শাসন ও দুস্কৃতিই পূর্ববাংলার জনমন্ডলীর সহ্যের সীমাকে ভেঙ্গে দেয়। বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জনতা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সংগ্রাম ও তা বিপুল বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পর পর দু'বার স্পষ্টতম জবাব দেয়।[১৮]

শাসকগোষ্ঠী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সরকার সমর্থক সংবাদ পত্র সমূহ সকলেই এর পরেও মুসলিম লীগকেই পাকিস্তানের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবিকরতে থাকেন। কাজেই মুসলিমলীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধতা, এ কথা বলতে শুরু করেন। ক্রমে তাঁরা দাবি করতে থাকেন, ইসলামের হেফাজতের জন্যই পাকিস্তানের আবির্ভাব। সুতরাং মুসলিমলীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মানে ইসলামের বিরুদ্ধতা।[১৯] পূর্ব বাংলায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে মোট ছয়টি সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ দের মধ্যে ১৯৫২ সালের ১৭ থেকে ২০শে অক্টোবর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিসের উদযোগে অনুষ্ঠিত "ইসলামী সম্মেলন" ব্যতীত আর পাঁচটি সম্মেলনই ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ, পূর্বে বহুবার তৎকালীন আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক-রাজনীতিক - সাংস্কৃতিক বাস্তবতা সঞ্জাত। সাতচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পূর্ব বাংলার যে হাল হয়েছিল, সে প্রেক্ষিতেই বাঙ্গালী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ সংস্কৃতি কর্মীরা সম্মেলন গুলোতে নিজেদের অভিজ্ঞতা শিক্ষা চেতনাকে তুলে ধরেছিলেন। এ সবের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে বুঝতে চেয়ে ছিলেন, বোঝার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরস্পরের কাছে, সবার কাছে সমষ্টিগতভাবে। এ সম্মেলনগুলো পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-সংস্কৃতিকে প্রতিহত করণ। মুসলিম ও পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তি উৎপাটন ইত্যাদিতে ব্যাপক অবদান রাখে।[২০] এর ফলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্যশাসনের লড়াই দ্রত সামনে আসে। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপান্তরিত হয় শক্তিধর রাজনৈতিক আন্দোলন।

বস্তুতঃ পাকিস্তানের স্বপ্ন সত্য অর্থে ধর্মগত প্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন মূলতঃ মুসলমান মধ্যবিত্তের শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ইসলাম ধর্মের গৌরব বর্ধণ করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান যে মুসলমান মধ্যবিত্তের শ্রেণীর স্বার্থ আদায়ে অনেকখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায়না। পাকিস্তান আদায়ে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের পেছনে বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ছিল পাকিস্তান কাঠামোর আওতাধীনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুদীর্ঘ লালিত ঐতিহাসিক আকাংখার বাস্তবায়ন। ভারত বিভক্তির মাধ্যমে তারা ধর্ম ও স্বাধীনতা এ উভয় উদ্দেশ্য আদায়েই পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভেতর স্বপ্ন রোপন করেছিল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষায় সভ্যতায় অগ্রসর একদল মানুষ। তাদের উদ্দেশ্য অবশ্য মুসলমানদের রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার কিংবা প্রসার নয়, মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের শাসক হওয়া। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এ দেশবাসীর আকাংখা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার কবর হবে এবং এখান থেকেই আরম্ভ হবে সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা মুক্তির প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ছিল ধর্মের রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ। তবে ধর্মকে প্রত্যাহার করে নয়।[২১]

পাকিস্তান শাসনামলে ধর্মীয় চেতনার নামে বাঙ্গালীদের উপর পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনই কার্যতঃ এতদঞ্চলে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গীকে সজাগ করে তুলেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতীয়তাবাদ, সামজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ নতুন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেখ মুজিবর সরকারের ব্যর্থতার কারণে এসব আদর্শের বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অসারতা প্রমাণিত হয়। সত্যি বলতে কি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠে, তা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য মোটেই অনুকূল ছিলনা। মাত্র সিকি শতাব্দী আগে যে বাঙ্গালী মুসলমানরা ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে এতো কম সময়ের মধ্যে সে জাতীয়তাবাদী মনোভাব অথবা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে পুরোপুরি বিসর্জন দেয়া সম্ভব ছিলনা। দুঃশাসন এবং অর্থনৈতিক শোষনের মুখে তাঁরা কেবল সাময়িকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে মোহযুক্ত হয়ে ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে নিজেদের মিলকে বড়ো করে দেখেছিলেন। নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য তাঁরা ভারতের মুখাপেক্ষীও হয়েছিলেন।[২২]

মুশতাকের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মুশতাক কর্তৃক গৃহীত পলিসিগুলোকেই অব্যাহত রাখেন। অবশ্য তিনি এ ক্ষেত্রে যেটুকু বেশি করে ছিলেন যেটুকু হচেছ সেকুলারীজমকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে এ মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত করেন। তাছাড়া সংবিধানে

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযুক্ত করে বাংলাদেশকে ইসলামী রিপাবলিকের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। পাশাপাশি ইসলামী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করার দিকেও তিনি সচেষ্ট হন। ১৯৮৬ সালে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল বিধির মাধ্যমে ঘরোয়া রাজনীতির স্বীকৃতি প্রদান করলে অন্য অনেকের মত দেশের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিকদলগুলো ঠিকানা খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়। এ দিকে ধর্মের সাথে সরকারের পরিচয় কিছুদিনের মধ্যে অর্থনৈতিক কারনে সংঘটিত হতে শুরু করে। আরবীয় ধনী দেশগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মুজিব সরকার শুধু সে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আরবীয়দের দাবী সমর্থন করেন তাই নয়, বরং ও.আই.সি. এবং ইসলামিক ব্যাংক সম্মেলনেও যোগদান করেন। উপরন্তু সেকুলারিজমকে মূলনীতি হিসেবে রাখার পাশাপাশি ইসলামী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠারও প্রয়াস চালান। ফলে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ্য মুসলমানদের প্রবৃত্তি এবং অপরদিকে সরকারের ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এ দু মিলিত শক্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা অচিরেই মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে। এর পর ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মজিবুর রহমান নিহত হন এবং সংবিধানের ৩৮ নং ধারা বাতিল এবং দালাল আইন রদ করার ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ভবিষ্যৎ সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী শক্তিগুলো এর ফলে পুনরায় রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেখতে পায়। জিয়ার শাসনকালের পর এরশাদ সরকারও নিজেদের ক্ষমতার বৈধ করনের ক্ষেত্রে গণ সমর্থন লাভের আশায় ধর্মকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে অধিক মাত্রায় সংগঠিত হতে সাহায্য করেছেন।

মূলতঃ জেনারেল জিয়ার আমলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এবং জেনারেল এরশাদের অষ্টম সংশোধনী ছিল রাজনৈতিক দূলর্ভীসন্ধিরই ফল। এরশাদ শাসন আমলে ধর্মের রাজনীতি করনের যে ত্বরান্বিত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তার সাথে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বেশ মিল রয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর শাসক শ্রেণীর আধিপত্য আরো পোক্ত করার জন্য।[২৩] ৯০ সালে পতনের পূর্ব মুহূর্তে ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ অপচেষ্টা হিসেবে এরশাদ সরকার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের দ্বারা জনসাধারণের ক্ষোপ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিল,

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সফল হয়নি তার আমলে সাম্প্রদায়িক চেহারা কি রাজনীতিতে কি সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে সর্বত্রই কদর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। "রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম" ঘোষণা দিয়ে একদিকে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কিয়ে দিলেন। তার আমলেই স্বাধীনতার পরে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এ ধর্ম তাকে টিকিয়ে রাখতে পারলোনা। তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হলো জনতার কাছে, জনতার চাপে।[২৪]

৯২ -এ সারা দেশের শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতে নিষিদ্ধ করার আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার অজুহাতে খালেদা জিয়ার সরকার আরেক দফা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালায়। খালেদা জিয়ার সরকার নানাভাবে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালিয়ে ছিল, '৯২ -এর অক্টোবরে একটি গোপন সরকারী সার্কুলারে দ্বারা ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছিল হিন্দুদের যাতে শিল্প বা বাণিজ্যিক ঋণ না দেয়া হয় এবং তাদের আমানতের টাকা যেন তারা অবাধে তুলতে না পারে। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে অলিখিত বিধিনিষেধ আগে থেকে ছিল খালেদা সরকার তা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে। এ দেশে বিগত সরকারগুলোর শাসন ব্যবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ইস্যু। সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এবং রাজনৈতিক কারণেই তার উৎপত্তি। সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে শাসক শ্রেণী তাদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে। যার পরিণতিতে '৮২-৯০ পর্যন্ত এরশাদ সরকার পরাজিত হয়ে রাজনৈতিক আবর্জনার স্তুপে নিক্ষিপ্ত হয়। এ ভাবে অল্প কিছুদিন শোষণ নির্যাতন করেই ১৯৭৪-৭৫ সালে আওয়ামীলীগ রাজনৈতিক আবর্জনায় পরিণত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আবর্জনার স্তুপে। এর পরবর্তী সরকারগুলোর অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল সে রকমেই। বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টায় রত আছেন। -৯৬ এর নির্বাচনে বিএনপিও জামাত কর্তৃক ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার উগ্র রূপটি মোকাবেলা করতে গিয়ে আওয়ামীলীগও ধর্মকে ব্যবহার করছে।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রধাণ মন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা যখন শপথ নেন তার হাতে ছিল তসবিহ, মাথায় হেজাব, সযত্নে ঢাকা অলকগুচ্ছ। হেজাব পরেছিলেন সদ্য হজ্ব করে ফেরার কারণে হতে পারে। অনেক দিন পরেছিলেন হেজাব এক সময় খুলে ফেলেন। হেজাব পরার প্রতীক অর্থ বুঝা গেলেও তসবিহ হাতে নিয়ে শপথ নিতে হবে কেন?[২৬] কাজেই বলা যায়, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কার ইতিহাস রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকবিকাশেরই ইতিহাস, বাংলাদেশের জন্মের সূচনালগ্নে এবং পরবর্তী সময়ে অতি অল্প সময়ের জন্য এ প্রবণতা থমকে থাকলেও, নানা ঘটনা প্রবাহের ভেতর দিয়ে আবার সে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার জগদ্দল পাথরটিই এখানে চেপে বসেছে।[২৭]

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার মূল পার্থক্যটি হলো এ যে, পূর্বে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার দৃড় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কিন্তু বর্তমানে সে ভিত্তি আর নেই। ১৯৪৭ সালের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে অপসারিত হয়েছে। পূর্বে ভিত্তিভূমি থেকে রস সংগ্রহ করে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে নিজেকে শক্তিশালী রাখত আজ আর তার কোন সম্ভাবনা নেই। নবউত্থিত সাম্প্রদায়িকতা অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির অবর্তমানে মেরুদন্ডহীন। আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক ভিত্তি ভূমি না থাকার জন্য সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বৃটিশ আমলের প্রথম দিকের মত কোন নির্ধারক শক্তি হিসেবে আর ক্রিয়াশীল হতে পারে না। কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল অথবা মোর্চার পক্ষে এদেশে ক্ষমতা দখল আর সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতা বিপজ্জনক নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন নেই মোটেই তা নয়। সাম্প্রদায়িকতা এখন সরকারের দ্বারা নতুন ভাবে সংঘটিত হচ্ছে এবং সে হিসেবে তা এখনো দারুণ বিপজ্জনক। তাই তার সচেতন ও সক্রিয় বিরোধিতা ব্যতীত বাংলাদেশে প্রগতিশীল রাজনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল হতে পারে না। এ দেশের রাজনীতিকেরা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, কখনো কখনো নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। ফলে তাঁরা এ শ্রেণী সূলভ তাবৎ গুনের অধিকারী। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে পক্ষের যে কোন স্তরে নেমে যাওয়া একারনে তাদের জন্যে স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শাসক বৃন্দ মধ্যবিত্ত সূলভ মানষিকতা থেকে রাজনীতির আসরে নেমেছেন এবং ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে জনসাধারণকে এমনভাবে প্রতারিত করছেন সে, মানুষের পক্ষে অনেক সময় তাদের মনোভাব উপলব্ধি করাও সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দায়দায়িত্ব ও কম করেন উচচবিত্ত সূলভ বিকৃত অনুসঙ্গ তাঁদের ভেতর বেশি নেই বলে তাঁরা যতদূর নেমে যেতে পারেন। এ দেশের রাজনীতিতে তাই ইসলাম আসছে যাচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর ইচছানুযায়ী তাদের স্বার্থের আয়োজনে প্রয়োজনে।

অতএব, বৃটিশ শাসনের কুফল যে সম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করেছিল বর্তমানে তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। দেশবিভাগের বহু বছর পর পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরনে এটাই প্রমাণ হয় যে, ধর্মীয় কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক মতলববাজীই এখানে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলন, পঞ্চাশের দশকে চট্রগ্রামে, কুমিল্লায়, ঢাকায়, কাগমারীতে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলন, '৫৪ এর নির্বাচন, প্রবল প্রতিরোধের মুখে '৬৯ এর রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন,'৬২ এর শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান সব পেরিয়ে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ সব কিছুতেই রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজয়কেতন উড়েছিল অসাম্প্রদায়িকতার কিন্তু মুক্ত বাংলাদেশেও পরবর্তীকালপর্বে তাকে বিস্তারিত করা হয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত। বর্তমানে এ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে তাকে বলা যায় রক্তপাতহীন সাম্প্রদায়িকতা বা "BLOODLESS COMMUNALISM" অনেকটা আইয়ুব জিয়া এরশাদের রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মতো। এর হোতা, উদ্যোক্তা স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্র, তাকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে এ দেশের শাসকগোষ্ঠী আর তা বাস্তবায়িত করছে প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মরত আমলাতন্ত্র।

ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলগুলোকেও এদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্য কতটুকু দায়ী করা যায় পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. সালাহ্উদ্দিন আহমদ (উপদেষ্টা), সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট; ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ৫।

২. ঐ, পৃঃ ২৩৯।

৩. ঐ, পৃঃ ৫৪।

৪. ঐ, পৃঃ ১- ২।

৫. ঐ, পৃঃ ৪-৫।

৬. লতা হোসেন (সম্পাদিত), "প্রসংগঃ সাম্প্রদায়িকতা", গদ্য বিরানব্বই, ঢাকা; সানন্দ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃঃ ১১-১২।

৭. ঐ, পৃঃ ৩৪।

৮. বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা; মুক্তধারা, জুন ১৯৮০, পৃঃ ১৪-১৫।

৯. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯।

১০. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

১১. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

১২. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

১৩. ডঃ নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে, ঢাকা; শাশ্বত প্রকাশন, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৯।

১৪. কীথ কালার্ড, পাকিস্তান ঃ এ পলিটিক্যাল স্টাডি, লন্ডন ঃ জর্জ এ্যালেন এ্যন্ড আনউইন, ১৯৫৭, পৃ ৫৬।

১৫. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।

১৬. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ডঃ নীম চন্দ্র ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১৮. হাসান উজ্জামান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ ঐক্যমত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ২০।

১৯. আহমেদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃঃ ৩১৩-১৪।

২০. হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

২১. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

২২. ঐ, পৃঃ ১৫৩।

২৩. ঐ, পৃঃ ২৭১।

২৪. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

২৫. শাহরিয়ার কবির, বাংলাদেশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৮, পৃঃ ২৯।

২৬. কঙ্কর সিংহ, রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৯, পৃঃ ১০৭।

২৭. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক দল ও দলীয় জোটসমূহের উৎপত্তি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ।

ধর্মের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এ দেশ ও জাতির জীবনে ধর্মের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। সমাজস্থ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্ম এখানে এক বিশেষ সামাজিক শক্তি। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমান হয়েছে যে, ধর্মীয় মতাদর্শ সমাজের সংহতি সাধনে এবং অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এ ধর্মই আবার কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক শক্তির কবলে পড়ে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মই অনেক সময় একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতারা কায়েমী স্বার্থ পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক শাসকরা নিজ শ্রেণী স্বার্থে ধর্মীয় 'সত্ত্বাকে' সৃষ্টি, রক্ষা ও পুষ্ট করে। এ কথা সত্য যে, সাম্প্রদায়িকতা শুধু ধর্ম থেকেই সৃষ্টি হয় না। এর অন্যান্য কারণ ও রয়েছে। তবে এর মধ্যে ধর্মই অন্যতম। যুগ যুগ ধরে এ দেশের জনসমাজ সাম্প্রদায়িকতার সাথে পরিচিত। ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি এখনো অনেক মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে অধিকাংশ সময়ে কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গোটা সমাজ জীবনকেই বিপর্যস্ত করেছে। আর তাই অনিশ্চিত অস্তিত্বের দুঃসহ উৎকণ্ঠা নিয়ে তখনকার ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠিকে দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। পরে দু'দশকে এ সমস্যা তেমন একটা প্রকট না থাকলেও আশির দশকের শেষে এসে আবার ব্যাপক আকার ধারণ করে। পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে এ দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে তার নীতি কাঠামো ও কর্মকান্ডে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যার ফলে জনজীবনেও সাম্প্রদায়িক আচার আচরণ উৎসাহিত হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভেদ ও বৈষম্য নিঃশব্দে সমাজে জায়গা করে নেয়।

উননব্বই পরবর্তী বাংলাদেশে প্রধাণতঃ ক্ষমতা চক্রের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকবার বড় আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। একানব্বইতে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের বিক্ষুব্ধ ভূমিকায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির নূন্যতম মানবাধিকার লংঘিত হতে থাকে ব্যাপকভাবে। তিরানববইতে সাম্প্রদায়িক শক্তির সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ফতোয়াবাজীর দাপট গোটা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে ভয়াবহ পরিস্থিতির সূচনা করে। সম্প্রতি এ শ্রেণী ধর্মীয় কুপমন্ডুকতাকে সংগী করে ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে সাবলম্বী নারী সমাজ, মুক্তমতি চিন্তাবিদ ও প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদেরও হয়রানি করে চলেছে। তাই গোটা সমাজব্যবস্থাই আজ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকদের এ অশুভ সন্ত্রাসী তৎপরতায় আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর এ পটভূমিকায় সংগত কারণেই প্রশ্ন এসে যায় স্বাধীন সার্বভৌম এ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল চালিকা শক্তি কারা ? সমাজে বসবাসকারী এ সাম্প্রদায়িক শক্তির অবস্থান কোথায়? ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলগুলোর সাথে এদের কোন রকম যোগ সাজশ রয়েছে কি না এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ ও বিস্তারে এদের ভূমিকা কি? আর এ প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখেই আলোচ্য অধ্যায়ে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দল এবং তাদের দলীয় জোট সমূহের পরিচিতি, দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সহজ হবে।

হিন্দু সম্প্রদায় ভিত্তিক দল সমূহ ঃ

বাংলাদেশে কয়েকটি মাত্র দল যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরে। সেসব দল ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে হিন্দু লীগ ঃ ১৯৮৪ সনে অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ.সি.দেব-এর নেতৃত্বে এ দলের জন্ম। ইনি দলের আহবায়ক। এ দলের কর্মনীতিতে রয়েছে মানবাধিকারবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এ দল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির স্বপক্ষেই প্রচার চালায়। এ দল জাতীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও পার্লামেন্টারী ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার পক্ষে। তারা শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের পক্ষে।

বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ঐক্যফ্রন্ট ঃ এ দলের আহবায়ক মনোজকুমার মন্ডল। তিনি মাঝে-মাঝে পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ তফসিল ফেডারেশন ঃ এ দলের সভাপতি এ্যাডভোকেট উৎপল চৌধুরী এবং মহাসচিব এ্যাডভোকেট রঘুনাথ সরকার। এ সংগঠনের একটি বিশেষ দাবি হচ্ছে জাতীয় সংসদ তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট ঃ মনীন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে ১৯৮৪ সনে এ দলের জন্ম। ইনি দলের চেয়ারম্যান। হিন্দু সম্প্রদায়ের নানাবিধ সদস্যকে জাতীয় পরিধিতে জনসাধারণের গোচরে আনার জন্য এই দল গঠন করা হয়েছে। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, অবাধ অর্থনীতি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। কখনো-কখনো এ দল ফারাক্কা, তালপট্টি ও আঙ্গরপোতার প্রশ্নে মুসলিম আদর্শভিত্তিক দলগুলোর সাথে সোচ্চার হতে দ্বিধা করে না। এ দল মনে করে, সংখ্যালঘুদের নানাবিধ সমস্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু সমাধান করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

জাতীয় হিন্দু পরিষদ ঃ এ দলের প্রেসিডেন্ট প্রেমরঞ্জন দেব ও সাধারণ সম্পাদক ছত্র নারায়ণ দাশ। প্রেমরঞ্জন অতীতে ভাসানী ন্যাপ এবং পরে বিএনপি করতেন। বিএনপি পরিত্যাগ করে তিনি এ দল হিন্দু আইন সংস্কার করতে চায়। এ দল বাংলাদেশের উপর যে যে কোনা ধরনের আগ্রাসনের চরম বিরোধী ।

বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ ঃ এ দল হিন্দু সম্পদায়ের দল। দলের চরিত্র সাম্প্রদায়িক। হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি দাওয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই এ দলের লক্ষ্য। ১৯৮৫ সনে এ দল সরকারী ফ্রন্টে যোগদান করেছিল।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি ঃ ১৯৮৬ সনের ৩১ মার্চে খগেন্দ্রনাথ নেতৃত্বে এ দলের সূত্রপাত। দলের বক্তব্য হচ্ছেঃ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ। দলের আহবায়ক কমিটির সদস্য ২১ জন।

বাংলাদেশে ৮০ টির ও বেশী ধর্মবাদী দল ও সংগঠন আছে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দলগুলোকে সঠিকভাবে "ধর্মপন্থী" দল বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারন এদের দল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে - হিন্দু ধর্মাদর্শ নিয়ে কোন কথা তাদের মেনিফেস্টোতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক দল নেই।[৩] "বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান" ঐক্য পরিষদ ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। ঐক্য পরিষদের মূল লক্ষ্য একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বৈষম্য বঞ্চণার অবসান, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের মূলনীতি অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সকল ধর্মের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করা।[৪] ইসলামপন্থী দলের সংখ্যাই এখানে সবচেয়ে বেশী। এদের প্রত্যেকেরই আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। প্রত্যেক পার্টি কোরআনকে মেনে চলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রত্যেক দলই নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে সঠিক বলে মনে করে।

ইসলামপন্থী দল সমূহ ঃ

বাংলাদেশে ৭৮টি ইসলাম পন্থী দল ক্রিয়াশীল। এ পর্যায়ে ইসলাম পন্থী দল ও দলীয় জোট সমূহের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঃ মওলানা আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে এ দল প্রকাশ্যে পরিচিত হলেও এ দলের মূল নেতা পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আজম। বৃটিশ-ভারতে এ দলের জন্ম। বর্তমানে জামায়াত তারই ঐতিহ্যবাহী। এ দল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম বিরোধী, রুশ-চীন-ভারত বিরোধী। এ দলের মেনিফেস্টোতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতার কোন উল্লেখ নাই। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে মুজিবনগর সরকার এ দলকে নিষিদ্ধ করে। ১৯৭১-'৭৬ পর্যন্ত এ দলের কোন কার্যক্রম ছিল না।

নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (মনজুরুল) ঃ এ্যাডভোকেট মনজুরুল আহসান এ দলের চেয়ারম্যান । এ দলের ঘোষিত নীতি হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, ইসলামী মূল্যবোধ, জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি।

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি ঃ ফরমান উল্লাহ খানের নেতৃত্বে এ দল গঠিত হয়। ইসলাম এ দলের ঘোষিত মূল আদর্শ। এ দল গণতন্ত্রের কথাও বলে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (গাফফার) ঃ ১৯৮৬ সনের প্রথম দিকে মওলানা আব্দুল গাফফারের নেতৃত্বে দলে ভাঙ্গন ঘটে। এ দলের মতে, জিহাদের মাধ্যমেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ দল সাত ও আট দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামের সমালোচনা করে থাকে।

বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা পার্টি ঃ দলের প্রেসিডেন্ট খায়রুল ইসলাম যশোরী। ইনি ১৯৭২ সনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৭ সনে জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষনা করলে তিনি তা সমর্থন করেন। ১৯৭৮ সনে তিনি সিরাজুল হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় দলে যোগ দেন। ১৯৭৯ সনের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। ১৯৮০ সনে তিনি তাঁর দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা এ দলের লক্ষ্য। এ দল ইসলামী ইস্যুতে যুক্তফ্রন্ট গড়ার পক্ষপাতী। ১৯৮৪ সনেস এ দলের ১৬ দলীয় ইসলামী যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়। মওলানা খায়রুল এ ইসলামী যুক্তফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট।

বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি ঃ ১৯৮৬ সনের ৮ জুলাই এ ধর্মবাদী দলের জন্ম। এ দলের সাংগঠনিক কমিটির আহবায়ক হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহজাহান। এ দলের মূল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইসলামী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এ দল আগ্রহী। তারা বহুদলীয় গণতন্ত্রের ও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের সমর্থক।

মুসলিম জাতীয় দল ঃ ১৯৮৪ সনের ৩ নভেম্বর আইনজীবি এম এ লতিফ মজুমদারের নেতৃত্বে এ দলের সূত্রপাত। এ দল মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল, গণতন্ত্র, বিশ্বাস ও সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা প্রচার করে।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল ঃ অধ্যক্ষ সিরাজুল হক গোরা এ দলের সভাপতি। প্রথমে তিনি ন্যাপ করতেন। ১৯৮১-তে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (প্রগশ) গঠন করেন। পরে এ দলেরই নাম রাখা হয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাতীয়তাবাদ দল। কট্টর ভারত বিরোধী এ দল দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, তালপট্টি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে খুব সোচ্চার।

ইসলামিক পিপলস্ কংগ্রেস ঃ এ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল লতিফ এ দলের আহবায়ক। এ দল ইসলামী শরিয়ত আইন চালু করার পক্ষপাতী। এ দল ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে। ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের পক্ষে এ দল সোচ্চার।

বাংলাদেশ ইসলামীক রাজনৈতিক পার্টি ঃ ১৯৮৩ সনের আগস্ট মাসে সালাহউদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে এ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের জন্ম। এ দল কোরআন ও হাদিসের পক্ষে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে, শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী এ দল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কথা প্রচার করে।

জাতীয় ওলেমা দল ঃ মেনিফেস্টোবিহীন এ দলের নেতা মওলানা রুহুল আমিন। দল ইসলামী রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দল আধিপত্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী। দলনেতা রুহুল আমিন প্রাক্তন সভাপতি এ কে এম ফারুককে উৎখাত করে দলীয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। মওলানা আমিন একদা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ করতেন, বাকশালও করেছেন, বিএনপি-তেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৮০ সনে তিনি এ দল গঠনেরও নেতৃত্ব দেন। তিনি উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরাজীত হন।

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোতালেব) ঃ দলের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল মোতালিব সিকদার। নেতৃত্ব নিয়ে ঘংগর্ষ দেখা দিলে ভাঙ্গন ঘটে ও এ দলের সূত্রপাত। এ দলও 'উমর-ই-সাম্যবাদ' এর কথা বলে। ইসলামী আদর্শই দলের আদর্শ বলে তাঁরা প্রচার করেন।

জমিয়ত-ই-ওলামা-ই ইসলাম ও নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ঃ মওলানা আব্দুল মালেক হালিমের নেতৃত্বে এ দল দ্বয় 'হুকুমত-ই-এলাহী' অর্থাৎ আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম ধর্মীয় বিধান ও ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শের দ্বারা দল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। দল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কথা বলে। মওলানা আশরাফ আলী দলের সেক্রেটারী জেনারেল।

বাংলাদেশ জাতীয় দল (হুদা) ঃ ১৯৭৬ সনে সৈয়দ সিরাজুল হুদার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এ দল আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। তাদের নীতিসমূহ হচ্ছে ঃ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, সার্বভৌমত্ব পার্লামেন্ট, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, শান্তি, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি।

বাংলাদেশ জমিয়ত-ই-উলুম-ই-ইসলামী ঃ মাওলানা শামসুদ্দীন কাশ্মিরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই দল বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিকে পরিণত করার পক্ষপাতী। এ দল অন্যান্য ধর্মবাদী কেন্দ্রের বিপরীতে মনে করে যে, তারা ধর্মকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করছে। এ দল ধর্মকে জনকল্যাণের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত বলে মনে করে। এ দল জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের শরিক দল।

জনশক্তি পার্টি ঃ ১৯৮৪ সনের ২৬ মার্চ আইনবিদ আব্দুল্লাহ আল নাসেরর নেতৃত্বে এ দল গঠিত হয়। ইনি দলের সভাপতি। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ বালাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অবাধ অর্থনীতি ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা। দলের সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা খাতুন। দলের সভাপতি ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিলেন। পরে জাতীয় দলে যোগ দেন। সবশেষে জাতীয় দল পরিত্যাগ করে অত্র দল করেন। এ দল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিক দল।

জনশক্তি পার্টি ঃ ১৯৮৪ সনের ২৬ মার্চ আইনবিদ আব্দুল্লাহ আল নাসেরের নেতৃত্বে এ দল গঠিত হয়। ইনি দলের সভাপতি। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অবাধ অর্থনীতি ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা। দলের সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা খাতুন। দলের সভাপতি ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিলেন। পরে জাতীয় দলে যোগ দেন। সবশেষে জাতীয় দল পরিত্যাগ করে অত্র দল গঠন করেন। এ দল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিক দল।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন ঃ ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের জন্ম। ১৯৮৪ সনের ২৮ নভেম্বর এ দলেরই নাম রাখা হয় ইসলামী ঐক্য আন্দোলন। কোরআন, হাদিস ও ইসলামী আদর্শই তাঁদের মূল আদর্শ। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তাঁরা আগ্রহী। এ দলের চেয়ারম্যান মওলানা আব্দুর রহিম ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার কোরবান আলী। মওলানা রহিম পূর্বে জামায়াতে ইসলাম দলের নেতা ছিলেন। এ দল ইরান স্টাইলে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষপাতী।

ইসলামী সংহতি পরিষদ ঃ ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত এ দল গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও মওলানা মোহাম্মদ শিবলী ফোরকানী। দল ইসলামী সমাজব্যবস্থা গঠনের পক্ষপাতী। এ দল ইসলাম পন্থী দলগুলোর ঐক্যের পক্ষপাতী, যে ঐক্যের ভিত্তি হবে ইসলামী ভাবাদর্শ।

বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (মালেক) ঃ আইনবিদ এম এ মালেক ১৯৭৯ সনের ২৪ এপ্রিল এ দল গঠনে নেতৃত্ব দেন। আইনবিদ আজিজুল্লাহ এ দলের সাধারণ সম্পাদক। এ দল ইসলামী রিপাবলিক গঠনের পক্ষপাতী যা চলবে কোরআন ও হাদিস মোতাবেক। তারা গণতান্ত্রিক ধাচের রাষ্ট্রে ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এ দল রুশ ভারত বিরোধী। এ দলের সভাপতি এম এ মালেক পূর্বে বাংলাদেশে ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্রশক্তির সদস্য ছিলেন। সে সব দল পরিত্যাগ করে তিনি ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টিতে আসেন।

বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ) ঃ ইসলামী আদর্শে এ দলের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে শেখ আশরাফ হোসেন ও মসিউল ইসলাম। এ দল ইহুদিবাদ, আধিপত্যবাদ, সামন্তবাদ ও সাম্যবাদ বিরোধী। দলের মতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলেমিন ঃ আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল বাশার এ দলের নেতা যিনি একজন ধর্মীয় পীর হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তি। এ দল ধর্ম কর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেখার পক্ষপাতি নয়। দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ হচ্ছে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। দেশে অতি শীঘ্রই ইসলামী শাসন কায়েম সম্ভব বলে এ দল মনে করে।

বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব পরিষদ ঃ কোরআন ও হাদিসভিত্তিক ইসলামী আদর্শের উপর নির্ভরশীল এ পার্টি একটি ধর্মবাদী রাজনৈতিক দল। অর্থনীতিতে তারা সুদপ্রথা রহিত করার পক্ষপাতী। কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান, ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা-এ দলের কর্মসূচীতে রয়েছে। দলের চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সৈয়দ জালালাবাদী। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ আহমদ।

ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ ঃ মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ১৯৮৬ সনের ১৯ মার্চ এ দলের জন্ম। ইসলাম এ দলের আদর্শ। এ দল মুসলিম জাতীয়তাবাদ, অবাধ অর্থনীতি, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের কথা বলে।

বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ ঃ এ দলের নেতৃবৃন্দ দলকে 'প্রগতিশীল' রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচয় দেয়। দলের সভাপতি কাজী আবুল বাশার। এ দল মনে করে ভূমির সিলিং নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত, বেকার ভাতা দেয়া উচিত।

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন ঃ দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন; যথাক্রমে মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন ও শহীদুল্লাহ সাহিত্য রত্ন। দলীয় নীতি হচ্ছেঃ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, 'দারুল ইসলাম' -অর্থাৎ খাদ্য, কাপড়, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে রাষ্ট্র থেকে, আল্লাহর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব, কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা, সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশ যুব মুসলিম সোসাইটি ঃ দলের চেয়ারম্যান মেজবাহুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ দল গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দল মনে করে, সমাজের অশুভ দিকগুলিকে দূর করতে হলে যুব মুসলিমদের সচেতন হওয়া ও জেহাদ ঘোষণা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটার মজলিশ ঃ মূলত নির্বাচনী দল। দলের প্রেসিডেন্ট কে এম কামাল। সাধারণ সম্পাদক আইনবিদ দলিল উদ্দীন। দলের প্রেসিডেন্ট ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। এ দল ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি গণতন্ত্রবাদী দল। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ কৃষিকে জাতীয়করণ, অবাধ অর্থনীতি, শিক্ষার সার্বজনীনতা, ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা। নির্বাচনী হাওয়া এলে এ দলের সীমিত নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায়।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ঃ ১৯৭৯ সনে এ দলের জন্ম। এ দল ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরোধী, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সমর্থক। এ দল কৃষি ও শিল্প উভয় খাতের গুরুত্ব দেয়, তবে সর্বাধিক জোর দেয় শিল্প খাতের উপর। এ দল নারীর সমঅধিকারের কথা বলে। দলের সভাপতি একে এম শামসুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন।

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন) ঃ ১৯৭৯ সনের ৬ নভেম্বর মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে এ দলের জন্ম। এ দল 'উমর-ই-সাম্যবাদ' এর প্রচার করে। দল রুশ-ভারত বিরোধী। এ দলের মতে বাংলাদেশ হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জোট নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী পদ্ধতি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, শোষণ বিরোধী, গরিবের মুক্তি। এ দল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে সামিল হয়েছিল।

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোস্তফা) ঃ মওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে পরিচালিত লেবার পার্টির মধ্য থেকে গোলাম মোস্তফা খানের নেতৃত্বে ১৯৮০ সনে এ দলের সূত্রপাত। মোস্তফা খান এ দলের সভাপতি। এ দল লক্ষ্য হচ্ছে খলিফা উমরের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ দল রুশ-ভারত বিরোধী, গণতন্ত্রবাদী।

বাংলাদেশ মেহনতী দলঃ ১৯৮৪ সনের ২৫ অক্টোবর গঠিত এ দলের আহবায়ক হচ্ছেন মোহাম্মদ এস্কান্দার আলী। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে এ দল অন্যায়, নির্যাতন, দারিদ্র, যুদ্ধ ও অপচয়ের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। এ দলের কর্মনীতিতে রয়েছে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা করা, পরিবার প্রতিপালন অনুযায়ী বেতন, গরিব ও নির্যাতিত লোকদের জন্য ভর্তুকি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার পার্টি ঃ দলের প্রেসিডেন্ট ডাঃ শাহাবুদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশ লেবার পার্টির ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে এ দলের সূত্রপাত। দলীয় নীতি 'উমর-ই-সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন, সমাজে সকল শ্রেণীর সহঅবস্থানের পক্ষে, রুশ-ভারত বিরোধী, নেতৃত্বে র কোন্দলই দল ভাঙ্গার কারণ বলে মনে হয়।

বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ঃ ১৯৫২ সালে এ দলের জন্ম। বর্তমানে এ দলের নেতৃত্ব করছেন আব্দুর রহমান আজাদ। ১৯৭১ সনে এ দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সনে এ দল পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮৬ সনে দলের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসানের মৃত্যু হলে জনাব আজাদ ঐ দলের সভাপতি হন। এরপর দলে বার-বার ভাঙ্গন ঘটে। অপর তিন গ্রুপের নেতারা হচ্ছেন মওলানা আশরাফ আলী, সাইয়িদ শাহ ও আব্দুল জব্বার বদরপুরী। দলীয় নীতি হচ্ছে ঃ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা, শোষণ বিরোধিতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, বহুদলীয় গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা।

বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাঈদ) ঃ এ দলের নেতা ও প্রেসিডেন্ট খাজা সাঈদ শাহ। দলের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আলহাজ মোহাম্মদ আকিল। এ দল দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী। দল পার্লামেন্টারী গনতন্ত্রের উপর আস্থাশীল। দল সামন্তবাদী ঐতিহ্যর অনুসারী ও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসী।

বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী) ঃ দলের প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল জব্বার বদরপুরী। দল ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলে। এ দলের মতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ) ঃ এ দলের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আশরাফ। আব্দুর রকিব দলের সাধারণ সম্পাদক। দলীয় নীতি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরোধিতা, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ প্রভৃতি। মোটামুটি নেজাম-ই-ইসলাম নামধারী চারটি দলই মূলত সামন্তবাদী দল।

বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি ঃ এ দলের প্রেসিডেন্ট মেজর (অব) আফসার উদ্দিন, কবি শহীদুল্লা সাধারণ সম্পাদক। এ দলের মুল নীতি ও আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। দল ন্যায় বিচার ভিত্তিক শোষণ মুক্ত সমাজের পক্ষে এবং আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি ঃ এ দলের প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট যাঁরা সামরিক ক্যু ঘটান, তাঁদের একজন হচ্ছেন শাহরিয়ার। রুশ-ভারত বিরোধী এ দল কাজ, স্বাধীনতা, একতা, অধিকার ও সংগ্রাম কথা বলে। তাঁরা মুসলিম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠনে আগ্রহী।

কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান) ঃ কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শেরে বাংলা ফজলুল হক। এ এস এম সোলায়মানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সনে এ দলকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৭১ সনে যুদ্ধের সময় সোলায়মান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোতালেব মালিকের মন্ত্রিসভায় কিছুকাল মন্ত্রিত্ব করেন। ১৯৭২ -এ তিনি কলাবরেটর হিসেবে চিহ্নিত হন। দলের পাঁচটি মূলনীতি হচেছ ঃ ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন, শোষণমুক্ত ও জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, বাংলাদেশের অখন্ডত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। এ দল রবের নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দল।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ওলামা সমিতি ঃ এ দলের আহবায়ক মওলানা জামাল উদ্দীন সিরাজী। ১৯৮৫ সনে এ দলের জন্ম বলে জানা যায়। এ সংগঠনের এক বক্তব্যে জানা যায়, 'সাম্রাজ্যবাদের ডলারে মোটাতাজা হয়ে কতিপয় ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল পবিত্র ইসলামের নামে ব্যবসা করছে। তারা শোষকদের স্বার্থরক্ষাকারী।' তাঁদের মতে 'ইসলাম শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের ধর্ম, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ধর্ম।'

ইসলামী খেলাফত পার্টি (মোখলেস) ঃ এ দলের সাধারণ সম্পাদক মৌঃ মোঃ মোখলেসুর রহমান।

ইসলামী খেলাফত পার্টি (মাহবুব) ঃ এ দলের চেয়ারম্যান মওলানা মাহবুবুল আলম। এ দল ব্যাপক ইসলামী মোর্চার পক্ষে।

ফ্রীডম পার্টি ঃ ১৯৮৭ সনের ৩ আগস্ট এ দলের জন্ম ঘোষিত হয়। চেয়ারম্যান কর্ণেল ফারুক, কো-চেয়ারম্যান কর্ণেল রশিদ। এ দলের কয়েকজন নেতা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেন। এ দলের মতে, আল্লাহর প্রদত্ত আদর্শ ও নির্দেশই তাদের আদর্শ। এ দল ইসলামী ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে যাবে বলে ঘোষণা করেছে। এ দল রুশ-ভারত বিরোধী, আওয়ামীলীগ বিরোধী। তারা আওয়ামীলীগকে দেশের শত্রু হিসেবে মনে করে। এ দলের নেতারা সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে।

ইসলামী ঐক্যজোট ঃ মাওলানা শায়খুল হাদিস দলীয় চেয়ারম্যান।

জাকের পার্টিঃ আলহাজ্ব মোস্তফা আমির ফয়সল মোজ্জাদ্দেদী চেয়ারম্যান। হযরত শাহ্সুফী ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেব ১৯৮৯ সনের ১৪ই অক্টোবর জাকের পার্টি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। জাকের পার্টি কর্মসূচী ও নীতিমালা হলো ঃ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধ সমুন্নত ও সুরক্ষিত করা, ইসলামের তাসাউফ শিক্ষার প্রভাবে আত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করা, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এ লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সে গুলো হলো ঃ ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

সূফী আদর্শ , তথা শরিয়ত, তরীকত, হকিকত ও মারেফত প্রচার করা এবং আর্ত মানবতার সেবা করা । বর্তমানে যুব ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট, আইনজীবী ফ্রন্ট, মহিলা ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্রী ফ্রন্ট, কৃষক ফ্রন্ট, বাস্তুহারা ফ্রন্ট, স্বেচ্ছা সেবী ফ্রন্ট, ওলামা ফ্রন্ট, ব্যবসায়ী ফ্রন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন সেক্টরের ২৯টি অঙ্গ সংগঠন নিয়ে জাকের পার্টির কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

অন্যান্য ধর্মবাদী দল

এ পর্যায়ে বর্ণিত দলগুলো বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের নাম বিবৃতি আলোচনাকালে পাওয়া গেছে।

নয়া ইসলামী পার্টি ঃ দশ দলীয় জোটের সমর্থক এ দল সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভবপর হয়নি।

ইসলামী সাম্যবাদী দল ঃ মীরপুর এক নং সেকশনে এ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ঃ জনৈক মাহবুব আলম এ দলের নেতা। এ দল ইহুদীবাদের বিরোধী ও পিএলও-কে সমর্থন করে।

জামায়াত-ই-রাব্বিনিয়া-ই আম্মা পার্টি ঃ অধ্যাপক লোকমান হোসেন, সৈয়দ নূর মোহাম্মদ কামাল, চিশতি আমীর হোসেন মল্লিক এ দলের নেতৃবৃন্দ। ইসলাম এ দলের ঘোষিত মূল আদর্শ।

ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি ঃ মাজেদুর রহমান খান এ দলের সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন ইলিয়াস হোসেন মোস্তাজী। ঢাকায় এ দলের কেন্দ্রীয় অফিস আছে।

জামায়া-ই তালিমুদ্দিন ঃ এ দলের সভাপতির নাম মওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা আমির।

ইসলামী বাস্তহারা পার্টি ঃ আফতাব উদ্দীন মাস্টার এ দলের সভাপতি।

ইসলামী খেলাফত পার্টি ঃ দলের চেয়ারম্যান মওলানা মাহবুবুল আলম।

ইসলামী কৃষক পার্টি ঃ এ দলের আহবায়ক হচ্ছেন আব্দুল ওহাব।

বাংলাদেশ জিকিরুল্লাহ পার্টি ঃ দলের সভাপতি আমির হোসেন খান।

ন্যাশনাল ইসলামী পার্টি ঃ এ দলের সভাপতি হচ্ছেন হাফিজুদ্দীন চৌধুরী

ইসলামী মুজাহিদ পার্টি ঃ এ দলের আহবায়ক হচ্ছেন ডাঃ কামাল আহমেদ।

ন্যাশনাল ইসলামীপার্টি ঃ এ পার্টির আহবায়ক মওলানা মাযহারুল ইসলাম।

জাতীয় ইসলামী দল ঃ এ দলের আহবায়ক হচ্ছেন মওলানা আলী হোসেন।

ইসলিম রিপাবলিকান পার্টি ঃ এ পার্টির আহবায়ক এ টি এম শহীদুল হক।

ইসলিমী গণ আন্দোলন ঃ এ দলের চেয়ারম্যান ডাঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

তাজদিদ-এ ইসলাম ঃ মওলানা হাফিজুল্লাহ এ দলের সভাপতি।

ইসলামী মুক্তি আন্দোলন ঃ ডাঃ মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এ দলের সভাপতি

বাংলাদেশ ওলামা সমিতি ঃ দলের সভাপতি মওলানা আব্দুল কাদের শরিয়তপুরী।

মজিলিশে তাহাফুজে খতমে নবুয়ত ঃ মওলানা আব্দুল জব্বার এ দলের সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

খাদেমুল ইসলাম জামায়াত ঃ এ দলের সভাপতি হচ্ছেন মওলানা হোসেন আহমেদ।

ইসলামী গণতন্ত্রী দল ঃ এ দলের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ সাঈদ।

বাংলাদেশ ওলামা পার্টি ঃ সভাপতি মওলানা ইব্রাহিম খলিল আজাদী।

ইসলামী সেবক দল ঃ এ দল মওলানা জালালাবাদীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী যুক্তফ্রন্টের শরিক দল।

হুকুমতে রব্বানী পার্টি (হাবিবুল্লাহ) ঃ সভাপতি কাজী হাফেজ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।

হুকুমতে রব্বানী পার্টি (সিদ্দিকুল্লাহ) ঃ কে এম সিদ্দিকুল্লাহ এ দলের সভাপতি।

ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি ঃ দলের সভানেত্রী মোহ্তারেম আলেয়া বেগম।

খাকসার পার্টি ঃ দলের সভাপতি আব্দুল হাফিজ।

জাতীয় সেবক দল ঃ মওলানা এনায়েতুল্লাহ টুকেরবাজারী এ দলের সভাপতি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি ঃ সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন

বাংলাদেশ তানজিমুল ওলামা পার্টি ঃ সভাপতি ক্বারী রুহুল আমিন।[৫]

ইসলামপন্থী জোট সমূহ

বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি ইসলামপন্থী জোটের অস্তিস্ব বিদ্যমান। পনেরো দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট প্রভৃতি।প্রধান-প্রধান জোটগুলো গঠিত হয়ার পর গঠিত হয়েছে ইসলামপন্থী জোটগুলো। এ জোটগুলো হচ্ছে-সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামী ফ্রন্ট, ইসামী যুক্তফ্রন্ট (জালালাবাদী) ও ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (সোলায়মান)।

ইসলামপন্থী জোটগুলির তেমন সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় না। তাদের তেমন কোন কর্মসূচীও পাওয়া যায়নি বা গুরুত্ব প্রচার করা হয় না। সে জন্য কোন কোন রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, চাপ সৃষ্টির দ্বারা সুবিধা আদায় করা বা কোন মহলের স্বার্থে বা ইংগিত এ দলগুলির গঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জোটসমূহের রাজনীতি ঃ

এ জোটগুলির রাজনৈতিক আদর্শ একই, তা হচ্ছে ইসলামিক বিধান, কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক কর্মকান্ড। এ দল জোটগুলির নেতারা প্রায়শই বক্তৃতা ও বিবৃতিতে ইসলামের কথা বলেন। ইসলামী জীবন বিধানের কথা বলেন। যদিও এ জোটগুলিকে তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামতে দেখা যায়নি তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন।

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ঃ সর্বমোট ১১টি দল ও সংগঠনের সমবায়ে এ জোট গঠিত হয়। এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে ঃ ১. ইসলামী যুব শিবির (কাদের), ২. মসলিশে দাওয়াতুল হক (আবদুল হাই), ৩. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (হাফেজী হুজুর), ৪. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ, ৫. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (মেজর জলিল), ৬. খেলাফতে রব্বানী পার্টি (আবুল কাসেম), ৭. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ও জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম (মালেক হালিম), ৮. ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি (হাবিবুল্লাহ), ৯. মজলিশে তাহাফুজ খতমে নবুয়ত (জব্বার), ১০. খাদেমুল ইসলাম জামায়াত (হোসেন আহমেদ), ১১. ইসলামী যুব আন্দোলন (হেমায়েত উদ্দিন)। উপরে বর্ণিত দলগুলোর সবই রাজনৈতিক দল নয়, এর মধ্যে কতগুলো গণ সংগঠনও রয়েছে, যেমন, ইসলামী যুব শিবির, ইসলামী যুব আন্দোলন ইত্যাদি।

ইসলামী ফ্রন্ট ঃ ২০টি দল ও সংগঠনের সমবায়ে এ ইসলামী জোট গঠিত হয়েছে। এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে ঃ ১. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (ওয়াহিদুল হক), ২. ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ দল (রে.াকন), ৩. মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ (কাবিল আহমেদ), ৪. ন্যাশনাল ইসলামী পার্টি (মায়হারুন), ৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (সিকদার), ৬. জামায়াতে তালিমুদ্দীন (মোস্তফা আমির), ৭. জাতীয় ওলামা পার্টি (আহমেদুল হক), ৮. জাতীয় ইসলামী দল (আলী হোসেন), ৯. মুসলিম রিপাবলিক পার্টি (শহিদুল হক), ১০. ইসলামী বাস্তহারা পার্টি (আফতাব উদ্দিন), ১১. ইসলামী কৃষক পার্টি (ওয়াহাব), ১২. ইসলামী খেলাফত পার্টি (আলম), ১৩. ন্যাশনালিস্ট ইসলামী পার্টি (হাফিজউদ্দিন), ১৪. ইসলামী গণ আন্দোলন (নজরুল ইসলাম), ১৫. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হাওলাদার), ১৬. বাংলাদেশ জিকিরুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

পার্টি (আমীর হোসেন), ১৭. ইসলামী মুক্তি আন্দোলন (মোশাররফ), ১৮. ইসলামী মুজাহিদ পার্টি (কামাল), ১৯. তাজিদিদে ইসলাম (হাফিজুল্লাহ), ২০. পল্লী ভূমিহীন সমিতি (আজাদ সুলতান)।
এ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মফিজুর রহমান রোকন। ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ দলের ও সভাপতি।

ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (জালালাবাদী) ঃ মওলানা শেখ ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর নেতৃত্ব পরিচালিত এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে ঃ ১. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (মেজর আফসার উদ্দীন), ২. বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ (জালালাবাদী), ৩. মুসলিম জাতীয় দল (লতিফ), ৪. জাতীয় সেবক দল (এনায়েত উল্লাহ টুকেরবাজারী), ৫. আওয়ামী ওলামা পার্টি (যশোরী), ৬. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি প্রগশ (আলতাব), ৭. খাকসার পার্টি (সামাদ), ৮. ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি (হাফিজ), ৯. জাতীয় ওলামা দল (রুহুল আমিন), ১০. ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি (আলেয়া বেগম), ১১. ইসলামী সেবক দল (নেতৃত্বের নাম জানা যায় না), ১২. ইসলামী গণতন্ত্রী দল (সাঈদ), ১৩. হকুমতে রব্বানী পার্টি (সিদ্দিকুল্লাহ), ১৪. ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি (আক্কাস), ১৫. বাংলাদেশ ওলামা পাটি (আজাদী), ১৬. কৃষক সমিতি (ভাসানী) (নূরুদ্দীন খান)।

ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (সোলায়মান) ঃ মালেক মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রি এএসএম সোলায়মানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ ফ্রন্টের দল ও সংগঠনের সংখ্যা ১৭টি । এ ফ্রন্টের শরিক দলগুলো হলো ঃ
১. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান), ২. বাংলাদেশ গণমুসলিম লীগ (বশার), ৩. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (আকিল), ৪. বাংলাদেশ ওলামী পার্টি (শাহাবুদ্দিন), ৬. বাংলাদেশ ওলামা সমিতি (শরিয়তপুরী), ৭. হকুমতে রব্বানী পার্টি (হাবিবুল্লাহ), ৮. বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলিম পার্টি (আবুল বশার), ৯. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (শফিকুর রহমান), ১০. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (হারুনর রশীদ), ১১. ইসলামী সংহতি পরিষদ (সাদেক), ১২. রিপাবলিকান পার্টি (শরাফত), ১৩. বাংলাদেশ তানজিমল ওলামা পার্টি (রুহুল আমিন), ১৪. ওলা.মা ফন্ট (হাবিবলাহ), ১৫. বাংলাদেশ জাতীয় দল (সিদ্দিক), ১৬. বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি (মজিবল হক), ১৭. কৃষক সমিতি (ভাসানী)।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় রাজনৈতি দলের সংখ্যা দু'শতাধিক তবে এদেশে ডানপন্থী দলের সংখ্যাই বেশী এবং এদের মধ্যে খেয়েখেয়িও বেশী। এর-পরই ধর্মবাদীদের দল কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি দলের ইশতেহার-কর্মসূচী পাওয়া যায়, তাও সংগ্রহ করা কঠিন, মওজুদ পাওয়া কঠিন। গোটা বিশেক দলের ইশতেহার-কর্মসূচী আছে। বাকি দলগুলো ইশতেহার-কর্মসূচী নেই বললেই চলে। কারণ অনেক দলের ইশতেহারই প্রচারিত হয়নি কখনো, অনেক দলের অফিস নেই, অনেক দলের নামফলক পর্যন্ত নেই। অনেক দল প্যাড সর্বস্ব। সুতরাং এদেশের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে তথ্য সংগ্রহ অভিযানে নামতে হবে এবং তা কয়েকটি দলেরই মাত্র পাওয়া যাবে। এর কারণ, বেশিরভাগ দলই বিশেষ সময়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনে গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি দল বাদে আর বাকি সর্ব দলগুলোর কোন তাত্ত্বিক ভিত্তিও নেই। এদেশের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গোটা দশ বারো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলে।

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নীতি-আদর্শ-নেই, সকলেই মস্তান পুষছে, চাঁদাবাজ দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয়-আশ্রয় দিচ্ছে। কয়েকটি দল বাদ দিলে বাকি কোন দলেরই 'বাস্তব' কর্মসূচী নেই, ইশতেহারের জোর নেই, তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। মুখের জোরে কিংবা গায়ের জোরেই দল চলছে।

বাংলাদেশে জনগণের সামনের সারিতে যে সব রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা হচ্ছে ঃ আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত-ই-ইসলামী -দলটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা নিয়ে আলেম অর্থাৎ ধর্মীয় পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলেমদের একাংশ ইসলাম সম্পর্কে জামায়াতের ব্যাখ্যা মানেন না। শুধু তাই নয় তাদেরকে 'ইসলাম বিরোধী' বলেও মন্তব্য করেছেন। ইসলাম কায়েকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা দিলেও দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলাম ছাড়া আরও ৭৭টি ইসলামী দল রয়েছে এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

মতবিরোধ রয়েছে এবং পারস্পরিক হানাহানি ও দুঃখ জনক। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দল গুলোর মধ্যে যেমন বিভেদ রয়েছে, তেমনি বিভেদ রয়েছে ধর্মীয় মতাদর্শ ভিত্তিক দলগুলোর মধ্যেও, এদের একাংশ আরেক অংশকে অনৈসলামিক, ইসলাম বিরোধী এবং কখনো কখনো একে অপরকে কাফের বলে ফতোদেয় এবং গালিগালাজ করে থাকে।[৭]

একদিকে এ সকল ধর্মীয় দলগুলো ইসলামী চেতনা ও আদর্শের জাগরনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে অন্যদিকে তারা কায়েমী স্বার্থবাদী দল এবং বিভিন্ন সময়ে শাসক শ্রেণীর হাতের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এ সকল দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংগঠন হলো জামাত-ই-ইসলামী।[৮] বর্তমানে এ দলটি ধর্মীয় দলগুলোর নেতৃত্ব দেয়ার কৌশল খুঁজছে এবং ধর্মীয় দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। ১৯৪১ সনের ২৬ শে আগস্ট এ দলটির জন্ম বৃটিশভারতে। তখন এ দলটির নাম ছিল 'জামাতে ইসলামী হিন্দ'। এ দলটিই এ দেশের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর মাতৃসংগঠন। এ দলের তাত্ত্বিক ভিত্তি দাতা ও প্রধান সংগঠক ছিলেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। ১৯৭১ সালে এ দলটি মুক্তি যুদ্ধের বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করে। পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী দলের অধিকাংশ নেতা ও কর্ম বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, পাকিস্তানী সেনাবাহিণীর পক্ষনিয়ে কাজ করে। যার ফলে স্বাধীনতার পর এ দলটি রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ এ শেখ মুজিবর রহমান নিহত হলে ১৯৭৬ সনে জেনারেল জিয়া রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। এরপর ১৯৭৭ সনে সামরিক অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সনের শাসনতন্ত্রে "ধর্মভিত্তিক দল গঠন নিষিদ্ধ করণ সম্বলিত ৩৮ নং ধারাটি বাতিল ঘোষণা করেন। এরভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর পুনরায় রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার ফলে ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলি তাদের রাজনৈতিক দলসমূহকে সত্তর পূন রুজীবিত করে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, জামায়াত, নেজাম ও পি.ভি.বি এর সমন্বয়ে আই.ডি. এল গঠন। ১৯৭৯ সনে জামায়াতে-ই-ইসলামী আই.ডি.এল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ গঠন করে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামীলীগের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার মাধ্যমে, তাদেরকে দেশ গড়ার কাজে

Dhaka University Institutional Repository

আহবান জানানোর মাধ্যমে, খোন্দকার মোশতাক কর্তৃক দালাল আইন রদ করার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান কর্তৃক তাদেরকে প্রকাশ্যে রাজনীতির অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে এবং এরশাদ কর্তৃক ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে জামাতে ইসলাম রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করে।[৯]

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এমনকি পরবর্তীকালেও পাঞ্জাবী-পায়জামা টুপি পরা লোক দেখলে সাধারণত মনে হতো এরা রাজাকার আলবদর। এই ধারণা এখনো রয়েছে। দেশে প্রচলিত এই ধারণা বস্তুনিষ্ট নয়। কারণ সকল পাঞ্জাবী-পায়জামা টুপিধারী, অন্যভাবে বলা যা, সব আলেম-ওলামা রাজাকার-আলবদর কিংবা পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগী ছিলনা। বস্তুতঃ জামাত, নেজামে ইসলাম ও অধিকাংশ মুসলিমলীগ পন্থীরা হানাদার বাহিণীর সহযোগিতা করেছে। আর দেশের সব আলেম তখন জামাত-ও নেজামে ইসলামপন্থী ছিলনা এবং এখনো নেই। আলেমদের একটি অংশ সে দিন জামাত-নেজামী রাজনীতি করতো এবং এখনো করে।[১০]

সত্যি কথা বলতে কি, একশ্রেণীর লোকের 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার দাবি দেশে হানাহানি ও রক্তপাতের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, সিলেটে দোয়াল্লীন ' উচচারণকে কেন্দ্র করে দু'দলের সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে দু'ব্যক্তি নিহত হয়, এটি অনেক আগের ঘটনা। এতো দুরে যাওয়ার দরকার নেই। এ সেদিনের কথা, গত রোজার শেষদিকে রোজার ফেৎরা সম্পর্কিত একটি সংবাদ অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। একটি প্রতিষ্ঠানে একটি প্রতিষ্ঠানে ঘোষণা করেছেন এবারে ফেৎরা জনপ্রতি ১৫ টাকা দিতে হবে, এর একটি প্রতিষ্ঠানের মতে দিতে হবে ২০ টাকা এবং কেউ বলছে ২২ টাকা। ফেৎরার ব্যাপারেই যদি এ রকম মতভেদ হয়। তাহলে ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কি রকম ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা ভাবতেও ভয় হয়।[১১] অন্যদিকে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় হাজার হাজার মুসলমানকে সার্বরা নিদারুনভাবে হত্যা করছে। হাজার হাজার মুসলিম নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। শত

Dhaka University Institutional Repository

শত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। জাতিসংঘ সহ সারাবিশ্ব সার্বদের পৈচাশিকতার নিন্দা মুখর হয়ে উঠেছে। আরো বিষ্ময়কর ব্যাপার হলো, বসনিয়া ও হারজেগোভিনার মুসলমানরা মার খাচেছ, কিন্তু তাদের অস্ত্রধারণ করতে দেয়া হচ্ছে না। এক শ্রেণীর বিশ্ব মোড়লের কারসাজিতে জাতিসংঘের মাধ্যমে বসনীয় মুসলমানদের প্রতি অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ সকল দলগুলো ফিলিস্তিনীও বসনীয় মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন ও শত শত মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে টু শব্দটি ও করছেন না।[১২]

তবে যে কথাটি এখানে বলা দরকার তা হচেছ, যারা সত্য অর্থে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ধর্মচর্চা করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের মতাদর্শের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনযাপনের অধিকার, কথাবলার অধিকার, দাবী-দাওয়া তুলে ধরার অধিকার তাঁদের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু ধর্মকে যারা কায়েমী স্বার্থে ব্যবহার করছেন তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজকের বাংলাদেশে ধর্মচর্চার প্রচেষ্টা ব্যাপকতা দেখা যাচেছ তার এ দিকটিকে উপেক্ষা করা গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে বাধ্য।[১৩]

আজকের বাংলাদেশে যা ঘটছে তা হলো, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন, ধর্ম ব্যবসায়ের বা সাম্প্রদায়িকতার পুনরুজ্জীবন এর, সারাদেশে এখন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে গভীর হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতি বিরাজ করছে ধর্মচর্চার মাধ্যমে এ হতাশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে এদেশের ৯০% মুসলিম জনগোষ্ঠী। পরিস্থিতির মধ্যে এ পরিবর্তন ঘটার ফলে বাংলাদেশে এখন জামাত-ইসলামী, মুসলিমলীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলো আছে সেগুলো ইসলামী শাসন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বললেও তার তুলনায় জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদির উপরই তাঁদেরকে জোর-দিতে হচেছ বেশী। কারণ, এ গুরুত্ব প্রদান না করলে, অন্তত বাহ্যত হলেও,

Dhaka University Institutional Repository

আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়, জামাতের সাংগঠনিক তৎপরতার কিছু বৃদ্ধি সম্প্রতি ঘটলেও তার সাম্প্রদায়িকতার চেহারা আগের মত নেই।[১৪]

বিগত সরকারগুলোর শাসনামল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে সুযোমত কাজে লাগিয়েছে। জনগনের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানোর জন্যে রাজনীতিতে ঘোলা পানি তৈরী করেছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মাঠের বক্তৃতায় কিংবা কাগজের বিবৃতিতে তারা যতই গণতন্ত্রের কথা, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিচর্চার কথা, বলুন না কেন বাস্তবে তাদের চেহারা যথার্থই কদর্য।[১৫] সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবৃক্ষের গোড়ায় এখন প্রত্যক্ষভাবে জল সিঞ্চন করে চলেছে রাষ্ট্র, আর তা বাস্তবায়িত করছে প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মরত আমলাতন্ত্র।[১৬] ক্ষমতা চক্রে যারাই আসুক না, ধর্মকে তু রুপের তাস হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা আগা গোড়াই অব্যাহত থেকেছে এবং তা করা হয়েছে ধর্মীয় দলগুলোকে পাশকাটিয়ে।[১৭] ধর্মকে নিয়ে এভাবে রাজনৈতিক ছিনিমিনি খেলা অতীতে পাকিস্তানী আমলে দেখা গেছে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শাসক শোষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই ধর্মকে রাজনৈতিক কাজে লাগাবার চক্রান্ত তাদের মধ্যে বেশি করে দেখা গেছে। এ ভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শোষক শাসক শ্রেণীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তে তাদের দূর্বলতারই পরিচয় বহণ করেছে।[১৮] আইয়ুব বা তাঁর আগে পরের কোন রাজনীতিবিদই ধর্মকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র থেকে বিযুক্ত করার কথা ভাবেন নি, কিন্তু সাথে সাথে ধর্মীয় শুদ্ধতা অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মগু রু বা ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি গুলোর সাথে অম্বিতহবার কথাও চিন্তা করেননি। কারণ, ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং তার সাথে সাথে অর্থনৈতিক ফায়দা বন্টনে তাঁরা বিন্দু মাত্র আগ্রহী ছিলেন না। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের শাসনামলেও একই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।[১৯] বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী প্রকৃত পক্ষে একই ধারার প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন এদের রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচীতে ইসলামীকরনের নামে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হয়েছে।[২০] সেখানে যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে তা এদেশের ধর্মপ্রান

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ইসলাম নয়, ধর্মের সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে তার কোন যোগই নেই। এ ইসলাম হচ্ছে রাজনীতির ইসলাম, যোগ যার ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে।[১১] বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামাত-ই-ইসলামীর রাজনীতিতে কিছুটা সফলতার সম্ভাবনা থাকলেও ১৯৭১ সনে দখলদার বাহিনীর সাথে জামাতের সহযোগিতার কলঙ্ক মুছে যাবার নয়। এ দেশ ও জাতির একাংশ জামাত-ই-ইসলামীর রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেও তাদের প্রতি সাধারণ মুসলিম জনতার সমর্থন রয়েছে। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে মূল স্রোতধারা না হতে পারলেও জামায়াতের ধারাটি শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। তবে জামায়াত-ই-ইসলামী সহ কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলই যদিও কখনো এদেশের ক্ষমতায় ছিলনা তবে এ ক্ষেত্রে বলা যায়, এদের মধ্যে জামাত-ই-ইসলামী বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় যেতে সহায়তা করেছে। দেখা যায় যে, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামীগকে পাশাপাশি চলতে হয়েছিল বিএনপি এবং জামাতকে নিয়ে এরশাদের পতন হয়েছে, ক্ষমতায় গেলেন খালেদা জিয়া, জামায়াতের সহায়তা নিয়েই। আবার খালেদা বিরোধী আন্দোলনে তাকে সহযোগী হিসেবে নিতে হয়েছিল এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং জামাতকেও। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করেছিল জামাত তখন ছিল আওয়ামীলীগের কৌশলগত মিত্র। বর্তমানেও বিএনপি ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগকে উৎখাতের লক্ষ্যে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, সহ অন্যান্য দলকে সাথে নিয়ে ঐক্যজোট গঠনের মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচেছ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যখনই সরকার বিরোধী আন্দোলন জোড়দার হয়েছে তখনই কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরো একটি ব্যাপার আবার বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, জনগণের উপর শোষন, নির্যাতনের প্রতিবাদে যখনই গন আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনই শাসকগোষ্ঠীও জনতার দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানোর জন্য তাঁদেরই প্রয়োজনানুসারে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। দেশের রাজনৈতিক এলিটরাই কায়েমীস্বার্থে ধর্ম/ধর্ম নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক/অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিতর্কিত ইস্যুকে জাগ্রত করে তোলে। কাজেই বলা যায়, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতার কোন্দলই ধর্ম, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে জটিল থেকে জটিলতর করে চলেছে। এ দেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, দেশটি ইসলামী হয়ে গেছে বা এখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে। এ হুকুমত কায়েম দেশে ও সরকারে ইসলামী মানুষ ছাড়া, একটি সুশিক্ষিত কর্মীবাহিণী ছাড়া কখনো সম্ভব নহে। এ অসম্ভবকে কেউ যদি গায়ের জোড়ে সম্ভব করতে চান তাতে বরং ইসলামের ক্ষতির হবার সম্ভাবনাই অধিক তাই ইসলামী প্রচার প্রসারের জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির, সকলেরই উচিৎ সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে করে মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে ইসলামকে নিজ জীবনের জন্য রাষ্ট্রের জন্য বিধান হিসেবে মেনে নিতে পারে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের জন্য শুধু জামাতে ইসলামী বা অন্য কোন ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। এর জন্য বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী, অর্থাৎ সরকারী দল সহ গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, ডানপন্থী, বামপন্থী সব দলগুলোই সমানভাবে দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. সুজিত সেন (সম্পাদিত), সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা ও উত্তরণ, কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ৭৩।

২. সালাহ্উদ্দিন আহমদ (উপদেষ্টা), সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ১৩০।

৩. আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, ঢাকাঃ পড়ুয়া, জুলাই ১৯৯৬, পৃঃ ৩০।

৪. ডঃ নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে, ঢাকাঃ শাশ্বত প্রকাশন,জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৩৭।

৫. আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

৬. ঐ, পৃঃ ৬২-৬৩।

৭. ঐ, পৃঃ ৭-১২।

৮. আলী রীয়াজ (সম্পাদনা), সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ঢাকাঃ অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫,পৃঃ ৪২।

৯. আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২-৭৫।

১০. মাওলানা আবদুল আউয়াল, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃঃ ৯৩।

১১. ঐ, পৃঃ ৪৬।

১২. ঐ, পৃঃ ৮৬।

১৩. হাসান উজ্জামান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ ঐক্যমত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান, ঢাকাঃ পল্লব পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ৪৬-৪৭।

বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, ঢাকাঃ চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৯,পৃঃ ৪৬-৪৭ ।

১৪. বদরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

১৫. কঙ্কর সিংহ, রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকাঃ অনন্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

১৭. বদরুদ্দীন উমর, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ঢাকাঃ চিরায়ত প্রকাশন,১৯৯২,পৃষ্ঠাঃ ১৫

১৮. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

১৯. ডঃ নীম চন্দ্র ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

২০. আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ ঃ জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি, ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৩৮।

২১. গোলাম হোসেন (সম্পাদনা) বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২, পৃঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ফলাফল সমূহ সারণীর আকারে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ ।

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের মূলকারণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর প্রভাব, প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলাফলের নির্ভরশীলতা ও নির্ভূলতা বৃদ্ধির জন্যই প্রশ্নপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে যে সকল প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে সেগুলোকে সারণী আকারে প্রকাশ করে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী ১.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০-৩০ বছরের মধ্যকার লোকদের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বাধিক। ৯৫ জন পুরুষের ৪৫ জন (৪৭.৩৭%) এবং ৩০জন মহিলার ২০জন (৬৬.৬৭%)মিলে সর্বমোট ৬৫জন অর্থাৎ ৫২.০০% ভাগ ছিল এ বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় সর্বাধিক পরিমান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৩০-৪০ বছর বয়সের অর্ন্তভুক্ত লোকদের কাছ থেকে, ৩০জন পুরুষ (পুরুষের ৩১.৫৮%) এবং ৪জন মহিলা (মহিলা ১৩.৩৩%) মিলে সর্বমোট ৩৪জন অর্থাৎ ২৭.২০% ভাগ ছিল এই বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত।

400453

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী আকারে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ ঃ

সারণী - ১.১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ ঃ						
বয়স	পুরুষ	%	মহিলা	%	পুরুষ ও মহিলা	%
-২০	৫	৫.২৬	২	৬.৬৭	৭	৫.৬০
২০-৩০	৪৫	৩১.৫৮	২০	৬৬.৬৭	৬৫	৫২.০০
৩০-৪০	৩০	১০.৫৩	৪	১৩.৩৩	৩৪	২৭.২০
৪০-৫০	১০	৫.২৬	৩	১০.০০	১৩	১০.৪০
৫০-তদুর্ধ্ব	৫		১	৩.৩৩	৬	৪.৮০
মোট	৯৫		৩০		১২৫	

সারণী ১.১ অনুসারে ৪০-৫০বছর বয়সের অর্ন্তভূক্তদের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। ১০জন পুরুষ (পুরুষদের ১০.৫৩%) এবং ৩জন মহিলা (মহিলা ও পুরুষের ১০.০০%) মিলে এই বয়সসীমার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ১৩জন, যা পুরুষের ১০.৪০%। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে অনুর্ধ্ব ২০ বছর বয়সের অর্ন্তভূক্ত এরা ছিল ৫জন পুরুষ (পুরুষের ৫.২৬%) ও ২জন মহিলা (মহিলাদের ৬.৬৭%) মিলে সর্বমোট ৭জন যার শতকরা হার হচ্ছে ৫.৬০% ভাগ। সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে ৫০ উর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিরা। পুরুষ ও মহিলা (৫+১) মিলে এদের সংখ্যা ৬ জন, যা মোট নমুনার ৪.৮০% ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২.১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ ঃ		
পেশা	নমুনার পরিমান	শতকরা হার
ছাত্র/ছাত্রী	৫০	৪০.০০%
শিক্ষক/শিক্ষিকা	২৫	২০.০০%
রাজনীতিবিদ	২৫	২০.০০
ব্যবসায়ী	১৫	১২.০০%
অন্যান্য পেশাজীবি	১০	৮.০০%
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মতামত প্রদানকারীর ৪০.০০% ভাগ (৫০জন) হচ্ছে ছাত্র/ছাত্রী। শিক্ষক/শিক্ষিকা ও রাজনীতিবিদ -এ দু পেশা থেকে নমুনা নেয়া হয়েছে প্রতিটি থেকে ২৫টি করে। এখানে উভয়ের শতকরা হার ২০%। ব্যবসায়ী নেয়া হয়েছে ১৫জন বা ১২.০০% ভাগ এবং অন্যান্য পেশাজীবী নেয়া হয়েছে ১০জন বা ৮.০০% ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৩.১

সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে কাদের চিহ্নিত করা হয়, সে সম্পর্কে উত্তর দাতাদের মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫	১২.০০
খ. জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিমলীগ	১০	৮.০০
গ. জামাত-শিবির	১১	৮.৮০
ঘ. সকল মৌলবাদী সংগঠন	১৬	১২.৮০
ঙ. মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংগঠিত জনগণ	৭৩	৫৮.৪০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচেছ যে, মোট নমুনার ৫৮.৪০% অর্থাৎ ৭৩ জন উত্তরদাতা মনে করেন মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংগঠিত জনগনই হচেছ সাম্প্রদায়িক শক্তি। এদিকে ১২.৮০% অর্থাৎ ১৬ জন উত্তরদাতা কেবল সকল মৌলবাদী সংগঠনকেই একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করছেন। ১২.০০% অর্থাৎ ১৫ জন উত্তরদাতা মনে করেন। কেবল জামায়াতে-ইসলামীই দেশের একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। সম্ভবতঃ জামায়াতে ইসলামের সাংগঠনিক ভিত্তিও শক্তি একটু অধিক বলেই উত্তরদাতারা তাদেরকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে মনে করেছেন। জামাতের সাথে শিবিরকে সংযুক্ত করেছেন ৮.৮০% অর্থাৎ ১১ জন উত্তরদাতা। এদিকে ৮.০০% অর্থাৎ ১ জন উত্তরদাতা জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিমলীগ উভয়কেই সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। সারণী থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সেটি হচেছ যে দেশের সিংহভাগ জনগনের কাছে মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংগঠিত জনগন সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে চিহ্নিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৪.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধাণ রাজনৈতিক কারণ কোনটি বা কি কি সে সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস ঃ

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা	১১	৮.৮০
খ. ইসলাম ধর্মের অনুকূলে সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ।	১	০.৮০
গ. সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর গৃহীত বিভিন্ন পলিসির সফলতা।	৩০	২৪.০০
ঘ. বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের কুটনীতির প্রভাব	৩	২.৪০
ঙ. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে বলে।	২২	১৭.৬০
চ. একাধিক উত্তর	৫৮	৪৬.৪০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচেছ যে, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তর দাতা অর্থাৎ ৫৮ জন একাধিক উত্তর দিয়েছেন এবং শতকরা হার হচেছ ৪৬.৪০। ১৭.৬০% ভাগ অর্থাৎ ২২ জন উত্তরদাতা মনে করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/সকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে বলেই ধেশে সাম্প্রদায়িকতা শক্তির প্রসার ঘটেছে। ২৪.০০% ভাগ অর্থাৎ ৩০জন উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতেতে বিশ্বাসী রানৈতিক দলগুলোর গৃহীত পলিসির সাফল্যকে এর প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আবার ৮.৮০% অর্থাৎ ১১ জন উত্তরদাতা কেবল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাকেই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান রাজনৈতিক কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের কুটনীতির প্রভাবই প্রধানত ঃ - এদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের মূল কারণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ২.৪০% ভাগ অথাং ৩জন উত্তরদাতা। আর ইসলাম ধর্মের অনুকূলে সরকারের বিভিন্ন সময়কার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছেন কেবল ৩.৮০% উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৪.২

একাধিক প্রধান কারন বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন কারনকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মতামতের বিন্যাস ঃ				
কারন নং	একাধিক প্রধানকারনের একটি বলে অভিহিত করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা ৫৮ জন)	এই কারনকে একক প্রধান কারণ হিসাবে অভিহিত করেছিলেন (সারণী- ৪.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	৩০	১১	৪১	৩২.৮০
খ.	১৩	১	১৪	১১.২০
গ.	২৯	৩০	৫৯	৪৭.২০
ঘ.	৫৫	৩	৫৮	৪৬.৪০
ঙ.	৫৬	২২	৭৮	৬২.৪০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী-৪.২ অনুসারে দেখা যাচেছ যে, একাধিক উত্তর প্রদানকারী ৫৮ জনের মধ্যে ৩০ জন একাধিক কারণের মধ্যে ক নং কারনকে ও একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একক প্রধান কারণ হিসেবে ক নং কারণকে চিহ্নিত কারী পূর্বোক্ত সারণীর (সারণী ৪.১) ১১ জন সহ এ উত্তরের স্বপক্ষে মতামত প্রদান কারীর মোট সংখ্যা হচেছ ৪১ জন এবং এটি হচেছ মোট উত্তরদাতার একইভাবে খনং কারণকেও একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ১৩ জন। খনং কারণকে একক প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ কারী ১ জন সহ এ উত্তরকে সমর্থন করেছেন মোট ১৪জন, যা মোট নমুনার ১১.২০%। এভাবে গনং কারণকে চিহ্নিত করেছেন ২৯ জন, আর একক কারণ হিসেবে চিহ্নিত কারী পূর্বোক্ত ৫৯ জন সহ এই মতামতের সমর্থনকারী হল ৭৮জন যার শতকরা হার ৪৭.২০%। ঘনং কারণকে একাধিক প্রধান কারণের একটি বলে চিহ্নিত করেছেন ৫৫জন। একক প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৩ জন সহ এর পক্ষে সমর্থন পড়েছে ৫৮ জনের যা সেই নমুনার ৪৬.৪০%। সবশেষে দেখা যাচেছ যে, একাধিক উত্তর প্রদানকারী ৫৮ জনের ৫৬ জন ঙ নং কারণকে প্রধান কারণের একটি বলে চিহ্নিত করেছে। এই কারণটিকে একক প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিতকারী ২২ জনের সাথে যোগ করলে এর সমষ্টি হয় ৭৮ জন। যা মোট নমুনার ৬২.৪০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৫.১

সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান অর্থনৈতিক কারণ কোনটি বা কি কি সে সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি	১২	৯.৬০
খ. মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের সাহায্য	১৫	১২.০০
গ. ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের শোষিত হওয়ার ঘটনা মুসলমানদের এখনও আবেগ প্রবণ করে তোলে বলে	২	১.৬০
ঘ. মুসলমানদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দুরা বা হিন্দুদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মুসলমানেরা এখনও প্রধান অন্তরায় বলে	০	০০
ঙ. কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদযোগায় বলে	৩৯	৩১.২০
চ. একাধিক উত্তর	৫৭	৪৫.৬০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচেছ যে, ৪৫.৬০% উত্তরদাতা একাধিক উত্তর দিয়েছেন। তবে যারা একক উত্তর প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে ৩১.২০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক নিজেদের অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদ যোগানোই এর প্রধান কারণ। ১২.০০% উত্তরদাতা মধ্য প্রাচ্যের পেট্রো ডলারের সাহায্যকে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছেন। ৯.৬০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান কারণ হচেছ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি। তবে কেবল ১.৬০% উত্তরদাতা ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের শোষিত হওয়ার ঘটনাকে মুসলমানদের এখনো আবেগ প্রবন করাকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৫.২

একাধিক প্রধান কারন বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন কারনগুলোকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মতামতের বিন্যাস ঃ				
কারণ নং	একাধিক প্রধানকারনের একটি বলে মনে করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা-৫৭জন)	এই কারনকে একক প্রধান কারন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন (সারণী-৫.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	৪৩	১২	৫৫	৪৪.০০
খ.	১৪	১৫	২৯	২৩.২০
গ.	১৫	২	১৭	১৩.৬০
ঘ.	১	০	১	০.৮০
ঙ.	৪২	৩৯	৮১	৬৪.৮০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ৫.২ অনুসারে দেখা যাচেছ যে, একাধিক উত্তর প্রদানকারী ৫৭ জনের মধ্যে ৪৩ জন কনং কারণকে একাধিক প্রধান কারণের একটি বলে অভিহিত করেছেন। একক প্রধান কারণ হিসেবে ক নং কারণকে চিহ্নিতকারী ১২ জন উত্তরদাতার (সারণী ৫.১) সাথে এটি যোগ করলে যোগফল দাঁড়ায় ৫৫ জন। যা মোট নমুনার ৪৪.০০%। একইভাবে খনং কারণ কেও একাধিক প্রধান কারণের একটি বলে অভিহিত করেছেন ১৪ জন। এই কারনটিকে একক প্রধান কারন হিসেবে ও অভিহিত করেছিলেন ১৫জন সুতরাং উভয় উত্তরদাতার সংখ্যা হচেছ ২৯জন যা মোট নমুনার ২৩.২০%। এদিকে গনং কারণকে একটি প্রধান কারণ হিসেবে অভিহিত করছেন ১৫ জন এবং ২জনের মতে এটি ছিল একক প্রধান কারণ। অতএব ১৭ জনের কাছে এটি হচেছ একটি প্রধান কারণ এবং এর শতকরা হার হচেছ ১৩.৬০। কেবল ১জন উত্তরদাতা খ নং কারণকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের একটি বলে অভিহিত করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েচে যে, এটিকে কেউ একক প্রদান কারণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাই এটি কেবল ০.৮০% উত্তরদাতার সমর্থন পেয়েছে। সর্বশেষে ঙ নং কারণ প্রসংগে আসা যাক। ৪২ জন এর কাছে একটি। আর ৩৯ জনের কাছে এটি একক প্রধান কারণ। সুতরাং ৮১ জনের কাছে এটি একটি প্রধান কারণ কারণ যার শতকরা হার হচেছ ৬৪.৮০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৬.১

সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান সামাজিক কারন কোনটি সে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ	২	১.৬০
খ. হিন্দু মুসলিম বিরোধের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা	৩	২.৪০
গ. মুলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স	২	১.৬০
ঘ. হিন্দুদের ভারত প্রীতি ও সুমলমানদের ভারত বিদ্বেষ	২	১.৬০
ঙ. হিন্দু মুসলিম উভয়ের মানষিক সংকীর্ণতা	৩	২.৪০
চ. রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা একচ্ছত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুক্ষিগত করার হীন প্রবণতা	১২	৯.৬০
ছ. এই দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার আচরণ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা	১	০.৮০
জ. ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি	১৫	১২.০০
ঝ. ধর্মের প্রতি জনগনের অন্ধ বিশ্বাস	৩১	২৪.৮০
ঞ. একাধিক উত্তর	৫৪	৪৩.২০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে ৪৩.২০% ভাগ উত্তরদাতা একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন তবে যারা একক প্রধান কারণ হিসেবে কোন একটি বিশেষ কারণকে চিহ্নিত করেছেন তাদের মধ্যে ২৪.৮০% ভাগই মনে করেন যে, ধর্মের প্রতি জনগনের অন্ধ বিশ্বাসই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের মুলকারণ। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি এককভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন ১২.০০% ভাগ উত্তরদাতা। আর ৯.৬০% ভাগ উত্তরদাতার মতে রাষ্ট্রীয় সুযোগ একচছত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুক্ষিগত করার হীন প্রবনতাই এর প্রধান কারণ। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, অপরাপর কারণগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি। এই কারণগুলো কোনটি একক কারণহিসাবে ২/৩ জনের বেশি উত্তরদাতার সমর্থন লাভ করতে পারেনি।এ সারণী থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় এবং সেটি হচ্ছে ধর্মান্ধতা এ দেশে ব্যাপক পরিমানে এখনও বিদ্যমান। ২৪.৮০% ভাগ উত্তরদাতা কর্তৃক একক প্রধান কারণ হিসাবে ধর্মের প্রতি জনগনের অন্ধ বিশ্বাস কে চিহ্নিত করার বিষয় থেকেই এটি সুস্পষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৬.২

একাধিক উত্তর বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন কারণকে বুঝিয়েছেন সে কারণগুলোর বিন্যাস ঃ				
কারণ নং	একাধিক প্রধাণ কারনের একটি বলে মনে করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা-৫৪ জন)	এই কারনকে একক প্রধাণ কারন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন (সারণী-৬.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	১	২	৩	২.৪০
খ.	২৮	৩	৩১	২৪.৮০
গ.	২৬	২	২৮	২২.৪০
ঘ.	২৮	২	৩০	২৪.০০
ঙ.	২৭	৩	৩০	২৪.০০
চ.	২৩	১২	৩৫	২৮.০০
ছ.	২	১	৩	২.৪০
জ.	৩	১৫	১৮	১৪.৪০
ঝ.	৫০	৩১	৮১	৬৪.৮০

বিশ্লেষণ ঃ সারনী ৬.২ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ৫৪জন একাধিক উত্তরদাতার ৫০জনই ঝ নং কারণটিকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সামাজিক কারণগুলোর একটি বলে অভিহিত করেছেন। সারণী ৬.২ এ দেখা গেছে যে, এ কারনটিকে এককভাবে প্রধাণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৩১জন। সুতরাং কারণটিকে প্রধাণ কারণ হিসেবে সমর্থনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১জন। এর শতকরা হার হচ্ছে মোট নমুনার (মোট নমুনা ১২৫টি) ৬৪.৮০% ভাগ। এদিকে খ,গ,ঘ,ঙ ও চ নং কারণগুলো প্রতি উত্তরদাতাদের সমর্থন প্রায় কাছাকাছি। এ কারণগুলোর প্রতিটিকে একাধিক প্রধান কারনের হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন (সারণী ৬.২ অনুসারে) যথাক্রমে ৩,২,২,৩ ও ১২ জন। সুতরাং এ কারনগুলোকে সার্বিকভাবে যারা প্রধাণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাদের পরিমান হচ্ছে যথাক্রমে ৩১,২৮,৩০,৩০ ও ৩৫জন এবং মোট নমুনার ক্ষেত্রে (মোট নমুনা ১২৫টি) এগুলোর শতকরা হার হচ্ছে যথাক্রমে ২৪.৮০,২২.৪০,২৪.০০,২৪.০০ ও ২৮.০০ ভাগ। একাধিক উত্তরদাতাদের মধ্যে কারণ নং 'ছ'কে প্রাধান্য দিয়েছেন ২ জন এবং ক ও জ কে প্রাধান্য দিয়েছেন ১ জন।

এ সারণীর মাধ্যমে ও যে বিষয়টি প্রমানিত হয় সেটি হচ্ছে ধর্মের প্রতি জনগনের অন্ধ বিশ্বাসই সাম্প্রদয়িকতার উত্থানের সর্বপ্রধান সামাজিক কারণ। কেননা সার্বিকভাবে ৮৪জন বা ৬৪.৮০% ভাগ উত্তরদাতাকে এ কারণটির প্রতি গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৭.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. তাদের ক্ষমতা অত্যাধিক	২৯	২৩.২০
খ. মোটামুটি শক্তিশালী	৭৩	৫৮.৪০
গ. শক্তি আছে, তবে সামান্য	২৩	১৮.৪০
ঘ. ক্ষমতা নেই	০	০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচেছ যে, মতামত প্রদান কারীদের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ ৫৮.৪০% মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো মোটামুটি শক্তিশালী। ২৩.২০% মনে করেন যে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ক্ষমতা অত্যাধিক। "শক্তি আছে, তবে সামান্য" - এই মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন ১৮.৪০% উত্তরদাতা। এদের "ক্ষমতা নেই"- সে মন্তব্যকে কেউ সমর্থন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৮.১

"রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" আইন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে প্রভাব রাখছে কিনা সে সম্পর্কে- সংগৃহীত মতামতের বিন্যাস,ঃ

মতামত	মতামত প্রদাণকারীর সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪২	৩৩.৬
না	৮৩	৬৬.৪
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণীতে দেখা যাচেছ যে, মতামত প্রদান কারীর সিংহভাগ মনে করেন যে, "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" আইন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে কোন প্রভাব রাখছেনা। কেননা এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ৬৬.৪০% বা ৮৩ জন উত্তরদাতা। কেবল ৩৩.৬০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ আইন সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে প্রভাব রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৯.১

"ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক কি -সে সম্পর্ক মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস ঃ

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. দু'টিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত	৬	৪.৮০
খ. জড়িত তবে সামান্য	২৬	২০.৮০
গ. দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন	৯৩	৭৪.৪
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচেছ যে, "ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে গিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক ভিন্ন জিনিষ বলে অভিহিত করছেন। এদের সংখ্যা হচেছ ৯৩ জন যা মোট নমুনার ৭৪.৪০%। এদের মধ্যে ২৬ জন অর্থাৎ ২০.৮০% উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরে জড়িত তবে সামান্য। আবার ৬ জন অর্থাৎ ৪.৮০% উত্তরদাতা দু'টিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে মতামত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১০.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব কোনটি বা কিকি সে সম্পর্কে সংগৃহীত মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারছে না	৩	
খ. রাজনৈতিক আধুনিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে	১৪	২.৪০
গ. উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না	১৫	১১.২০
ঘ. এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে	৭	১২.০০
ঙ. জাতীয় সংহতি আজ হুমকির সম্মুখীন	১	৫.৬০
চ. রাজনীতির ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধ স্বকীয়তা লাভ করতে পারছে না	২	০.৮০
ছ. সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায়।	২	১.৬০
জ. একাধিক উত্তর	৮১	১.৬০
মোট	১২৫	৬৪.৮০

বিশ্লেষণ ঃ এই সারণীতে দেখা যাচেছ যে, ৮১জন বা ৬৪.৮০% উত্তরদাতাই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। কেবল ৪৪জন উত্তরদাতাই বিশেষ কোন প্রভাবকে এককভাবে প্রধান প্রবাব হিসাবে চিহ্নিত করতে সচেস্ট হয়েছেন। এই ৪৪ জনের মধ্যে ১৫ অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ১২.০০% মতে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষে বড় প্রবাব হচেছ যে, এরফলে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছেনা। ১১.২০% মতে, এরফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। ২.৪০% এরমতে, এরফলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারছেনা। রাজনীতির ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধ স্বক্রীয়তা লাভ করতে পারছেনা বলে অভিহিত করেছেন ১.৬০% এবং সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ১.৬০% সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০.৮০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এরফলে জাতীয় সংহতি আজ হুমকির সম্মুখীন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১০.২

একাধিক প্রধান প্রভাব বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন প্রভাবকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মতামতের বিন্যাস ঃ				
মতামতের (প্রভাবের) নং	একাধিক প্রধান প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা - ৮১ জন)	এ প্রভাবকে একক প্রধান প্রভাব বলে অভিহিত করেছিলেন (সারণী-১০.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	০	৩	৩	২.৪০
খ.	২৪	১৪	৩৮	৩০.৪০
গ.	৪৪	১৫	৫৯	৪৭.২০
ঘ.	১৩	৭	২০	১৬.০০
ঙ.	৩৫	১	৩৬	২৮.৮০
চ.	১৫	২	১৭	১৩.৬০
ছ.	৬৩	২	৬৫	৫২.০০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ১০.২ অনুসারে দেখা যাচেছ যে, কনং প্রভাবকে এখানে কেউ সমর্থন করেননি। তাই এটির শতকরা হার অপরিবর্তিত রয়েছে ২.৪০%। একাধিক উত্তর প্রদানকারীর ৮১ জনের মধ্যে ২৪জন খনং প্রভাবকে সমর্থন করেছেন। একক প্রধান প্রভাব হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেছিলেন ১৪ জন। সুতরাং মোট ৩০.৪০% বা ৩৮জন এর কাছেই এটি একটি প্রধান রাজনৈতিক প্রভাব। একাধিক উত্তরদাতার ৪৪জন এবং একক উত্তরদাতার ১৫জন এ রাজনৈতিক প্রভাবটিকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, মোট ৫৯ জনই এটি সমর্থন করেন যা মোট নমুনার ৪৭.২০%। খ নং প্রভাবকে একাধিক প্রধান রাজনৈতিক প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন ১৩জন আর এ রাজনৈতিক প্রভাবটিকে একক প্রধান প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৭জন। সুতরাং ২০ জনের কাছেই এটি একটি প্রধান রাজনৈতিক প্রভাব এবং এর শতকরা হার হচেছ ১৬.০০%। একাধিক উত্তরদাতার ৩৫জন ঙ নং প্রভাবকে প্রধান প্রভাবগুলোর একটি বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রভাবটিকে একক প্রধান প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ১ জন। তাই সাঠিকভাবে ৩৬ জন বা ২৮.৮০% উত্তরদাতার কাছেই এটি একটি প্রধান প্রভাব বলে মনে হয়েছে। একাধিক উত্তরদাতার ১৫জন চনং প্রবাবকে একাধিক প্রধান প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন। সারণী(১০.১) অনুসারে এ প্রভাবটি ২ জনের কাছে ছিল একক প্রধান প্রভাব। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, সঠিকভাবে ১৭ জনের কাছে ৩নং প্রভাবটি একটি প্রধান প্রভাব এবং এটি হচেছ মোট নমুনার ১৩.৬০%। একাধিক উত্তরদাতা অধিকাংশই ছ নং প্রভাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ৮১ জনের মধ্যে ৬৩ জনই এটিকে সমর্থন করেছেন। এটিকে একক প্রধান রাজনৈতিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ২ জন। সুতরাং এটি মোট সমর্থন পায় ৬৫ জনের যা মোট নমুনার ৫২.০০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১১.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব কোনটি বা কিকি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসে দেশের বিপুল পরিমান সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় যা দেশের অগ্রগতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।	১৫	১২.০০
খ. এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যহত হয়।	৭	৫.৬০
গ. এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোষের কারণে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে	৩	২.৪০
ঘ. সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালোটাকার পাহাড় তৈরী করছে।	২৪	১৯.২০
ঙ. সংখ্যালঘু শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যাচ্ছে	৬	৪.৮০
চ. অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোন প্রভাব রাখে না	৩	২.৪০
ছ. একাধিক উত্তর	৬৭	৫৩.৬০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ এ সারণীতে দেখা যাচেছ যে, বেশীরভাগ উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িকতার ফলে সৃষ্ট প্রভাবগুলোর মধ্যে একাধিক প্রভাবকেই সর্বাধিক ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে সাম্প্রদায়িকতার দেশে এক সাথে একাধিক ক্ষতিকর প্রভাব তৈরীকরছে। এরকম উত্তরদাতাদের সংখ্যা হচেছ ৬৭জন এবং মোট নমুনার ক্ষেত্রে এদের শতকরা হার হচেছ ৫৩.৬০%। তবে ১৯.২০ উত্তরদাতা একটি বিশেষ প্রভাবের কথা বলেছেন। তাদের মতে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাহাড় তৈরী করছে। আর ১২.০০% মনে করেন যে, এদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসে দেশের বিপুল পরিমান সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় না দেশের অগ্রগতিতে বিরোপ প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ৫.৬০% উত্তরদাতা বলেন যে, এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যহত হয়। ২.৪০% উত্তরদাতা মনে করেন, এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোসের কারণে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজিপ্রতিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। যে সকল উত্তরদাতা চ এবং ঙ নং কারণের প্রতি প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের সংখ্যা ও পরিমান নিতান্তই অল্প।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১১.২

একাধিক প্রধান প্রভাব বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন প্রভাবকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মতামতের বিন্যাস ঃ				
মতামতের (প্রভাবের) নং	একাধিক প্রধান প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা - ৬৭ জন)	এ প্রভাবকে একক প্রধান প্রভাব বলে অভিহিত করেছিলেন (সারণী-১১.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	১৩	১৫	২৮	২২.৪০
খ.	২৭	৭	৩৪	২৭.২০
গ.	৩৯	৩	৪২	৩৩.৬০
ঘ.	৬০	২৪	৮৪	৬৭.২০
ঙ.	০	৬	৬	৪.৮০
চ.	১৪	৩	১৭	১৩.৬০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ১১.২ অনুসারে বুঝা যাচেছ যে, ৬৭জন একাধিক উত্তরদাতা ১৩জন কনং প্রভাবটিকে প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাবর একটি বলে মনে করেন। সারণী ১১.১ অনুসারে এটিকে একক প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ১৫ জন। অর্থাৎ মোট ২৮ জন বা মোট নমুনার ২২.৪০%। উত্তরদাতাই এটিকে প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোর একটি বলে অভিহিত করেছেন। খনং প্রভাবটিকে একাধিক উত্তরদাতার ২৭ জন প্রধান প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন। ৭ জনের কাঝে ছিল এটি একক প্রধান প্রভাব। সুতরাং ৩৪ জনের কাছে এটি একটি প্রধান প্রভাব এবং এর শতকরা হার হচেছ ২৭.২০%। এভাবে গ নং প্রভাবটিকে ৩৯জন একাধিক উত্তরদাতা প্রধান প্রভাবের একটির অন্তরভূক্ত করেন আর ৩ জন উত্তরদাতা এটিকে একক প্রধান প্রভাবের অন্তরভূক্ত করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, মোট ৪২ জনের কাছে এটি প্রধান প্রভাবের একটি বলে বিবেচিত হয়েছে। এর শতকরা হার হচেছ ৩৩.৬০%। একাধিক উত্তর প্রদানকারী ৬৭ জনের মধ্যে ৬০ জনই খ নং প্রবাবটিকে একটি প্রধান প্রভাব বলে অভিহিত করেছেন। একক প্রধান প্রভাব হিসেবেও সর্বাধিক ২৪ জনর এটিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখা যাচেছ যে মোট ৮৪ জনের কাছে এটি একটি প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাব যার শতকরা হার হচেছ ৬৭.২০ অতঃপর ঙ নং প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এখানে আগের হারই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ৪.৮০% এবং চ নং প্রভাবকে প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাবের একটি বলে মনে করেন ৬৭ জন একাধিক উত্তর দাতার ১৪ জন। এটিকে আন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ৩জন। অর্থাৎ মোট ১৭ জন বা মোটনমুনার ১৩.৬০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১২.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব কোনটি বা কিকি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে	৯	৭.২০
খ. বিভিন্ন ধর্মীয়সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে	৮	৬.৪০
গ. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে	১	০.৮০
ঘ. সমাজের সার্বিক মুল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে	৩৫	২৮.০০
ঙ. মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে	৭	৫.৬০
চ. একাধিক উত্তর	৬৫	৫২.০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচেছ যে, ৫২.০০% উত্তরদাতা একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। তাদের মতে সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক প্রভাব একটি নয় বরং একাধিক। ২৮.০০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এরফলে প্রধানতঃ সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচেছ। ৭.২০ উত্তরদাতা মনেকরেন। এরফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ। এদিকে ৬.৪০% এর মতে, এরফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে। তাছাড়া মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচেছ বলে অভিহিত করেছেন ৫.৬০%। কেবল ১ জন অর্থাৎ ০.৮০% উত্তরদাতার মতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ফলে দেশে সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচেছ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১২.২

একাধিক প্রধান প্রভাব বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন প্রভাবকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের মতামতের বিন্যাস

মতামতের (প্রভাবের) নং	একাধিক প্রধান প্রভাবের একটি বলে অভিহিত করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা - ৬৫ জন)	এ প্রভাবকে একক প্রধান প্রভাব বলে অভিহিত করেছিলেন (সারণী-১২.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	৩৫	৯	৪৪	৩৫.২০
খ.	৬৩	৮	৭১	৫৬.৮০
গ.	৩৩	১	৩৪	২৭.২০
ঘ.	৫৫	৩৫	৯০	৭২.০০
ঙ.	৫২	৭	৫৯	৪৭.২০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ১২.২ অনুসারে দেখা যাচেছ যে, একাধিক উত্তর প্রদানকারীর ৬৫জনের মধ্যে ৩৫ জনই ক নং প্রভাবটিকে সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাবের একটি বলে চিহ্নিত করেছেন। সারণী ১২.১ একক প্রধান প্রভাব বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং সর্বমোট ৪৪ জন উত্তরদাতার কাছেই এটি একটি প্রধান প্রভাব এবং এর শতকরা হার হচেছ ৩৫.২০%। খ নং প্রভাবটিকে ৬৩ জন একাধিক উত্তরদাতা গ্রহণ করেছেন একটি প্রধান প্রভাব হিসেবে। ৮ জন উত্তরদাতার কাছে ছিল এটি একক প্রধান প্রভাব। সুতরাং ৭১ জন অর্থাৎ ৫৬.৮০% কাছে এটি একাটি প্রধান প্রভাব বলে বিবেচিত হয়েছে। আর গ নং প্রবাবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৩৩জন একাধিক উত্তরদাতার সমর্থন এটি পেয়েছে। তবে কেবল ১ জন উত্তরদাতাই এটিকে এককভাবে সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব বলে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং এ প্রভাবটি মোট ৩৪ জনের যার শতকরা হার হচেছ ২৭.২০%। অতঃপর দেখা যাচেছ যে, একাধিক উত্তরদাতার ৫৫জন খ নং প্রভাবটিকে প্রহণ করেছেন। একক উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৫জন এটিকে একক প্রধান প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, মোট ৯০ জনের কাছেই এটি হচেছ সর্বাধিক ক্ষতিকারক প্রভাব এবং এর শতকরা হার হচেছ ৭২.০০%। সর্বশেষে ঙ নং প্রভাব টিকে গ্রহণ করেছেন ৫২জন, আর ৭জন প্রহণ করেছিলেন এটিকে একক প্রধান প্রভাব হিসেবে। অতঃপর প্রমানিত হয়যে, মোট ৫৯ জন অর্থাৎ ৪৭.২০% উত্তরদাতার কাছেই ঙ নং প্রভাবটি ক্ষতিকারক প্রভাব হিসেবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১৩.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব কোনটি বা কিকি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত হানে	৮৩	৬৬.৪০
খ. জনগনের একটি বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মেরই অংশ মনে করছে।	৪২	৩৩.৬০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ৬৬.৪০% উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এরফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত। এরা হচেছ মোট নমুনা ১২৫ জনের মধ্যে ৮৩ জন। অন্যদিকে মোট নমুনার ৪২ জন অর্থাৎ ৩৩.৬০% উত্তরদাতা, জনগনের একটি বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মেরই অংশ মনে করছে বলে মতামত প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রায়ের ধর্মীয় চেতনা, অনুভূতি ও বিশ্বাসে আঘাত হানে এবং ধর্মপরায়ন ব্যক্তির স্বাধীন ধর্মচর্চায় বাধা প্রধান করে। অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ, কলহের কারণে এক শ্রেণীরলোক সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মকেই দোষারোপ করছেন এবং ধর্মকে ভূল বিকৃত এবং ত্রুটিযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১৪.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করে সে সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না	১০২	৮১.৬০
খ. এ ব্যাপারে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই	২৩	১৮.৪০
গ. নারী স্বাধীনতার প্রতি এরা যথেষ্ট সোচ্চার এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।	০	০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরে সারণীতে যাচ্ছে যে, ১০২জন অর্থাৎ ৮১.৬০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। আর ২৩জন অর্থাৎ ১৮.৪% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এক্ষেত্রে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। কেউই বলেনি যে, সাম্প্রদায়িক শক্তি নারী স্বাধীনতার প্রতি যথেষ্ট সোচ্চার এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১৫.১

বর্তমানে বিভিন্ন প্রগতিশীল বা অসাপ্রদায়িক রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরও কেন সফল হচ্ছে না সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. তাদের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব আছে বলে	৩	২.৪০
খ. তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অথচ প্রয়োজন যৌথ প্রচেষ্টার	৭	৫.৬০
গ. মুখে মুখে তারা সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের কথা বললেও বাস্তবে চায়না বলে	২	১.৬০
ঘ. সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি তাদের অনেকের কাছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে সহায়ক, তাই তারা এর নির্মূল চায় না বলে	১৫	১২.০০
ঙ. সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির কাছে এরা পরাভূত বলে	৫	৪.০০
চ. সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সাংগঠনিক তৎপরতা জোড়দার বলে	১৩	১০.৪০
ছ. সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষণ	৩১	২৪.৮০
জ. একাধিক উত্তর	৪৯	৩৯.২০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতার ৩৯.২০% ভাগ অর্থাৎ ৪৯ জনই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। তারা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা, তার পশ্চাতে কোন একক কারণ নয়, বরং একাধিক প্রধান কারণ ক্রিয়াশীল। তবে যারা এক্ষেত্রে কোন একটি কারণকে প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল বলে মনে করেণ তাদের ৩১ জনেরই অভিমত হচ্ছে সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষণই হচ্ছে এর প্রধাণ কারন। এ মতের অনুসারীদের শতকরা হার হচ্ছে ২৪.৮০% ভাগ। সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি অনেকের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের সহায়ক হওয়ার কারণে সাম্প্রদায়িকতার নির্মূল হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন ১২.০০% ভাগ। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর সতন্ত্র প্রচেষ্টাকে দায়ী করেছেন ৫.৬০% ভাগ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দায়ী করেছেন ৪.০০% ভাগ উত্তরদাতা। অন্যান্য কারনকে যারা দায়ী করেছেন তার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১৫.২

একাধিক উত্তর বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন কারণকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁদের মতামতের বিন্যাস ঃ				
কারণ নং	একাধিক প্রধান কারণের একটি বলে অভিহিতকরেছেন(একাধিক উত্তরদাতা ৪৯জন)	এ কারণকে একক প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন (সারণী-১৫.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	১৩	৩	১৬	১২.৮০
খ.	৪০	৭	৪৭	৩৭.৬০
গ.	১১	২	১৩	১০.৪০
ঘ.	৩০	১৫	৪৫	৩৬.০০
ঙ.	১০	৫	১৫	১২.০০
চ.	৪২	১৩	৫৫	৪৪.০০
ছ.	৪৭	৩১	৭৮	৬২.৪০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ১৫.২ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৯জন, একাধিক উত্তরদাতা ৪৭ জন ছ নং কারণকে, ৪২জন চ নং কারণকে, ৪০ জন খ নং কারণকে এবং ৩০ জন ঘ নং কারণকে একাধিক প্রধান কারণের একটি বলে অভিহিত করেছেন। সারণী ১৫.১ অনুসারে এই কারণগুলোকে একক প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন যথাক্রমে ৩১,১৩,৭ এবং ১৫ জন উত্তরদাতা। সুতরাং মোট ৭৮জনের কাছে ছ নং কারন,৫৫জনের কাছে চ নং কারণ, ৪৭জনের কাছে খ নং কারণ এবং ৪৫ জনের কাছে ঘ নং কারণ এ ক্ষেত্রে প্রধান কারন বলে বিবেচিত হয়েছে। যথাক্রমে ৬২.৪০,৪৪.০০,৩৭.৬০ এবং ৩৬.০০ ভাগ। এদিকে একাধিক উত্তরদাতার ১৩জন ক নং কারনকে ১১ জন গ নং কারনকে এবং ১০ জন ঙ নং কারণকে প্রধান কারনগুলোর একটি বলে চিহ্নিত করেছেন। সারণী ১৫.১ অনুসারে এগুলোকে একক প্রধান কারন বলে অভিহিত করেছিলেন যথাক্রমে, ৩জন, ২জন এবং ৫ জন উত্তরদাতা। সুতরাং এই কারণগুলোর প্রতি মোট সমর্থন পড়েছে যথাক্রমে ১৬,১৩ এবং ১৫ জন উত্তরদাতার। মোট নমুনার ক্ষেত্রে এই সমর্থনের হার হচ্ছে যথাক্রমে ১২.৮০, ১০.৪০ ভাগ এবং ১২.০০ ভাগ। এ সারণী থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে সেটি হচ্ছে সর্বাধিক উত্তরদাতার সমর্থন পেয়েছে ছ নং কারণ যার শতকরা হার হচ্ছে ৬২.৪০ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১৬.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল চালিকা শক্তি কোনটি সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. রাজনৈতিক দল	৬২	২০.৮০
খ. ধর্ম ও সম্পদায় ভিত্তিক দল সমূহ	০	০০
গ. ক্ষমতাসীন সরকার	৯৯	৭৯.২০

বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির মুল চালিকা শক্তি কোনটি সে সম্পর্কে মতামত প্রধাণ করতে গিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা ক্ষমতাসীন সরকারকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। এদের সংখ্যা হচেছ মোট নমুনার ৯৯জন অর্থাৎ ৭৯.২০%। এদিকে ৬২জন অর্থাৎ ২০.৮০% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক শক্তির মূলচালিকা শক্তি বলতে রাজনৈতিক দলকে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১৭.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিরগুলোর বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. এদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে	৯৩	৭৪.৪
খ. এদের ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকবে	৬	৪.৮
গ. এদের শক্তি বর্তমানে ক্ষীয়মান	২৬	২০.৮০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৯৩ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৭৪.৪০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, বর্তমানে এদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। আর ৬জন বা ৪.৮ ভাগ এদের ক্ষমতা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন। সুতরাং এ সারণী থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচেছ এবং এদের কর্মকান্ড বিস্তৃত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১৮.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি অদুর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ঃ		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
হাঁ	৪৪	৩৫.২০
না	৮১	৬৪.৮
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ ঃ সারণীতে দেখা যাচেছ যে, ৩৫.২০% অর্থাৎ ৪৪ জন উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তি অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে এবং ৮১ জন অর্থাৎ ৬৪.৮০% মনে করেন যে, তাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৯.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য উত্তরদাতারা যে সকল সুপারিশ প্রদান করেছেন, সে সম্পর্কে তাদের অভিমতের বিন্যাস ঃ		
সুপারিশমালা	সুপারিশ প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা	১১	৮.৮০
খ. সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারাভিযান পরিচাল না করা	১০	৮.০০
গ. ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা	৫	৪.০০
ঘ. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করা।	১৫	১২.০০
ঙ. হিন্দু মুসলিম লেন-দেন, আদান প্রদান ও মেলামেশা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা	০	০০
চ. পারিবারিকভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা	২	১.৬০
ছ. অধিক মাত্রায় গনসচেতনতা সৃষ্টি করা	৩০	২৪.০০
জ. অপর ধর্ম বা ধর্মাবলীদের প্রতি বিরোধ বা বিদ্বেষমূলক মনেভাবের সৃষ্টি করে সে রকম বিষয় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া।	০	০০
ঝ. কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেলেতা কঠোর হাতে দমন করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণবাসন করা	০	০০
ঞ. উপরোক্ত পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে সরকার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করা	১৫	১২.০০
ট. একাধিক উত্তর	৩৭	২৯.৬০
মোট	১২৫	

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ এ সারণীতে দেখা যে, সর্বাধিক ৩৭ জন উত্তরদাতা একাধিক সুপারিশ প্রদান করেছেন। বাকীরা কেবল একটি করে সুপারিশ প্রদান করে সন্তুষ্ট থেকেছেন। যারা একটি করে প্রদান করেছেন। তাদের ৩০ জন অধিক মাত্রায় গনসচেতনতা সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একটি মাত্র প্রদান কারীদের মধ্যে এই সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক, মোট নমুনা ক্ষেত্রে এর শতকরা হার হচ্ছে ২৪.০০ ভাগ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দু'টি সুপারিশ। এ সুপারিশগুলো হচ্ছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্য বিষয় সংযুক্ত করা এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনে সরকার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো মিলিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করা। এ সুপারিশ দু'টির প্রতিটিকেই ১৫ জন করে উত্তরদাতা সমর্থন করেছেন। এ দু'টির শতকরা হার হচ্ছে ১২.০০ ভাগ। সমর্থনের দিক দিয়ে ৩য় পর্যায়ে রয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ৪র্থ পর্যায়ে রয়েছে সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। ৫ম পর্যায়ে রয়েছে ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে রয়েছে পারিবারিক ভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা। এ সুপারিশগুলোর প্রত্যেকটিকে সমর্থন করেছেন যথাক্রমে ১১ জন, ১০জন, ৫জন এবং ২ জন উত্তরদাতা। মোট নমুনার ক্ষেত্রে এ উত্তরের শতকরা হার হচ্ছে যথাক্রমে ৮.৮০, ৮.০০, ৪.০০ এবং ১.৬০ ভাগ। সারণীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, অন্য তিনটি সুপারিশ তেমন কোন গুরুত্ব পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৯.২

একাধিক উত্তর বলতে উত্তরদাতারা কোন কোন সুপারিশ গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন -তার বিন্যাস ঃ				
সুপারিশ নং	একাধিক প্রধান সুপারিশের একটি বলে অভিহিত করেছেন (একাধিক উত্তরদাতা- ৩৭ জন)	এ সুপারিশকে একক প্রধান সুপারিশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন, মোট (সারণী-১৯.১ অনুসারে)	মোট	%
ক.	১৪	১১	২৫	২০.০০
খ.	৩৬	১০	৪৬	৩৬.৮০
গ.	১৫	৫	২০	১৬.০০
ঘ.	২৩	১৫	৩৮	৩০.৪০
ঙ.	১১	০	১১	৮.৮০
চ.	২৮	২	৩০	২৪.০০
ছ.	৩৬	৩০	৬৬	৫২.৮০
জ.	১৫	০	১৫	১২.০০
ঝ.	১০	০	১০	৮.০০
ঞ.	৫	১৫	২০	১৬.০০

বিশ্লেষণ ঃ সারণী ১৯.২ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে ৩৭ জন একাধিক উত্তরদাতার ৩৬জন, খ এবং ছ নং সুপারিশকে প্রধান সুপারিশ গুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এ সুপারিশ দু'টিই এ ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়েছে সর্বাধিক এদিকে ছ নং সুপারিশকে সারণী ১৯.১ নং অনুসারে একক প্রধান সুপারিশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ৩০ জন। তাই এটি সর্বমোট সমর্থন পায় ৬৬ জন উত্তরদাতার, যার শতকরা হার হচ্ছে ৫২.৮০ ভাগ। সারণীতে এটিই হচ্ছে সর্বাধিক সমর্থন প্রাপ্ত সুপারিশকে একক প্রধান সুপারিশ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন ১৫ জন উত্তরদাতা, আর চ নং সুপারিশকে তা করেছিলেন মাত্র দু'জন উত্তরদাতা তাই ঘ নং সুপারিশের পক্ষে মোট সমর্থন পড়ে ৩৮ জন উত্তরদাতা, আর চ নং সুপারিশের প্রতি গড়ে ৩০ জন উত্তরদাতারা এখানে এ উভয় সুপারিশের শতকরা হার হচ্ছে ৩০.৪০ এবং ২৪.০০ ভাগ। আর গুরুত্বের দিক দিয়ে সুপারিশ দু'টির প্রথমটি লাভ করেছে তৃতীয় স্থান এবং দ্বিতীয়টি লাভ করেছে ৪র্থ স্থান। এদিকে ক ও গ নং সুপারিশ দু'টিকে প্রধান সুপারিশগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন যথাক্রমে ১৪ জন ও ১৫ জন উত্তরদাতা। এ সুপারিশ দুটোকে একক প্রধান সুপারিশের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন ১১ জন ও ৫ জন উত্তরদাতা। সুতরাং এ সুপারিশ দু'টি সর্বমোট যথাক্রমে ২০.০০ ও ১৬.০০ ভাগ। এরপর জ ও ঘ নং সুপারিশ সর্বমোট সমর্থন পেয়েছে যথাক্রমে ১২.০০ ও ৮.০০ ভাগ, আর, ঙ নং সুপারিশ পেয়েছে ৮.৮০ ভাগ তাই সার্বিক ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ছ নং সুপারিশটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক-শক্তির উত্থানের মূল কারণ, এদের ক্ষমতা, প্রভাব, এবং সাম্প্রদায়িক-শক্তিদের প্রতিরোধ করার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তদাতাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সহ অন্যান্য এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশা জীবিদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সারণী আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সকল সারণী বিশ্লষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক-শক্তি হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বদ্ধ অসংগঠিত জনগণকে সাম্প্রদায়িক-শক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। ৫৮.৪০% উত্তরদাতা উপরোক্ত মতামতকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন করেছেন।

সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে রাজনৈতিক কারণ হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তদাতা বলেছেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/সরকার সাম্প্রদায়িক-শক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে। এ মতামতকে ৭৮ জন অর্থাৎ ৬২.৪০% উত্তরদাতা সমর্থন করেছেন। বস্তুতঃ প্রধান কারণ হিসেবে এটাকে চিহ্নিত করার মধ্যে দিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও সরকারের নৈতিকতার স্খলনের বিষয়টি এখানে ফুটে উঠেছে।

সাম্প্রদায়িক-শক্তির উত্থানের অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদ যোগায়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮১ জন অর্থাৎ ৬৪.৮০% এ কারণকে সমর্থন করেছেন সেটিও বিশেষ গু রুত্বপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান সামাজিক কারণ হিসেবে ৮১ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬৪.৮০% ধর্মের প্রতি জনগণের অন্ধ বিশ্বাসকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ধর্মান্ধতা এ দেশে ব্যাপক পরিমানে এখনো বিদ্ধ্যমান।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ক্ষমতা প্রসঙ্গে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ৫৮.৪০% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক-শক্তিগুলো মোটামুটি শক্তিশালী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আইন সাম্প্রদাযিকতার বিস্তারে প্রভাব রাখতে পারছে বলে ৩৩.৬% উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬৬.৪% সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে এর কোন প্রভাব নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ৭৪.৪% উত্তরদাতা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে ৫২.০০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায়। সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব হিসেবে ৮৪ জন অর্থাৎ ৬৭.২০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাঁহাড় তৈরী করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব হিসেবে ৯০ জন অর্থাৎ ৭২.০০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এর ফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে। সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব হিসেবে ৮৩ জন অর্থাৎ ৬৬.৪০% উত্তরদাতা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্পদায়ের ধর্মীয় চেনা অনুভূতিতে আঘাত হানে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১০২ অর্থাৎ ৮১.৬০% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭৮ জন অর্থাৎ ৬২.৪০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষণের কারণে বর্তমানে বিভিন্ন প্রগতিশীল বা অসামপ্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরও সফল হচ্ছে না। মোট নমুনার ৯৯ জন অর্থাৎ ৭৯.২০% ক্ষমতাসীন সরকারকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল চালিকা শক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

৯৩ জন অর্থাৎ ৭৪.৪% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮১ জন অর্থাৎ ৬৪.৮% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে না বলে মতামত প্রদান করেছেন। সবশেষে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য ৬৬ জন অর্থাৎ ৫২.৮০% উত্তরদাতা অধিক মাত্রায় গণসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ৩৮ জন অর্থাৎ ৩০.৪০% উত্তরদাতা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০ জন অর্থাৎ ১৬.০০% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে সরকার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৫ জন অর্থাৎ ২০.০০% উত্তরদাতা ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর অভিমত পোষণ করেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অনুমিত সিদ্ধান্ত গুলো প্রমানিত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

"বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থান" - একটি পর্যালোচনা শীর্ষক শিরোনামের এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ প্রকৃতি কি, এখানে সাম্প্রদায়িকশক্তি বলতে জনগণ কাদের বুঝে, সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের জন্য কোন কোন কারণ দায়ী, সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণতি কি, সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল কি কি, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করে সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ই বা কি কি - সে সম্পর্কে একটি তত্ত্বগত কাঠামো তৈরী করাই ছিল এ গবেষণার মুল উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সমূহের বিচার ও বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণাকে একটি যথাযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেছে। এ পর্যায়ে সকল তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্বক যে সিদ্ধান্ত ও ফলাফল পাওয়া গেছে সেগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্লেষিত তথ্য অনুসারে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের প্রধান প্রধান কারণ ও প্রভাব সমূহকে উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্য অনুসারে সাজালে দেখা যায় যে, এর প্রধান রাজনৈতিক কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/সরকার সাম্প্রদায়িকশক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে বলে

(খ) সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর গৃহীত বিভিন্ন পলিসির সফলতা

(গ) বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনীতির প্রভাব

এর প্রধান অর্থনৈতিক কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকশক্তিকে মদদ যোগায় বলে

(খ) সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মধ্যপাচ্যের পেট্রোডলারের সাহায্য ।

এর প্রধান সামাজিক কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) ধর্মের প্রতি জনগণের অন্ধবিশ্বাস

(খ) রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা একচছত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুক্ষিগত করার হীনপ্রবণতা

(গ) হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানের বিভিন্ন প্রভাব সমূহ উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্য অনুসারে দেখা যায় যে, এর প্রধান ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাবগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায়

(খ) উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছেনা

(গ) রাজনৈতিক আধুনিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

এর প্রধান ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাবগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাহাড় তৈরী করছে

(খ) এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোষের কারণে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে

(গ) এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয় ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়

এর প্রধান ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাবগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে ঃ

(খ) বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে

(গ) মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষিত তথ্য অনুসারে চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের একটি আদিম ও মৌলিক সমস্যা। ইংরেজদের "ডিভাইড এন্ড রোল" পদ্ধতি প্রয়োগের পর থেকেই এ সমস্যা তীব্রতা পেতে শুরু করে। পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতার সাতাশ বছরে বিভিন্ন আভ্যন্তরীন ও বহিস্থঃ উপাদানের কার্যকারিতায় এ সমস্যা তার তীব্রতা বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে প্রধানতঃ এখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিশ্বাসহীনতা। পরস্পরের ক্ষতি সাধণ করাই এ দ্বন্দ্ব -ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসহীনতার মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি বিশেষ কোন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা, মৌলবাদী মনোভাব, ধর্মের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বৈরিতা, ফতোয়াবাজী, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতিও এর অর্ন্তরভূক্ত।

প্রধানতঃ মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংগঠিত জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং এর মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ঃ কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী। তবে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলসমূহ কখনো কখনো এর অন্তরর্ভূক্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে তিন প্রকারের কারণ পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কারণটি সর্বাধিক দায়ী সে টি হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িকশক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে - সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর গৃহীত বিভিন্ন পলিসির সফলতা। তৃতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে - বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের কুটনীতির প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে কারণটি সর্বাধিক দায়ী সেটি হচেছ -কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকশক্তিকে মদদ যোগায়। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচেছ - সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনীতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি। তৃতীয় প্রধান কারণ হচেছ- মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের সাহায্য।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকশক্তির উত্থানে সর্বপ্রধান সামাজিক কারণ হচেছ - ধর্মের প্রতি জনগণের অন্ধবিশ্বাস। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচেছ - রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা একচ্ছত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুক্ষিগত করার হীন প্রবণতা। আর তৃতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে - হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা।

সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে মোটামুটি শক্তিশালী। এরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ শক্তিগুলো একটি প্রতিবন্ধক, তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না এবং নারী উন্নয়ন ও প্রগতির বিরোধী। সাম্প্রদায়িকশক্তিগুলো সম্প্রতি তাঁদের মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ফতোয়াবাজীকে একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে তারা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে বাধা দিচেছ। তাদের এ ফতোয়াবাজী অনেক সময় গ্রাম্য মহিলাদের মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। ফতোয়াবাজী কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে এখন তাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন এন.জি.ও বা বেসরকারী সংস্থা যেগুলো গ্রামীন পর্যায়ে দরিদ্র জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ফতোয়াবাজীর কারণে অনেক এন.জি.ও.কে ইতোমধ্যেই তাঁদের কার্যক্রম স্থগিত করে চলে আসতে হয়েছে। আর যেগুলো এখনো ধৈর্য্যধরে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচেছ সেগুলো সম্মুখীন হচেছ ফতোয়াবাজদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের সমস্যার।

Dhaka University Institutional Repository

"রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আইন" বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে কোন রকম প্রভাব রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ জেনারেল এরশাদের অষ্টম সংশোধনী 'ছিল রাজনৈতিক দূরভী সন্ধিরইফল। এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করলেও তাতে ইসলামের কোন উপকার হয়নি। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই তিনি ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করেছেন।

সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এ দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে, যা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। অপরদিকে এর ফলে রাজনৈতিক আধুনিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তার সক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাহাড় তৈরী করছে। অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি এবং ধর্মীয় প্রচারণার মাধ্যমে তাঁরা গ্রামের সাধারণ জনগনের মধ্যে থেকেও সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে। একই সাথে এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে এর দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোষের কারণে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে এর ফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে, মৌলবাদীরা আজ তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাবকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। এর ফলে জনগনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মেরই অংশ মনে করছে এবং ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শকে বিকৃত ভাবে সংগায়িত করার চেষ্টা করছে। অথচ সাম্প্রদায়িকতা কোন অর্থে ধর্মেরই লংঘন ও বিরুদ্ধাচারণ। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে শোষণ বঞ্চণাও নানা পশ্চাদপদতার। তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মত যাবতীয় স্বার্থপাশ ও বদ্ধচিন্তার দ্রুত অবসান একান্ত জরুরী। সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে পৃষ্ঠপোষণের কারণে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন আজ ব্যর্থতার পরিচয় বহন করছে। কাজেই বলা যায় সাম্প্রদায়িকতা সমাজ দেহের কোন একটি বিশেষ অংশের সমস্যা নয় তাই এর কোন খন্ডিত সমাধানও নেই। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলোর সঙ্গেই এ সমস্যা সম্পর্কিত।

অতএব, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে প্রতিরোধ করার জন্য এ পর্যায়ে কতিপয় সুপারিশ রয়েছে কেননা পূর্বের আলোচনাগুলোতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি, সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এখন সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে প্রতিরোধের জন্য কি কি করণীয় সে সম্পর্কে কতিপয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। এখানে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে এ সমস্যার সমাধানের জন্য যে সুপারিশগুলো পাওয়া গিয়েছে নিম্নে সেগুলো প্রাধাণ্যের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল।

(১) অধিক মাত্রায় গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা ।
(২) সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা।
(৩) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করা।
(৪) পারিবারিক ভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা।
(৫) ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
(৬) প্রয়োজনে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা।
(৭) কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেলে তা কঠোর হাতে দমন করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসন।

সুতরাং উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার এ পর্যায়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশে একটি আদিম ও মৌলিক সমস্যা। সর্ব প্রথম বৃটিশরাজ নিজেদের স্বার্থে এদেশে এ সমস্যার তীব্রতা সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্যার বর্তমান ধারাবাহিকতার পশ্চাতে শুধু ধর্মীয় কারণকেই দায়ী করা যায় না। এর পশ্চাতে অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণও দায়ী। জনগনের ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন সময়ের গৃহীত স্বার্থবাদী পদক্ষেপ এবং মধ্যপ্রাচ্যরে পেট্রোডলারের সাহায্যই এর প্রধান কারণ। তবে সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ একটি মানষিক ব্যাপার। সাম্প্রদায়িকতা লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের গভীরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রকাশ ঘটে থাকে। এর পিছনে সকল সময় জড়িত থাকে উস্কানীমূলক তৎপরতা এবং রাজনৈতিক দূরভীসন্ধি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ দেয়ার ফলেই বর্তমানে বিভেদও অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য-বঞ্চণা, নির্যাতন-নিপীড়ন প্রকট হয়ে উঠেছে, সার্বিক উন্নয়ণ এবং মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচেছ। এ ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদী দল ও সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মৌলবাদে বিশ্বাসী অসংগঠিত জনগন এবং ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলসমূহের স্বার্থান্বেষী অনুচরেরাই সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের শাসনামল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনের অনুচরেরা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তাঁদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কাজে ব্যবহৃত হচেছ। বিভিন্ন সময়ে দেখা রাজনীতিকরা দরিদ-অজ্ঞ-অশিক্ষিত, মাস্তান-খুনী-লুটেরাদের নানাভাবে উত্তেজিত, প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে দাঙ্গায় নরহত্যায়। তার পরিণামে ফায়দা লুটে কায়েমী স্বার্থবাদীরাই। আলোচ্য গবেষণাতে দেখা গেছে যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল সমূহ ও সরকার। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকদের ব্যবহার করছেন ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা জন্যে। এ ভাবেই তাঁরা সাম্প্রদায়িক অনুচরদের সময় ও সুযোগমত কাজে লাগায়। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, সাম্প্রদায়িকতা কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি। সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থে জিইয়ে রেখেছেন এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধিরই হাতিয়ার মাত্র। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কাজেই, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করতে হলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও গনতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করে জনমানষিকতার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনকি আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে এর বি রুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অনতিবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমান সময়ের জন্য একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, গবেষণার শুরুতে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্তগুলো গবেষকের পূর্ব ধারণা থেকে নেয়া হয়েছিল। গবেষণা শেষে সে সিদ্ধান্তগুলোই সঠিক ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণার চুড়ান্ত ফলাফল ও অনুমিত সিদ্ধান্তের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে বলা যায়, "সাম্প্রদায়িকতা" শব্দটি সবার খুব চেনা পরিচিত একটি শব্দ বা বিষয়। তবে এটি সত্যি একটি জটিল বিষয়। অতল অনিশ্চয়তার মাঝে ঠেলে দেয় গোটা জাতিকে।[১]

সাম্প্রদায়িকতা আজ শুধু এ দেশেই নয় গোটা পৃথিবী জুড়ে একটি সর্বনাশা সমস্যার আকার নিতে শুরু করেছে। তাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব বহন করতে হবে সব শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই। তাই সাম্প্রদায়িক শক্তির বি রুদ্ধে সংগ্রামই আজ প্রকৃত ধর্ম সংগ্রাম। মনুষ্যত্বের জন্য তথা মানব ধর্মের জন্য সংগ্রাম। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অনিষ্টকারী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং মানুষের জীবনে ধর্মের গু রুত্ব সম্যক অনুধাবন করা । বৃহত্তর মানব সমাজের সাম্যের কল্পনায় ধর্মকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার প্রয়াস আজ ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের উদার মুক্তির ধারণা ধর্মের ভিতর থেকেই তোলে আনতে হবে। অন্তত যতখন পর্যন্ত মানুষের অসহায়তায় ধর্ম এক জাগতিক অবলম্বন ও মানষিক শান্তির প্রেরণা হয়ে থাকে।[২]

কিন্তু দেখা যাচেছ যে, মুসলিম বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোতে সাধারণভাবে ধর্ম ব্যবহৃত হচেছ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, ধর্ম পরিণত হচেছ শাসন-শোষণের হাতিয়ারে। স্বৈরতান্ত্রিক নির্মম রাষ্ট্র পরিচালনা শক্তির নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মই। মুসলিম বিশ্ব ডুবে আছে মধ্যযুগের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বি রুদ্ধে জয়লাভ করা মুসলিম বিশ্বের পক্ষে যখন বাকি রয়ে গেছে তখন বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছে ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার সৃষ্টিকারী স্থিত স্বার্থবাদীরা ঃ রাজা-বাদশা, মোল্লা, স্বৈরতন্ত্রী ইত্যাদি সুবিধাবাদীরা। বর্তমান কালেরমত খারাপ মূহুর্ত ইসলামের জন্য সম্ভবতঃ আর কখনো ছিলনা এবং হয়তো সে কারণেই রাজনীতি ও সমাজের গভীর সংকটের সাথে জড়িত সবধরণের উপসর্গ যেমন - মৌলবাদের উত্থান, র‍্যাডিকাল ও বৈপ্লবিক প্রচারনা, স্বতঃস্ফুর্ত অভ্যুত্থান এবং নির্দেশনাহীন প্রশান্ত পরিবেশ আজকের মুসলিম রাজনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারায় পরিণত হয়েছে।[৩]

ফলে আজকের মুসলিম সমাজের মৌলিক কর্তব্য হলো কিভাবে এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কিভাবে ফিরে আসা যাবে সম্মিলিত জীবনবোধে এবং অতীতের সাথে ভবিষ্যতের যোগসুত্র স্থাপনে।[৪]

পবিত্র কোরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ। সময় ও যুগ পরিবর্তনশীল মানব সমাজ ও সভ্যতা এক জায়গায় স্থির থাকেনা। আর এ সব পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পবিত্র গ্রন্থের আদেশ নির্দেশের ভিত্তিতে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েই সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ বলে সাব্যস্ত করা আলেম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। মানব

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে হলে পবিত্র গ্রন্থের শিক্ষা নিয়ে সময়োপযোগী পরিবেশে তা কাজে লাগাতে হবে। ফতোয়াবাজীর আদর্শে দীক্ষিত ইসলামী চরম পন্থীদের কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয়াই হবে ইসলাম বিরোধী ও সমকালীন জীবন বিরোধী কাজ। খুনী ও নরঘাতকদের 'মনগড়া' পশ্চাদপদ ও রক্তাক্ত ইসলাম 'মুসলিম' বিশ্ব কখনই গ্রহণ করবে না। অতীতেও করেনি। কেননা এ দেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নয়। তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা ইসলামকে গ্রহণ না করে যুক্তির আলোকে ইসলামের মর্মবাণী গ্রহণ করতে হবে এবং যুক্তির আলোকে তার ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আজকের জাতীয় দুর্দিনে সকল কলহ-কোন্দল, ভেদাভেদ, হিংসে, হানা-হানী, অজ্ঞতা, মূর্খতার অবসান করতে হলে এলেম বিহীন আলেমদের কবল থেকে ইসলামকে উদ্ধার করে তাকে সঠিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বন্ধ করতে হবে ধর্মের নামে ফতোয়াবাজী।[৫]

আজকের যুগে মুসলমানদের ভেবে দেখতে হবে কেন, একেশ্বরবাদী অখন্ড ইসলাম খন্ড খন্ড হয়ে গেল কালের বিবর্তনে? খন্ডগুলোর আরবী নাম ফের্কা। একই ধর্মের ভিতর অসংখ্য উপসম্প্রদায়। উপসম্প্রদায়গুলো আবার খন্ড খন্ড ভাবে বিভক্ত। তাদের পারস্পরিক হানাহানিও দুঃখজনক। কিন্তু কেন এই পূনরাবৃত্ত মূর্খতা? শিয়া-সুন্নীর বিরোধ তেরশ' বছ পেরিয়ে গেছে, তবু চলছে অবিরামভাবে, বিরতির কোন লক্ষন নেই। অথচঃ ইসলাম মানে শান্তি। কিন্তু বর্তমান সময়েও শিয়া -সুন্নীর বিরোধের সমাধানের পথ বের করার কোন তাগিদ আছে বলে মনে হয় না। তবে এর জন্য কোন মতেই ইসলামকে দায়ী করা যায় না।[৬]

কেননা মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবই উমাইয়া, আব্বাসীয়, মামলুক ও তুরস্কের শাসন কর্তাদেরকে জনসাধারণের অধিকার উপেক্ষা ও পদদলিত করার সুযোগ দিয়েছিল। সুগঠিত ও সুশিক্ষিত জনমত বর্তমান না থাকায় তারা ইসলামকে তাদের স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনগণের অধিকার আত্মসাৎ করতে পেরেছিল।[৭]

তাই ইবনে তায়েমিয়া ও মওদুদীর মতবাদ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এদের আদর্শে দীক্ষিত ইসলামী চরমপন্থীদের কোন ভাবে প্রশ্রয় দেয়াই হবে ইসলাম বিরোধী ও সমকালীন জীবন বিরোধী কাজ।[৮]

মানবজাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইসলাম একটি বিপ্লব। অন্যায়, অবিচার শোষণ ও বঞ্চনা জর্জরিত মানব সমাজের এক বৈপ্লবিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করে বর্ন-গোত্র নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ মানুষটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। কিন্তু শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আবির্ভূত ইসলামকেই এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী যুগে যুগে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এ দেশেও তার ব্যতিক্রমটি ঘটেনি।[৯] মহাত্মাগান্ধীর মানবতাবাদী ও আদর্শভিত্তিক নীতিমালায় স্থান করে নেওয়া অসহযোগ এবং অহিংস আন্দোলনের উৎস অহিংসা নামক হিন্দু ধর্মীয় প্রত্যয়ে নিহিত। মহাত্মাগান্ধী আর্য সমাজ এবং হিন্দু মহাসভার মতো মৌলবাদী ধর্মীয় দলের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং হিন্দু মৌলবাদীর হাতেই তাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে (ভিয়েতনাম সহ) বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনীতি সর্বদাই শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে তাদের অভ্যন্তরীন মতদ্বৈততা মুছে ফেললেও খ্রীষ্টীয় চার্চই রাজনৈতিক আলোচনার প্রাথমিক মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হচেছ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সক্রিতার মাঝে চোখ পড়ে দক্ষিণপন্থী রেভারেন্ড জেরী ফারওয়েলের MORAL MAJORITY, মধ্যপন্থী উদারনৈতিক চার্চসমূহের জাতীয় কাউন্সিল এবং ভরোথী ডে'র পপুলার মানবতাবাদ এবং ফাদার ডানিয়েল বেরিগানের 'সংগ্রামী শান্তিআত'। ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ (আর্জিন্টিনা, চিলি, এল-সালভাদর এবং ব্রাজিলসহ)খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ এবং তার উৎকর্ষতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার অনুমোদিত হত্যা স্কোয়াড প্রগতিবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত। অন্যদিকে বিশপদেরও জীবন দিতে হচেছ এবং নানদের শ্লীলতাহানি ঘটছে তথাকথিত ন্যায় এবং গনতন্ত্রের নামে। ইহুদীবাদেও বাইবেলকে পুঁজি করে মৌলবাদী আদর্শ সাফল্যজনকভাবে প্যালেস্টাইনে অন্যায্য দাবীকে আকড়ে রাখতে সক্ষম হচেছ। বাইবেলেই ইসরাইলের সমরনীতি এবং পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় সম্প্রসারণবাদের আদর্শগত হাতিয়ার (ইহুদী ও সামারিয়) হিসেবে কাজ করছে। আদি আবাসস্থল থেকে খ্রীষ্টান ও মুসলমান অধিবাসীদের ক্রমাগত বিতাড়নের কাজে জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করছে। বাইবেল ইসরাইল এবং সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের দুটি ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও উভয়ের অস্তিত্ব যথেষ্ট বিতর্কিত এবং বিপরীতমুখী। একটিতে ইসলামী রাজতন্ত্র টিকে আছে; অন্যটিতে বিশেষগোষ্ঠীর গণতন্ত্র বিরাজ করছে, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এ সব তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলে যে কেবল মুসলমানদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির অভিভাজ্যতার রক্ষক হিসেবে দেখানো নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক।[১০] ক্ষমতাচর্চার, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার তথা নির্যাতন করার বিকৃত চরিত্র ধর্ষ-মর্ষকামী (Sado-masochist) বিশেষ কোন ধর্মের, জাতির বা সংস্কৃতির নয়, সকল সংস্কৃতির মধ্যেই এটা রয়েছে। কারণ কোন সমাজেই বৈষম্যহীন নয়।[১১] সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দায়দায়িত্ব ইসলামের উপর অর্পণ করার কোন যুক্তিকতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বর্হিরঙ্গে যত বৈপরিত্য ও বৈচিত্র্যই থাক, স্মরনাতীতকাল থেকে অবতার বা প্রেরিত পুরুষ বলে কথিত মহামানবগণ, কিংবা উদারচিত্ত মানবতাবাদী শিল্পি- কবি-দার্শনিক-চিন্তকগণ, বিপ্লবীগণ সবাই সাম্প্রদায়িকতা ঘোচানোর সাধণা ও এর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মূলতঃ ধর্ম সাধণাই করে গেছেন। ধর্ম সাধণার পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার জন্যই লড়াই করে গেছেন। আজকের দিনে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ এ রকমই একটি পথের কাঁটা। এ কালের মানুষকেও তাঁর সধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনেই এ পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার দায় মাথায় তোলে নিতে হবে। আর তাই সমাজকে মানব ধর্মী করতে হবে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।[১০]

বস্তুতঃ বিগত কয়েক দশক থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে পবিত্র ইসলামের শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতালোভী শ্রেণীগুলো গজিয়ে উঠেছে। তাঁরা পবিত্র ধর্মকে সাধারণ মানুষের বিবেক কেনার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মহান শান্তির ধর্ম ইসলামের উদারতা, বিশালতা ও সহনশীলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন এদের কার্যকলাপে পাওয়া যায় না। তাঁরা হচ্ছে ইসলামের মুখোশধারী দয়া মায়াহীন ফ্যাসিষ্ট। বাংলাদেশে এ ফ্যাসিষ্ট চক্র সম্পর্কে চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এ জাতির। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তাঁদের হিংস্ররূপ লক্ষ্য করেছে সবাই। গত ক'বছরে বহুলোক এ চক্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, বহু ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মীর হাত পায়ের রগ কেঁটেছে এ চক্র।[১১]

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জানুয়ারী '৯২ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তাদের পার্টি এবং অংগ সংগঠন নিষিদ্ধ করার আন্দোলন করে আসছে। এখানে ইসলামের কথা উঠেনা এ আন্দোলন একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের আসামীদের বিরুদ্ধে। আর শান্তি কমিটির সদস্যরা। যারা পাকিস্তানের দালালী করে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ও দেশপ্রেমিক বাংগালীদের আলবদর কর্তৃক হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে পাঠিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে।[১২]

প্রতিবেশী বার্মা লাখ লাখ নিরপরাধ মুসলিমকে তাড়িয়ে দিল- তাঁরা এ দেশে আশ্রয় নিল- এ বর্বর ঘটনায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এমন কি, মুসলিম সম্প্রদায়ের অত্যন্ত পবিত্র এবং ঐতিহাসিক "আল

Dhaka University Institutional Repository

আক্‌সা'' মসজিদটি ইহুদীরা আজ বহু বছর ধরে অন্যায় অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। সেখানে বছরের পর বছর ধরে মুসলমান জনগণ নামাজ আদায় করতে পারছেন না। ঐ পবিত্র ''আল আক্‌সা'' মসজিদে ইহুদীরা কতকি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর কোন হদিস নেই। ইহুদীরা ঐ পবিত্র মসজিদ এবং তার সংলগ্ন এলাকা সমূহ এমনকি, পবিত্র জেরুজালেম শহর থেকে প্যালেষ্টাইনী মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করে দিয়েছে বহু বছর আগেই। এখনো এ জাতীয় প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে ইহুদীরা। এ ঘটনা অবশ্যই কঠোরতম ভাষায় নিন্দনীয় এবং প্রতিবাদযোগ্য, কিন্তু এর প্রতিবাদ আজও আমাদের দেশে আদো উল্লেখযোগ্য নয়। সে ব্যাপারে মিছিল, মিটিং, লংমার্চ ইত্যাদি নেই আমাদের দেশে। এ দেশে যারা পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে তাঁরা নিশ্চুপ এ ব্যাপারে। একমাত্র ভারতে যদি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং তা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তখন সরবে প্রতিবাদের কণ্ঠ শুধু গর্জেই উঠেনা - প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় এদেশের নির্দোষ এবং শান্তিকামী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর।[১৩]

আরও মারাত্মক এবং ভয়াবহ যে ব্যাপারটি লক্ষ্যনীয় তা হলো পৃথিবীর অন্য কোথাও যেমন - বসনিয়া- হারজেগোভিনা, পর্তুগাল, শ্রীলংকা, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করলে কদাচিৎ এমন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। আফগানিস্তানে প্রায় প্রতিদিনেই অসংখ্য মুসলিম নিধণ চলছে, প্যালেষ্টাইনে মুক্তি সংগ্রামরত লাখ লাখ ফিলিস্তিনী মুসলিম প্রতিদিনই প্রাণ দিচ্ছেন অকাতরে তাদের নিজস্ব আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামে। কিন্তু তার প্রতিবাদে নামে মাত্র বিবৃতি ছাড়া কোন সক্রিয় আন্দোলন যথা - এক ঘন্টারও হরতাল আহূত হতে দেখা যায় না মুসলিম মৌলবাদীদের তরফ থেকে, পবিত্র ইসলামের তথাকথিত সেবক বা রক্ষকদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিবেশী ভারতে কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা যদি ঘটে তখন তার প্রতিক্রিয়া এখানে হিংস্ররূপ ধারণ করে বসে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীদের পরিকল্পিত সকল অসভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব মাথায় তুলে না নিলে সভ্যতার সংকট মোচন হবে না কিছুতেই। ধর্মের নামে যারা মানুষের সামনে চলার প্রকৃত পথটিকে আঁড়াল করে রেখেছে, মানুষকে যারা মানব ধর্ম পালনের সুযোগ বঞ্চিত করেছে, সংগ্রাম চলবে তাঁদেরই বিরুদ্ধে। কেননা এ সংগ্রাম প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম।[১৫]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সুদূর অতীতের রাজা-বাদশাদের আমল থেকে ধর্মের নামে সংঘাতে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, অথচ এর একটি যুদ্ধও ধর্ম যুদ্ধ ছিল না। প্রকৃত অর্থে, তা ছিল ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই।[১৬]

এ ক্ষেত্রে বলা যায় কায়েমী স্বার্থের সংগেই সাম্প্রদায়িকশক্তির ধর্ম নির্ধারিত হয়। প্রকৃত মহান ইসলাম ধর্মের সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকেনা। পবিত্র ইসলাম শান্তির ধর্ম, শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ও পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষাও আদর্শ। ইসলামে সন্ত্রাসবাদীতার কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত অর্থে ইসলামের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতার অবসান সম্ভব। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা কোন অর্থে ধর্মেরই লংঘণ ও বিরুদ্ধাচরণ।[১৭]

এ দেশের ধর্ম প্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় ভোলানোর পাঁয়তারা শুরু হয়েছে সরকার সমর্থিত কিছু মৌলবাদীর মাধ্যমে।[১৮]

দেশ বিভাগের বহু বছর পরেও পরিকল্পিতভাবে এ দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরন এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, রাজনৈতিক মতলববাজীই এখানে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছে।[১৯]

ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ইসলামের একটি অসহিষ্ণু ও অনড় চিত্র উপস্থিত করেন যা কি না প্রকৃত ইসলাম থেকে বহু দূরে, যে ইসলাম মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলির অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেয় না বরং উৎসাহিত করে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

সব ধর্মে নর হত্যা, শিশু হত্যা পাপ অথচ দেখা যাচ্ছে যে, একই ধর্মের দু'উপসম্প্রদায়ে খুনোখুনি হানা হানি অবিরাম লেগে আছে। গত ডিসেম্বরের শুরুতে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে দেখা যায় দেওয়ানবাগ ও চরমোনাইর বিবাদ ও কলহে দশ জন নিহত হয়েছে। মাত্র কিছু দিন আগে পাকিস্তানের করাচী শহরে শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গায় ছয় জন নিহত ও বহু আহত হয়েছে। আসলে এ উপমহাদেশে ধর্মে ধর্মে, সধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন বর্নের মধ্যে অন্তর্ঘাত লেগেই থাকে।বিশ্ব ব্যাপী এসব উৎপাত অবশ্যই অজ্ঞতার পরিচয় বহণ করে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা স্বাভাবিক ও সচেতনভাবে এ অজ্ঞতাগুলো সূচারুরূপে জিইয়ে রাখে। এ জন্য তাঁদের সাফল্য প্রায় দেখা যায়। জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে তাঁরা অত্যন্ত পটু।[২১]

মনে রাখতে হবে, কায়েমী স্বার্থের সংগে এদের ধর্ম নির্ধারিত হয়। প্রকৃত মহান ইসলাম ধর্মের সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকেনা। যেটুকু থাকে তা বহিরঙ্গ, মুখোশ, কিছু ক্রিয়াচার এবং ধার্মিকতা জাহিরের বহিরঙ্গ।[২২]

সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতিতে জাতীয় ঐক্যমত্য ও সমঝোতা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে, বুদ্ধিজীবি মহল এ বিষয়গুলো বেশ গু রুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করছেন। এ আলোচনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচেছ, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও নীতিমালা সম্পর্কে ঐক্যমত ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[২৩]

সাম্প্রদায়িকশক্তির কাছে সমাজ বিজ্ঞান নেই, ইতিহাস তত্ত্ব নেই, জ্ঞান যুক্তি বিচারের জায়গা নেই, আছে ধর্মের জিগীর-যার ভাষ্য তফসীর শুধু তাদেরইকৃত। অপরের ব্যাখ্যা নাকচ, বাতিল। মোট কথা ওদের আদল ছদ্মবেশ, মুনাফেকী তথা ভন্ডামির মুখোশে আবৃত। সে মুখোশ খোলে সাম্প্রদায়িকদের আসল চেহারা দেখতে হবে সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের লক্ষ্যে।[২৪]

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের নির্মূলন ব্যতীত এ দেশে কখনো গণতন্ত্র নিরাপদ হবে না, বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ তৈরী হবে না, প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার বিকাশ হবে না। একটি সিভিল সমাজ গঠন করার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনেও মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। এ দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তি বর্গ যত দ্রুত এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন ততই তা সমাজের জন্য দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

কাজেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার আদর্শকে সাধারণ মানুষের মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিত করা অত্যাবশ্যক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে বাঙ্গালী- বাংলাদেশীর কৃত্রিম কুটতর্কের জন্ম দিয়েছে তার নিরসন এর মধ্যে দিয়েই তরান্বিত হবে। হিন্দু-মুসলিম মিলিত বাঙ্গালীর উৎসবগুলোকে সচেতনভাবে ব্যাপক ভিত্তিতে উদ্‌যাপনের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। ১লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ, বসন্ত বরণ, নবান্ন, পৌষমেলা প্রভৃতি ঋতুভিত্তিক উৎসব সমূহকে আরো প্রাণবন্ত করার সুযোগ রয়েছে। এ সব উৎসব উদ্‌যাপনে রাষ্ট্র যদি পৃষ্ঠপোষকতা দান করে তা হলে রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি মজবুত হবে।[২৫]

আদি যুগের অশিক্ষিত মানুষের জীবন ধারায় এ সাম্প্রদায়িক মনোভাব মেনে নেয়া যেত, কিন্তু সময়ের স্রোতে সিঁড়ি ডিঙ্গেয়ে পৃথিবীর বয়স বেড়েছে, মানুষের শিক্ষা মনের আধুনিকতায় পরিপূর্ণতা এসেছে কিন্তু এ ইমোশনাল বিষয়টির পরিকল্পিত নিরপেক্ষ সমাধানে পৌছাতে পারেনি। কোন দেশের কোন রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী। উপরন্ত সভ্যসমাজের অনেক মানুষ এ বিষয়টি আরো আধুনিক প্রক্রিয়ায় সুস্থ মস্তিষ্কে সাহসিক ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রদায়িক জটিলতার গুরুত্ব বাড়িয়ে যাচেছ দিন দিন। তাই বিষয়টির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তরিকতম ভূমিকা এবং জনগণের সহমর্মিতায় নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব। সময়ের পথ চেয়ে এ জাতি শুভদিন নমনীয় সুস্থ মনের মানুষের প্রত্যাশা করবে সুন্দর সুখী পৃথিবীর জন্যে।[২৬]

মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সুখী ও সৎ জীবন যাপনের জন্য মানবিক গুণাবলী ও অনুসন্ধানী মনের অধিকারী হওয়া। একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ আরেকজন মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে চায়। সে ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ, দেশ প্রেমিক কি দেশ বৈরী এ সবই তার কাছে মুখ্য। ঐ মানুষটি হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ না খৃষ্টান, এসব তার কাছে গৌণ। ধর্মাচরণ তার কাছে একান্তভাবেই ব্যক্তিগত বিষয়। আরেকজন মানুষ মন্দির মসজিদ কিংবা গীর্জায় প্রার্থনা করতে যায় কিনা তা জানতে সে তেমন উৎসাহী

Dhaka University Institutional Repository

নয়। তার কাছে নিজের সম্প্রদায়ের একজন অসৎ মানুষ শুধু তার নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই অন্য সম্প্রদায়ের একজন সৎ মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হয় না, অসাম্প্রদায়িক মানুষ যান্ত্রিকভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে গুরুত্ব দেয়না। সে গুরুত্ব দেয় মানুষের হৃদয়কে।[২৭]

কিন্তু তার পরেও যে দুঃখজনক সত্য বার বার চোখে ধরা পড়ে তা হলো সাম্প্রদায়িকতা এবং তার নানাবিধ রূপ প্রতিরোধে আমাদের দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো আদৌ যথাযথভাবে সক্রিয় নন, এদেশের এ দলগুলোও মধ্যবিত্ত প্রভাবান্বিত এবং এ মধ্যবিত্ত যে, সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন, সেক্ষেত্রে দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক যথেষ্ট পরিমানে অসাম্প্রদায়িক তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তুলনায়।[২৮]

যে কোন রাষ্ট্র কতটা সম্প্রদায় ভিত্তিক বৈষম্য সহ্য করতে পারে, তার একটি মাত্রা রয়েছে। এ মাত্রা অতিক্রম করলে অন্তর্গত অসংহতি বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন কি বহির্গত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ও বেড়ে যায়। বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়বে, ভিতরের ও বাইরের সমস্যাও তত বাড়বে। পাশা পাশি বৈষম্য যতটা সংকুচিত করা যাবে, সংকটের সম্ভাবনাও ততটা হ্রাস পাবে। এ নিয়ন্ত্রিত মাত্রা অর্জন সম্ভব একাধিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এদের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার 'সম্ভাব্য' সুষম বন্টন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে গ্রহণ ও বর্জনের অবিভাজ্য প্রতীক নির্মান এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভীন্ন মানদন্ড প্রতিষ্ঠা।[২৯]

গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের তাই আর কাল বিলম্ব না করে গণতন্ত্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মৌলিক মানবাধিকার যথাযথ অর্থে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মনে দীর্ঘকাল ব্যাপী সৃষ্ট অনাস্থা দুর করে আস্থার ভাব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মৌলবাদ ও মৌলবাদী শক্তিকে পরাস্ত ও উৎখাত করার লক্ষ্যে এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করে উন্নয়নের পথে দেশকে অগ্রসর করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে অবিলম্বে কার্যকর ঐক্য গড়ে তুলে সমাজদেহ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলার কাজে আত্ম নিয়োগ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, দ্বিমাত্রিক তত্ত্বের

Dhaka University Institutional Repository

কুফল প্রতিরোধ এবং সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আর কোন বিকল্প পথ নেই- নেই অবকাশ অবহেলা ভরে মূল্যবান সময়কে আর অপচয় করার।[৩০]

তাই বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্যই আজ দেশে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার প্রয়োজন। বর্তমানে সঠিকভাবে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার ধারায় যদি জনমতকে উদ্বুদ্ধ করা না যায় তাহলে সকল পর্যায়ের উন্নয়নের উদ্যোগ পদে পদে হোঁচট খেতে বাধ্য। আর এ কারনেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা বিস্তারের জন্য ব্যাপক সচেতন উদ্যোগের প্রয়োজন। তার পরও পুরানো ইতিহাসের জের দূর করাটা যে সহজ নয় তা ভূলে যাওয়া অন্যায় হবে। কাজটাকে সহজ করে দেখে লাভ নেই। তার উপর আজকাল ধর্মীয় মৌলবাদী বা রক্ষণশীল ধ্যান ধারণাকে মদদ দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক শক্তির অভাব নেই। ফলে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শক্তির সবারই সমভাবে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। সাম্প্রদায়িকশক্তির অব্যাহত প্রভাবের অর্থ হলো জাতি হিসেবে আমাদের স্থবিরতা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত সমস্যা। প্রশ্ন হলো জাতি হিসেবে এ প্রভাব কাটিয়ে উঠা যাবে কি?[৩১]

এ কথা ঠিক যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীতা করেই এ দেশে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন, নানা সময়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন এবং তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবান আত্মদানের ঘটনা এবং সর্বোপরী ১৯৭২ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো ও জনগন গু রুত্ব পূর্ন অবদান রেখেছেন।[৩২]

আর তাই গণতন্ত্রের সংগাটি আবার সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া দরকার। যে গণতন্ত্রে ভোট ডাকাতি, বুথ দখল আর অর্থ দিয়ে ভোটার কিনা সম্ভব, সেখানে এর তেমন ভূমিকা কি আর থাকতে পারে; তবে গণতন্ত্র আসলেই যেখানে গনের তন্ত্র অর্থাৎ সাধারণ সকল মানুষ যেখানে সচেতন- বিজ্ঞান মনস্ক-বোধবুদ্ধি সম্পন্ন-পরমতসহিষ্ণু- শ্রদ্ধাবোধ-ন্যায়বোধ-শ্রেয়বোধ-মানবতাবোধে জড়িত, বাকস্বাধীনতায়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বস্ত এবং 'মানুষ মানুষের জন্য' বিষয়টি সোচচারে উচচারিত, সেখানেই কেবল অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভব।[৩৩]

আজকের যন্ত্রের যুগে সমস্ত পৃথিবী একটি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এ অঞ্চলের চার পাশেই বাস করছে যেন গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ। এ কালের ধর্মীয় জাতি রাষ্ট্র ইসরাইলেও কেবল ইহুদীরা বাস সম্ভব হচেছ না। অন্যদেরও রাষ্ট্রে ঠাঁই দিতে হচেছ। এ যুগে কোন ভাষার ও ধর্মের মানুষ স্বাতন্ত্র্যে বাস করতে পারে না, পারবেনা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শহরে-বন্দরে-বাজারে পৃথিবীর নানা দেশের, নানা বর্নের, ধর্মের, ভাষার, মতেরও পথের মানুষকে ঠাঁই দিতেই হবে। সম্পর্ক সংযোগ রাখতে হবে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে। এ কাল হচেছ লগ্নি-পুঁজির, বাণিজ্য-পুঁজির ও শিল্প-পুঁজির আকারে বিশ্ববাজারে অর্থ সম্পদ লেনদেন করার কাল। চিন্তা-চেতনায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা আজ আর কার পক্ষেই সম্ভব হবে না। রাজনীতি সম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হত্যাও একটা আদি-ব্যাধি মাত্র। এর যুগে সব আদি-ব্যাধির-প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হচেছ, ঔষধ মিলছে, এরও প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হবেই। কারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মতোই মানষউৎকর্ষ ও ঘটছে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষ গৌত্রিক, গোষ্ঠীক, ভাষিক, দৈশিক, রাষ্ট্রীক ও সাংস্কৃতিক প্রীতি পরিহার করে বৈশ্বিক ও বিশ্ব মানবিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে অভিন্ন মানবিক, সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রচারক হয়ে উঠবে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-প্রতারণা-ষড়যন্ত্র-হত্যা প্রভৃতিও কমবে। মানুষ সহ ও সমস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগীতায়, সৌজন্যে, সহাবস্থানে দায়বদ্ধ হবে-এ আশায়, আশ্বাসে ও প্রত্যাশায় থাকবে ও বাঁচবে মানুষ।[৩৪]

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এ দেশে সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান, তাহলে গণতন্ত্রের প্রধাণতম শর্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। কথা, নীতি ও কাজে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী শক্তি হিসেবে আওয়ামীলীগকে দোদুল্যমানতা পরিহার করে সর্বোচচ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে সংগঠনের তৃণমূল পর্যন্ত চিন্তা-চেতনা-কর্মকান্ডে সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা অধ্যাপক বদ রুদ্দোজা চৌধুরী তাঁর নিবন্ধে দলের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যা উপস্থাপন করেছেন, তাও যদি দলের ঘোষণাপত্র, আদর্শ, কর্মসূচী,

Dhaka University Institutional Repository

ইশতেহার এবং কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয় গণতান্ত্রিক দল হিসেবে সবার কাছেই সম্মানিত হবেন। জাতীয় পার্টিকে অতীত পর্যালোচনা করে তার বর্তমান ভূমিকাকে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বাম গণতান্ত্রিক দলগুলোকে চিন্তার পাশাপাশি কাজেও বলিষ্ঠ হতে হবে।[৩৫]

সবশেষে বলা যায়, বৃটিশের ভেদনীতির দ্বারা যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপন করা হয়েছিল তা আজ এদেশে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। এদেশের রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কারনেই বিভক্ত হয়েছিল দেশ, বিভক্ত হয়েছিল বিষয় সম্পত্তি এবং মানুষের মন, ধর্মের অজুহাতেই মানুষের হাত রঞ্জিত হয়েছে মানুষের রক্তে, ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেই এ উপমহাদেশকে পরিণত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার চারণভূমিতে। এজন্যে যেমন মুসলমানদের অপবাদ দেয়া যায়না, তেমনি হিন্দুদের দোষারোপ করা ও হবে সত্যের অপলাপ। মূলতঃ সাম্প্রদায়িকতা কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল ও শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থের হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কাজেই সাম্প্রদায়িকতার জন্য শুধু ধর্মকে দায়ী করা উচিত হবে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো গুলোর সংগেই এ সমস্যা সম্পর্কিত, সে সাথে সাম্প্রদায়িকতা যে একটা মানষিক ব্যাপার সেটাও স্বীকার করতে হবে। আর তাই বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে গণমানষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটানো দরকার। সে সাথে একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের পরিচয় উদঘাটন করতে হবে। কেননা ভারতকে যদি একটি 'হিন্দু' রাষ্ট্র হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে ভারত বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এদেশে আরো জোরদার করে তোলা হবে। ভারতকে একটি 'হিন্দু' রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে একটি প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করেই ভারতীয় জনগণের নয়, ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরোধীতা করতে হবে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকেও দলীয় কর্মসূচীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধের সংযোজন করতে হবে। সরকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমেও সামাজিক মূল্যবোধ ও সম্প্রীতি বিনষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল হতে পারে। তানা হলে জাতীয় জীবন থেকে সাম্প্রদায়িকতার অবসান সম্ভব হবেনা। কেবল প্রশাসকবর্গ-পরিকল্পনাবিদগণ কর্তৃক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এক নম্বর শত্রুরূপে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য সাধনের বাস্তব

Dhaka University Institutional Repository

সম্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। সাম্প্রদায়ীকতার ক্ষতি প্রতিটি দেশবাসীকেই উপলব্ধি করতে হবে। অতএব, এ দেশে সৃজনশীলতা অব্যাহত থাকুক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদার হোক, সাম্প্রদায়িকতার মত যাবতীয় বদ্ধচিন্তার অবসান হোক। আর এভাবেই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. লতা হোসেন (সম্পাদিত), "প্রসংগঃ সাম্প্রদায়িকতা", গদ্য বিরানব্বই, ঢাকাঃ সানন্দ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃঃ ৯।

২. সালাহউদ্দিন আহমদ (উপদেষ্টা), সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৭।

৩. মোহাম্মদ আসগর খান (সম্পাদিত), ইসলাম রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পাকিস্তান-অভিজ্ঞতা, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, পৃঃ ৮।

৪. ঐ, পৃঃ ১৪।

৫. মুহাম্মদ আবদুল কাদির, ধর্মের নামে রাজনীতি, ঢাকাঃ প্রবাসমঞ্জিল, জুলাই ১৯৯৯, পৃঃ ১৭।

৬. আলী রীয়াজ (সম্পাদনা), সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ঢাকাঃ অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১০।

৭. মুহাম্মদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃঃ ২১।

৮. আলী রীয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

৯. মোহাম্মদ আসগর খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

১০. আজিজুর রহমান আসাদ, মৌলবাদের চেহারা চরিত্র একটি ধর্মতাত্ত্বিক,সমাজ তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ঢাকাঃ চারদিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৮৩।

১১. মাওলানা আবদুল আউয়াল, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃঃ ৮১।

১২. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

১৩. মাওলানা আবদুল আউয়াল, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯,পৃঃ ৮১।

১৪. আলী রীয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮।

১৬. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

১৭. সালাহ্ উদ্দিন প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

১৮. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

১৯. মাওলানা আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।

২০. আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ ঃ জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি, ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৯৯।

২১. মোহাম্মদ আসগর খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

২২. ঐ, পৃঃ ৮৬।

২৩. আলী রীয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

২৪. ঐ, পৃঃ ১৩।

২৫. ডঃ নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে, ঢাকাঃ শাশ্বত প্রকাশন, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ১৫।

২৬. আলী রীয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৭. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৮. ঐ, পৃঃ ৯।

২৯. ঐ, পৃঃ ১৭।

৩০. ঐ, পৃঃ ৭৮।

৩১. সালাহ্ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২।

৩২. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।

৩৩. সালাহ্ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৩৪. লতা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

৩৫. সালাহ্ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট (ক)

Dhaka University Institutional Repository

সারনী - ২০.১

ধর্ম অনুসারে শিক্ষিতের হার, ১৯২১-৩১

	শিক্ষিতের %		ইংরেজী শিক্ষিতের %	
	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১
মুসলমান	৫.০	৫.৭	০.৫	১.০
হিন্দু	১৪.১	১৪.০	২.৮	৩.৪
অন্যান্য ধর্ম	৯.৮	৯.৪	১.৬	২.১

ধর্ম অনুসারে শিক্ষিতের হার (বিভাগ ওয়ারি), ১৯৩১

বিভাগ	শিক্ষিত %		মাতৃ ভাষায় শিক্ষিত %	ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত %
বর্ধমান	মুসলমান	৯.৬৪	৮.৪১	১.২৩
	হিন্দু	১৩.৬২	১১.১১	২.৫১
প্রেসিডেন্সি	মুসলমান	৬.০১	৪.৮২	১.১৯
	হিন্দু	১৬.২৭	১০.৬৮	৫.৫৯
রাজশাহী	মুসলমান	৫.৩৬	৪.৬৬	০.৭০
	হিন্দু	৭.৫৮	৫.৮৮	১.৭০
ঢাকা	মুসলমান	৫.৩৪	৪.৩৩	১.০১
	হিন্দু	১৫.৮৬	১২.০৯	৩.৭৭
চট্টগ্রাম	মুসলমান	৫.৬৮	৪.৭৮	০.৯০
	হিন্দু	১৮.৩৭	১৪.৮৯	৩.৪৮

উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস", বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খন্ড, ১৯৯৩, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃঃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.২

১৯১৩ সালে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের চাকুরিতে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থা

	হিন্দু		মুসলিম	
প্রদেশ	মোট জনসংখরা	প্রাপ্ত পদের (%) সব পদের মধ্যে	মোট জনসংখ্যার (%)	প্রাপ্ত পদের (%) সব পদের মধ্যে
বাংলা	৪৪.৮০	৮৪.৭	৫২.৭৪	১০.৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৮২.২৪	২	১০.৬৩	২২.৭
ইউ পি, আগ্রা ও অযোধ্যা	৮৫.৩২	৬০.১	১৪.১১	৩৪.৭

সূত্র ঃ ইমরান হোসেন, বাংঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী; চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৯৩ পৃঃ ৪৪।

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলায় জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের চাকুরীর হার কম। অন্যদিকে বাকী দু'প্রদেশে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অবস্থায় জনসংখ্যার তুলনায় ভাল। বাঙ্গালী মুসলমানরা যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের চেয়ে পশ্চাদপদ ছিল এ তথ্যে তারই প্রমাণ মেলে। অবশ্য উচচ শিক্ষায় বাঙ্গালী মুসলমানদের পশ্চাদপদতাকে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁদের এ প্রতিকূল অবস্থার জন্য দায়ী করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.৩

কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ঃ ১৯১৭

হিন্দুদের মূল ভাষা ঃ সম্প্রদায় সংস্কৃত, পালি ও বাংলা		মুসলমানদের মূল ভাষা ঃ আরবী, ফার্সী	অন্যান্য বিষয়
হিন্দু	১৩৭	-	৯১২
মুসলিম	-	৩৩	৩৭
খৃষ্টান	-	-	১১৬
মোট	১৩৭	৩৩	১০৬৫

সূত্রঃ ঐ, পৃঃ-৪৪

উপরের সারণীতে দেখা যায় যে, মুসলমানরা তখনো চাকুরিতে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে, ১৯১১-১২ সালে পূর্ববঙ্গে যেখানে মাত্র ১৫ জন ছাত্র বি.এ, বি. এসসি পাস করেছিলেন ১২৭ সে স্থলে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে কলেজ শিক্ষকতায় ৭০ জনের নিয়োগ নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও চাকুরিতে মুসলিম সমাজের উন্নতির ইতিবাচকতার সূচক। শুধু তাই নয়, ১৯২২ সাল থেকে ১৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ৫০% ছিলেন মুসলমান। বিশ শতকের বিশের দশকে সরকারি চাকুরিতেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.৪

প্রাদেশিক একজিকিউটিভ ও জুডিশিয়াল সার্ভিসে মুসলমান সংখ্যা ঃ ১৯১৩-২৪
(শতকরা হারে)

	১৯১৩		১৯২৪	
	হিন্দু (%)	মুসলিম (%)	হিন্দু (%)	মুসলিম (%)
একজিকিউটিভ	৭২.৯	১৮.১	৭৫	২৫
জুডিশিয়াল	৯৫.৫	২.৫	৯৪	৬

সূত্রঃ ঐ, পৃঃ-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.৫

বিভিন্ন নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা

বিভাগ	শতকরা হিন্দু সংখ্যা	শতকরা মুসলিম সংখ্যা
আবগারি	৬৩	৩৭
শিক্ষা	৭০	৩০
পশু চিকিৎসা	৮৯	১১
কৃষি	৯৪	৬
চিকিৎসা	৯৭.৫	২.৫
পূর্ত	৯৮.৫	১.৫
বন	১০০	০০

সূত্র ঃ ইসলাম দর্শন, আশ্বিন, ১৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.৬

১৯৪০ সালে বিচার, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিভাগভিত্তিক তালিকা

বিভাগ	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য
প্রেসিডেন্সি	৩১৮	১৮৩	১৬
বর্দ্ধমান	৩৫১	১৪০	১৫
চট্টগ্রাম	১২৮	১২০	১৩
ঢাকা	৩২৬	২৩৩	২৬
রাজশাহী	২৯৬	২১৬	১৭
মোট	১৪১৯(৫৯.১৪%)	৮৯৩(৩৭.২২%)	৮৭

সূত্র ঃ ইমরান হোসেন, বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী; চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃঃ-৪৮

এ সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ পাঁচ বিভাগের মোট ২৭টি জেলার মধ্যে মাত্র নোয়াখালী, বগুড়া ও মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান চাকুরী প্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল সমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২০.৭

সেক্রেটারি ও বিভাগীয় প্রধাণদের তালিকাঃ সম্প্রদায়ভিত্তিক

পদের নাম	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য
সেক্রেটারী	২	১	৮
এডিশনাল সেক্রেটারি	-	-	১
জয়েন্ট সেক্রেটারি	-	১	২
ডেপুটি সেক্রেটারি	৪	-	২
আন্ডার সেক্রেটারি	-	১	২
অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি	৯	৮	-
স্পেশাল অফিসার	৩	২	১
অন্যান্য কর্মকর্তা	৩	৫	-
মোট	২১	১৮	১৬
বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান	৮	৪	১৫
সর্বমোট	২৯	২২	৩১

সূত্র ঃ ঐ, পৃঃ - ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২১.১

পাকিস্তানে দুই অঞ্চলে কর্মনিয়োজনের বিন্যাস

ক. পূর্ব বাংলা	সন ১৯৫১	সন ১৯৬২	সন ১৯৬৬-৬৭
কৃষি	৮৪.৭	৮৫.৩	৭৭.৮
শিল্প	৬.৬	৬.০	৯.৬
সেবা	৮.৭	৮.৭	১২.৬
খ. পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬-৬৭
কৃষি	৬৫.৩	৫৯.৩	৫৩.৪
শিল্প	১১.৬	২৯.২	২৫.৪
সেবা	২৩.১	১০.৫	২১.২

উৎস ঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত),"সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস", বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২১.২

১৯০১-১৯৬১ সময়কালে আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক তুলনামূলক অবস্থান

আদম শুমারির বছর	মুসলমান (%)	হিন্দু (%)	অন্য ধর্মাবলম্বী (%)
১৯০১	৬১.৩৪	৩১.৪৬	৭.২০
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৯৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১
১৯৬১	৮০.৪৩	১৮.৪৫	১.১২

উৎসঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), "অর্থনৈতিক ইতিহাস", বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খন্ড, ১৯৯৩. ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ. পৃঃ ৫৭১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২১.৩

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান (২-১)	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) (২-১)/২) × ১০০
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস ঃ ঐ, পৃঃ -৬১৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২১.৪

প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বন্টন ১৪৮/৪৯-১৯৬৮/৬৯

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
(ক) সর্বোচ্চ মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত ডলার সাহায্যের ব্যয় (বিলিয়ন টাকার হিসেবে)			
১. ১৯৪৮/৪৯ — ১৯৬০/৬১ %	৪.৮৪ ৩১.০	১০.৭৭ ৬৯.০	১৫.৬১ ১০০
২. ১৯৬১/৬২ — ১৯৬৮/৬৯ %	১৪.৪৯ ৩১.৫	৩১.৪৮ ৬৮.৫	৪৫.৯৭ ১০০
৩. মোট (%)	১৯.৩৩ ৩১.৪	৪২.২৫ ৬৮.৬	৬১.৫৮ ১০০
		কেন্দ্র ৩৯২	
(খ) ডলারে সাহায্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলারের হিসেবে) %	১৯৪১ ৩০.১	৪১০৬ ৬৯.৯	৬৪৩৯ ১০০
(গ) মার্কিন ডলারে (১০ লক্ষ ডলার) প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য			
১. ১৯৪৭-৬০ (%)	৫৪২ ২৬.৩	১৫১৬ ৭৩.৭	২০৫৮ ১০০
২. ১৯৬০-৭০ (%)	১৪৮২ ২৬.৪	৪১০০ ৭৩.৫	৫৫৮২ ১০০
৩. মোট (%)	২০২৪ ২৬.৪	৫৬১৬ ৭৩.৬	৭৬৪০ ১০০
(ঘ) ডলারে ব্যয়িত সাহায্যের গঠন (১০ লক্ষ ডলারের হিসেবে)			
১. কারিগরী সহায়তাসহ প্রজেক্ট সাহায্য (%)	৮২৫ (২৫.২) ৪২.৩	২১২৭ ৫১.৮	৩২৭১ ৫০.৮
২. প্রজেক্ট বহির্ভূত ও পণ্য সাহায্য (%)	৬৭১ (৩৪.৮) ৩৪.৬	১২৪৮ ৩০.৪	১৯২৭ ২৯.৯
৩. খাদ্য সাহায্য (%)	৪৪৫ (৩৫.৯) ২২.৯	৭১১ ১৯.৩	১২.৪১ ১৯.৩
৪. মোট	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯

উৎস ঃ ঐ. পৃঃ - ৬৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ২২.১

বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামের পাটি এলিটদের (কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ) ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ, মার্চ ১৯৮১।

ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বয়স		
৬০ ও তার উপর	৪	৮
৫০ থেকে ৫৯	১০	২১
৪০ থেকে ৪৯	১৮	৩৮
৩০ থেকে ৩৯	১৩	২৭
২০ থেকে ২৯	৩	৬
সর্বমোট	৪৮	১০০
শিক্ষা		
ম্যাট্রিক	৩	৬
উচ্চমাধ্যমিক	১	২
স্নাতক	১৫	৩২
এম এ	১৬	৩৩
অর্থডক্স ধর্মীয় শিক্ষা	১০	২১
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য	৩	৬
সর্বমোট	৪৮	১০০
পেশা		
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	২০	৪২
কলেজ শিক্ষক	৩	৬
স্কুল শিক্ষক	৫	১১
আইন ব্যবসায়ী	৪	৮
কৃষক	৮	১৭
নিম্ন বেতনভুক সরকারী চাকুরে	৪	৮
অন্যান্য	৪	৮
সর্বমোট	৪৮	১০০

উৎস ঃ ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু, "বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামী আন্দোলন ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ", বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা- ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১২৯-১৩০

টেবিলে দেখা যায় শতকরা ৩৩ জন উচ্চ স্তরের জামায়াত নেতাদের বয়স ৪০ বছরের নীচে। শতকরা ৭১ জন নেতার বয়স ৪০ -এর কোটায় এবং তার নীচে। বয়সের কাঠামো থেকে বোঝা যায় জামায়াতের নেতৃত্ব এসেছে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মধ্য থেকে। শিক্ষার ডাটায় দেখা যায় মৌলবাদী আদর্শের ধারক হওয়া সত্ত্বেও জামায়াত পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শতকরা ৬৭ জন নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় নেতারা প্রধানতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। শতকরা ৯০ জন সদস্য এবং সহযোগী সদস্য নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৭ ও ১৯৮১ সনের পাটি এলিটদের তুলনামূলক আলোচনার জন্য ২নং তালিকার সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ২২.২

বাংলাদেশ জামায়াত-ই- ইসলামের পাটি এলিটদের (কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ) ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বয়স		
৭০ বছর এবং তার উপর	২	২
৬০ থেকে ৬৯	৯	১০
৫০ থেকে ৫৯	১৯	২০
৪০ থেকে ৪৯	৪০	৪৩
৩০ থেকে ৩৯	২৩	২৪
২০ থেকে ২৯	১	১
সর্বমোট	৯৪	১০০
শিক্ষা		
নন্‌ম্যাট্রিক	৩	৩
ম্যাট্রিক	৩	৩
উচ্চমাধ্যমিক	৪	৪
স্নাতক	২৯	৩১
এম এ	৩৪	৩৬
মাদ্রাসা শিক্ষা	১৭	১৮
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য	৫	৫
সর্বমোট	৯৪	১০০
পেশা		
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	২০	২১
কলেজ শিক্ষক	২০	২১
স্কুল শিক্ষক	১৩	১৪
আইন ব্যবসায়ী	৫	৬
কৃষক	১১	১৫
নিম্ন বেতনভুক সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী	১৪	১৫
সাংবাদিকতা, ডাক্তারী ও অন্যান্য	১১	১২
সর্বমোট	৯৪	১০০

উৎস ঃ ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩১

১৯৮১ সনে শতকরা ৭১ জামায়াত নেতাদের বয়স ছিল চল্লিশের কোটায় বা তার নীচে; পক্ষান্তরে ১৯৮৭ সনে ঐ বয়সী নেতারা ছিলেন শতকরা ৬৮ জন। বিষয়টি লক্ষ্য করবার মত, কেননা পার্টি এলিটদের সংখ্যা ১৯৮১ সনের (৪৮) তুলনায় ১৯৮৭ নওে প্রায় দ্বিগুণ (৯৪)। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে জামায়াত নেতৃত্ব অব্যাহত ভাবে তরুণদের মধ্যে থেকে আনঠে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ১৯৮৭ সনে ৭১ ভাগ ও ১৯৮১ সনে ৬৭ ভাগ নেতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। ১৯৮১ ও ১৯৮৭ সনের নেতৃবৃন্দর সামাজিক পটভূমিতে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা সবাই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইসলামী ছাত্র শিবির (শিবির) জামায়াতের সদস্য সংগ্রহের প্রধানতম উৎস। শিবির এর জনক প্রতিষ্ঠান (parent organisation) জামায়াতের অনুরূপ সংগঠনই গড়া। এর সদস্যদেরকে ও বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শিবিরের পূর্ণ সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫,০০০ জন। ঐ সময় সমগ্র বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাই স্কুলে শিবিরের ১,০০০০০ জন ছাত্র সমর্থক ছিল বলে শিবির নেতারা দাবী করে। ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বরে শিবিরের পূর্ণ সদস্য ছিল প্রায় ৩০০ জন, সহযোগী সদস্য প্রায় ৬০০০ জন ও কর্মী প্রায় ৪০,০০০ জন। এ মৌলবাদী আন্দোলনের পেঠনে কোন ধরনের সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল ৩ ও ৪ নং টেবিলে শিবির নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য থেকে তা অনুমান করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ২২.৩

শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ, (মার্চ ১৯৮১)।

ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
পড়া শোনার বিষয় সমূহ		
রাষ্ট্র বিজ্ঞান	৬	৩৫
ইংরেজী	৪	২৩
অর্থনীতি	২	১২
ইতিহাস, সাংবাদিকতা, ডাক্তারী ও ওকালতি	৫	৩০
সর্বমোট	১৭	১০০
পিতাদের পেশা		
কৃষি	৮	৪৭
কৃষি/ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫	২৯
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১	৬
স্কুলে শিক্ষকতা	২	১২
নিম্ন বেতনভুক সরকারী চাকুরে	১	৬
সর্বমোট	১৭	১০০
পিতাদের শিক্ষা		
প্রাইমারী	১২	৭০
নন্‌মেট্রিক	২	১২
মেট্রিক	১	৬
স্নাতক	১	৬
মাদ্রাসা শিক্ষা	১	৬
সর্বমোট	১৭	১০০

উৎস ঃ ঐ, পৃষ্ঠা - ১৩২-১৩৩

টেবিলে দেখা যায় শিবিরের সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতাই আধুনিক বিষয়ে লেখাপড়া করছে। তাদের অধিকাংশই গ্রামের নিম্ন মধ্য বিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। অধিকাংশই পিতা অল্প লেখা পড়া জানে এমন পরিবার থেকে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ২২.৪

শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭)

ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
পড়া শোনার বিষয় সমূহ		
রাষ্ট্র বিজ্ঞান	৫	২৮
সমাজ বিজ্ঞান	১	৫.৫
অর্থনীতি	২	১১
লোক প্রশাসন	১	৫.৫
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১	৫.৫
ডাক্তারী	৩	১৬.৫
কৃষি, ব্যবস্থাপনা ও আইন	৫	২৮
সর্বমোট	১৮	১০০
পিতাদের পেশা		
কৃষি	২	১১
কৃষি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৮	৪৪
স্কুল শিক্ষক	১	৬
ধর্ম প্রচারক	১	৬
নিম্নবেতন ভুক্ত সরকারী কর্মচারী	৪	২২
হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ও অন্যান্য	২	১১
সর্বমোট ঃ	১৮	১০০
পিতাদের শিক্ষা		
প্রাইমারী	৩	১৬.৫
নন ম্যাট্রিক	৫	২৮
মাদ্রাসা শিক্ষা	২	১১
হোমিও প্যাথ	১	৬
ম্যাট্রিক	৪	২২
স্নাতক	৩	১৬.৫
সর্বমোট ঃ	১৮	১০০

উৎস ঃ ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৩-১৩৪

১৯৮১ ও ১৯৮৭ সনের কেন্দ্রীয় নেতাদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮৭ সনের শিবির নেতারা একই ধরনের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের পিতারা পেশায় গ্রামীণ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ভুক্ত. ১৯৮১ সনে শতকরা ৭৬ জন ও ১৯৮৭ সনে শতকরা ৫৫ জন। ১৯৮৭ সনে উল্লেখিত অন্যান্য পেশা যেমন-নিম্নপদের সরকারী চাকুরী, স্কুল শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক এবং হোমিওপ্যাথ ডাক্তার- এদেরকেও বাংলাদেশে নিম্ন মধ্য বিত্তই ধরা হয়। পিতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সনে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তদের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও ম্যাট্রিক ও নন ম্যাট্রিকের সংখ্যা শতকরা ৮৩ জন।

জামায়াত মহিলা শাখার তৎপরতা জানতে সম্ভবতঃ অনেকেই বিশেষ কৌতুহলী হবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -এই দু'টি বড় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যদিও দু'জন মহলা তবুও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহলাদের সিষ্টেম্যাটিক অংশ গ্রহণ তেমন দেখা যায় না। জামায়াতের মহিলাদের নেত্রীরা (১৯৮৭ সনের সেপ্টম্বরে যাদের সংখ্যা ছিল ৭৯) জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার ও তাদের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য খুব তৎপরতার সাথে দ্বারে দ্বারে যাতায়াত করে। কারা এই মহিলা যারা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামায়াতের আদর্শ প্রচার করছে? ৫নং টেবিলের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের "সামাজিক অবস্থান" সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ২২.৫

১৯৮৭ সালে জামায়াতের মহিলা পূর্ণ সদস্যদের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

ডেমোগ্রাফিক		
বয়স		
৬০ বছর এবং তার উপরে	৬	৮
৫০ থেকে ৫৯	৮	১০
৪০ থেকে ৪৯	২৬	৩৩
৩০ থেকে ৩৯	২৬	৩৩
২০ থেকে ২৯	১৩	১৬
সর্বমোট	৭৯	১০০
শিক্ষা		
প্রাইমারী	১৫	১৯
নন্‌ম্যাট্রিক	১১	১৪
ম্যাট্রিক	১৩	১৬
মাধ্যমিক	১৪	১৮
স্নাতক	১২	১৫
এম এ	১৪	১৮
সর্বমোট	৭৯	১০০
পেশা		
গৃহ বধূ	৫৬	৭১
সরকারী ও বেসরকারী চাকুরে	৬	৭.৫
শিক্ষকতা	১৫	১৯
অন্যান্য	২	২.৫
সর্বমোট	৭৯	১০০
স্বামীদের পেশা		
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	১২	১৫
স্কুল শিক্ষক	৯	১১
কৃষক	৪	৫
কলেজ শিক্ষকতা	৭	৯
নিম্ন পদের সরকারী ও বেসরকারী চাকুরে	৩১	৩৯
ডাক্তার	৫	৬.৫
উকিল	৪	৫
অন্যান্য	৭	৯
সর্বমোট	৭৯	১০০

উৎস ঃ ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৫-১৩৬

লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, জামায়াত পার্টি এলিটদের শতকরা ৬৮ জনের বয়স চল্লিশের কোটায় এবং তার নীচে, অপর পক্ষে এই বয়সের মহিলা জামায়াত নেত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৮২ জন। বেশি বয়সীদের চেয়ে অল্প বয়সী মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আবেদন বেশ প্রবল বলে মনে হয়।

এ তরুণীরা বেশি শিক্ষিত। ১৯৮৭ সনে পার্টি এলিটদের শতকরা ৭৯ জন ম্যাট্রিক বা তার চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা। একই বছরে জামায়াতের মহিলা নেত্রীদের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৬৭ জন। সার্বিক ভাবে বাংলাদেশে পুরুষের শিক্ষার শতকরা হার ৩৯.৭ জন, অপর পক্ষে, নারী শিক্ষার হার ১৮.৮ জন। নারী পুরুষ শিক্ষিতের হারের এ অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় জামায়াত মহিলা নেত্রীরা একটি শিক্ষিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট (খ)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঃ
একটি পর্যালোচনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান সম্পর্কে একটি জরীপ কাজের প্রশ্নমালা (সংগৃহীত তথ্য কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে।)

মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।	প্রয়োজনীয় স্থানে (√) টিক চিহ্ন দিন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ ----------

নমুনা নং ----------

১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম ঃ

২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বয়স ও লিঙ্গ ঃ

বয়স ঃ	লিঙ্গ ঃ পুরুষ/মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পেশা ঃ

(ক) ছাত্র/ছাত্রী (খ) শিক্ষক/শিক্ষিকা

(গ) রাজনীতিবিদ (ঘ) ব্যবসায়ী

(ঙ) অন্যান্য পেশাজীবি

৪. বাংলাদেশে কাদের আপনি সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করবেন? দল বা সংগঠনের নাম বলুন।

ক. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

খ. জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিমলীগ

গ. জামাত-শিবির

ঘ. সকল মৌলবাদী সংগঠন

ঙ. মৌলবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংগঠিত জনগণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান রাজনৈতিক কারণ কোনটি বা কি কি ?

ক. অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা

খ. ইসলাম ধর্মের অনুকূলে সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ।

গ. সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর গৃহীত বিভিন্ন পলিসির সফলতা।

ঘ. বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের কুটনীতির প্রভাব

ঙ. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে বলে।

চ. একাধিক উত্তর

৬. সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধান অর্থনৈতিক কারণ কোনটি বা কি কি ?

ক. সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি

খ. মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের সাহায্য

গ. ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের শোষিত হওয়ার ঘঠনা মুসলমানদের এখনও আবেগ প্রবণ করে তোলে বলে

ঘ. মুসলমানদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দুরা বা হিন্দুদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মুসলমানেরা এখনও প্রধান অন্তরায় বলে

ঙ. কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদযোগায় বলে

চ. একাধিক উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

৭. সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রধাণ সামাজিক কারণ কোনটি বা কি কি ?

ক. হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ

খ. হিন্দু মুসলিম বিরোধের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

গ. মুলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স

ঘ. হিন্দুদের ভারত প্রীতি ও সুমলমানদের ভারত বিদ্বেষ

ঙ. হিন্দু মুসলিম উভয়ের মানষিক সংকীর্ণতা

চ. রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা একচ্ছত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুক্ষিগত করার হীন প্রবণতা

ছ. এই দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার আচরণ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা

জ. ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

ঝ. ধর্মের প্রতি জনগনের অন্ধ বিশ্বাস

ঞ. একাধিক উত্তর

৮. সাম্প্রদায়িক শক্তি গুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

ক. তাদের ক্ষমতা অত্যাধিক

খ. মোটামুটি শক্তিশালী

গ. শক্তি আছে, তবে সামান্য

ঘ. ক্ষমতা নেই

৯. আপনি কি মনে করেন যে, "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" - আইন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে ?

হ্যাঁ	না

Dhaka University Institutional Repository

১০. ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক কি ?

ক. দু'টিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত
খ. জড়িত তবে সামান্য
গ. দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন

১১. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব কোনটি বা কি কি ?

ক. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারছে না
খ. রাজনৈতিক আধুনিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে
গ. উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না
ঘ. এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে
ঙ. জাতীয় সংহতি আজ হুমকির সম্মুখীন
চ. রাজনীতির ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধ স্বকীয়তা লাভ করতে পারছে না
ছ. সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায়।
জ. একাধিক উত্তর

১২. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব কোনটি বা কি কি ?

ক. সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসে দেশের বিপুল পরিমান সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় যা দেশের অগ্রগতিতে বিরোধ প্রভাব ফেলে।
খ. এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যহত হয়।
গ. এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোষের কারণে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে
ঘ. সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমীস্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালোটাকার পাহাড় তৈরী করছে
ঙ. সংখ্যালঘু শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যাচ্ছে
অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোন প্রভাব রাখে না
একাধিক উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

১৩. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব কোনটি বা কি কি ?

ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

খ. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে

গ. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে

ঘ. সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে

ঙ. মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে

চ. একাধিক উত্তর

১৪. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব কোনটি বা কি কি ?

ক. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত হানে

খ. জনগনের একটি বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মেরই অংশ মনে করছে।

১৫. সাম্প্রদায়িক শক্তি গুলো নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে বলে আপনি মনে করেন ?

ক. এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না

খ. এ ব্যাপারে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই

গ. নারী স্বাধীনতার প্রতি এরা যথেষ্ট সোচ্চার এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বর্তমানে বিভিন্ন প্রগতিশীল বা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ ক্ষেত্রে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারছেনা কেন ?

ক. তাদের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব আছে বলে
খ. তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অথচ প্রয়োজনী যৌথ প্রচেষ্টার
গ. মুখে মুখে তারা সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের কথা বললেও বাস্তবে চায়না বলে
ঘ. সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি তাদের অনেকের কাছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে সহায়ক, তাই তারা এর নির্মূল চায় না বলে শক্তিগ
ঙ. সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির কাছে এরা পরাভূত বলে
চ. সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সাংগঠনিক তৎপরতা জোড়দার বলে
ছ. সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষণ
জ. একাধিক উত্তর

১৭. সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল চালিকা শক্তি কোন টি ?

ক. রাজনৈতিক দল
খ. ধর্ম ও সম্পদায়ভিত্তিক দল সমূহ
গ. ক্ষমতাসীন সরকার

১৮. সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন ঃ

ক. এদের ক্ষমতা দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে
খ. এদের ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকবে
গ. এদের শক্তি বর্তমানে ক্ষীয়মান

১৯. কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষে কি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দকল করা সম্ভব ?

হ্যাঁ না

Dhaka University Institutional Repository

২০. বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে প্রতিরোধের উপায় কি বা কি কি?

ক. ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা

খ. সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনা করা

গ. ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

ঘ. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করা।

ঙ. হিন্দু মুসলিম লেন-দেন, আদান প্রদান ও মেলামেশা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা

চ. পারিবারিকভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা।

ছ. অধিক মাত্রায় গনসচেতনতা সৃষ্টি করা

জ. অপর ধর্ম বা ধর্মাবলীদের প্রতি বিরোধ বা বিদ্বেষমূলক মনোভাবের সৃষ্টি করে সে রকম বিষয় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া।

ঝ. কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেলে তা কঠোর হাতে দমন করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসন করা

ঞ. উপরোক্ত পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে সরকার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করা।

ট. একাধিক উত্তর

"প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য এবং সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ"।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত পাঠ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত পাঠ

আহমেদ, আবুল মনসুর (১৯৬৮) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান),

আসাদ, আজিজুর রহমান (১৯৯৫) , মৌলবাদের চেহারা চরিত্র ঃ একটি ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজ তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, (ঢাকা ঃ চারদিক)।

আকাশ, এম, এম (১৯৮৭) "ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম ব্যবসা", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ২৬, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)

আহমেদ, সালাহউদ্দিন (১৯৯১) "কবি মতিউর রহমান চতুর্থ স্মারক বক্তৃতামালা" - বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, (ঢাকা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়)।

——————— (১৯৯৩) বাংলাদেশ ঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী)।

——————— (১৯৯৯) বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, (ঢাকা ঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন)।

আজাদ, লেনিন (১৯৯৭) উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সমাজ ও রাজনীতি, (ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

আউয়াল, আবদুল মাওলানা (১৯৯৯) বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী)।

আহমদ, মওদুদ (১৯৯২) বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, (ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

আজাদ, সালাম (১৯৯৬) হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশ ত্যাগ করছে, (ঢাকা ঃ সাস পাবলিকেশন্স)।

ইসলাম, মোহাম্মদ জহিরুল (১৯৮৩) বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান)।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (১৯৯৩) "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস", বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খন্ড, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ)

——————— (১৯৯৩) "অর্থনৈতিক ইতিহাস", বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খন্ড, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ)

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭১) পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোল ও তৎকালীন রাজনীতি, (কলকাতা ঃ আনন্দ ধারা প্রকাশনী)।

——————— (১৯৭৪) সংস্কৃতির সংকট, (ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স)।

——————— (১৯৭৫) যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ মুক্তধারা)।

——————— (১৯৮০) বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, (ঢাকা ঃ কাকলী)।

——————— (১৯৮০) সাম্প্রদায়িকতা, (ঢাকা ঃ মুক্তধারা)।

——————— (১৯৮০) সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, (ঢাকা ঃ মুক্তধারা)।

——————— (১৯৮১) যুক্ত পূর্ব বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ মুক্তধারা)।

——————— (১৯৮৪) ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল পত্র, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী)।

——————— (১৯৮৯) বাংলাদেশ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, (ঢাকা ঃ চিরায়ত প্রকাশন)।

Dhaka University Institutional Repository

————————	(১৯৯৩)	নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, (ঢাকা ঃ সূবর্ণ)।
উজ্জামান, হাসান	(১৯৯২)	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ ঃ ঐক্যমত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান, (ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স) ।
————————	(১৯৯২)	বাংলাদেশে ধর্ম ব্যবসায়ের রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন, (ঢাকা ঃ সূবর্ণ)।
————————	(১৯৯২)	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, (ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স)।
কাদির, মুহাম্মদ আবদুল	(১৯৯৯)	ধর্মের নামে রাজনীতি, (সাভার ঃ প্রবাস মঞ্জিল)।
কুতুব, মুহাম্মাদ	(১৯৭৮)	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী)।
কবির, ভূঁইয়া মনোয়ার	(১৯৮৬)	"জামাতে ইসলামী ও ছাত্র রাজনীতি ঃ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের সম্পর্কের পর্যালোচন", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ২৭, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)
কবির, শাহরিয়ার	(১৯৯৩)	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র, (ঢাকা পল্লব পাবলিশার্স)
————————	(১৯৯৬)	সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র, (ঢাকা ঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র)।
————————	(১৯৯৮)	বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, (ঢাকা ঃ অন্যান্য)।
————————	(১৯৮৯)	একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান, (ঢাকা ঃ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র) ।
গেলনার, আর্নেষ্ট	(১৯৮৭)	"মৌলবাদ ঃ বিভিন্ন ধারা", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ২৬, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)
চন্দ্র, বিপান	(১৯৮৪)	কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, (নিউ দিল্লী ঃ বিকাশ পাবলিশিং)।
চন্দ্র, বিপান	(১৯৮৯)	আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, (কলকাতাঃ কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী)।
চৌধুরী, আবদুল গাফ্ফার	(১৯৯৩)	আবদুল গাফ্ফার চৌধরীর তীক্ষ্ণধী কলাম, আমরা বাংলাদেশী না বাঙ্গলী, (ঢাকা ঃ অক্ষর বৃত্ত প্রকাশনী)।
জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দীন খান (সম্পাদিত)	(১৯৮৯)	প্রবন্ধাবলী (দুই), (ঢাকা ঃ উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
————————	(১৯৯৩)	জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদ, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী)।
————————	(১৯৯৫)	রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী)।
টমসন, জর্জ	(১৯৮৯)	ধর্ম ও সমাজ, [An easy on religion এর অনুবাদ], (কলকাতা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী) ।
থাপার, রমিলা, হর বংশ মুখিয়া, বিপান চন্দ্র	(১৯৭৬)	সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, (কলকাতা ঃ কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী)।
নিয়োগী, গৌতম	(১৯৯১)	ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, (কলকাতা ঃ পুস্তক বিপণী) ।
নাহার, সুলতানা	(১৯৯৪)	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, (ঢাকা ঃ ঢাকা প্রকাশন)।
ফারুকী, রশিদ আল	(১৯৮৭)	ধর্ম ও রাষ্ট্র, (ঢাকা ঃ অক্ষর)।
ভৌমিক, নীম চন্দ্র, বাসুদেব ধর	(১৯৯৮)	সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে, (ঢাকা ঃ শাশ্বত প্রকাশন)।

Dhaka University Institutional Repository

মিন্টু, শহিদুল ইসলাম	(১৯৯৫)	পীর গোলাম আযম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশন)।
মোহাম্মদ, হাসান	(১৯৯৩)	জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ, (ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স)।
মোমেন, আবুল	(১৯৯৬)	সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা, (ঢাকা ঃ সন্দেশ)।
মুরশিদ, গোলাম	(১৯৭৩)	ধর্ম নিরপেক্ষতা, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি)।
মোহাম্মদ, আনু	(১৯৮৭)	"বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ২৬, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)
মাসকারেনহাস এ্যান্থনী	(১৯৮৬)	বাংলাদেশ ঃ এ লিগ্যাসী অব ব্লাড, (লন্ডন)।
রহমান, এ, এইচ, এম, আমিনুর	(১৯৯০)	পলিটিক্স অব রুরাল লোকাল সেলফ, গভারমেন্ট ইন বাংলাদেশ, (ঢাকাঃ ঢাকা ইউনিভার্সিটি)
———	(১৯৯৩)	"বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রঃ প্রকৃতি ও প্রত্যাশা", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ৪৯, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)
রহমান, সাইদ উর	(১৯৮৩)	পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন (ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী)।
রশীদ, মোহাম্মদ আবদুর	(১৯৮২)	"ধর্ম ও রাজনীতিঃ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ", সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ৬, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র)
রওশন, সাঈদুজ্জামান	(১৯৯৩)	১৯৭১ ঘাতক দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি, (ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স)।
সাঈদ, আবু আল	(১৯৯৯)	সাত চল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী)।
সেন, সুজিত (সম্পাদিত)	(১৯৯১)	জাতপাতের রাজনীতি, (কলকাতা ঃ পুস্তক বিপণী)।
———	(১৯৯১)	সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা ও উত্তোরন, (কলকাতা ঃ পুস্তক বিপণী)
সিংহ, কঙ্কর	(১৯৯৯)	রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (ঢাকা ঃ অন্যান্য)।
সাঈদ, কে.বি	(১৯৭৮)	পাকিস্তান ঃ দি ফরমেটিভ ফেজ, (করাচি ঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
হোসেন, শিকদার তোফাজ্জল	(১৯৯৯)	হযরত খাজাবাবা ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) মুক্তিপাগল মানুষের পথ প্রদর্শক, (ফরিদপুর ঃ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড কালচার)।
হোসেন, ইমরান	(১৯৯৩)	বাঙ্গালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী)।
হোসেন, লতা (সম্পাদিত)	(১৯৯৩)	"প্রসঙ্গ ঃ সাম্প্রদায়িকতা" গদ্য বিরানব্বই, (ঢাকা ঃ সানন্দ প্রকাশ)।
হোসেন, আমজাদ	(১৯৯৬)	বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, (ঢাকা ঃ পড়ুয়া)।
হোসেন, আনোয়ার	(১৯৮৫)	ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ ঢানা প্রকাশনী)।

Dhaka University Institutional Repository

Journal of Islamic administration, volume –3, winter 1997, number –1.

Journal of Islamic administration, volume –1, winter 1995, number –1.

দৈনিক 'ইত্তেফাক', ঢাকা, ৩০ জানুয়ারী ১৯৯১।

দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ৩ জানুয়ারী ১৯৯২।

দৈনিক ' ইনকিলাব', ঢাকা, ৩১ অক্টোবর ১৯৯২।

দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

দৈনিক 'ভোরের কাগজ', ঢাকা, ২৮ আগস্ট ১৯৯৬।

দৈনিক 'ইনকিলাব', ঢাকা, ২৮ মার্চ ১৯৯৭ ।

দৈনিক 'ভোরের কাগজ', ঢাকা, ২০ মার্চ ১৯৯৭।

দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ১৪ আগস্ট ১৯৯৭।

দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭।

দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ১৪ জুলাই ১৯৯৮।